Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০০৮

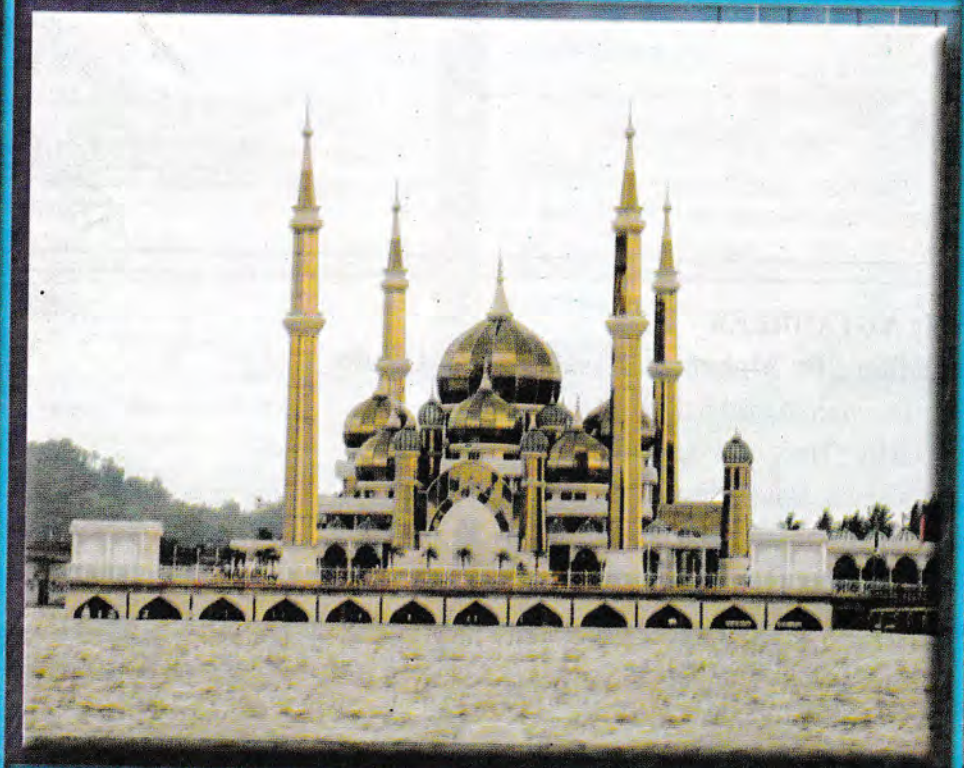

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০৭২১-৮৬১৩৬৫।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية
جلد: ١١ عدد: ١٢، شعبان و رمضان ١٤٢٩ هـ/ ستمبر ٢٠٠٨ م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ ক্রিস্টাল মসজিদ।
অবস্থানঃ ইসলামিক থিম পার্ক, ওয়ান ম্যান আইল্যান্ড, টেরেঙ্গানু, মালয়েশিয়া।
নির্মাণকালঃ ২০০৬-২০০৮।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i-Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 250/00 & Tk. 130/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0721-861365. Mobile: 01715-002380, 01716-034625.
E-mail: tahreek@librabd.net

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১১তম বর্ষঃ	১২তম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান	১৪২৯ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪১৫ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধঃ**
❑ রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল ০৩
  - *আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম*
❑ ভারতীয় পানি আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ ১০
  - *ডঃ তারেক শামসুর রহমান*
❑ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল ১৫
  - *আত-তাহরীক ডেস্ক*
❑ যাকাত ও ছাদাক্বা ১৭
  - *আত-তাহরীক ডেস্ক*
✡ **অর্থনীতির পাতাঃ** ১৯
◆ যাকাতঃ মূলনীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট
  - *শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*
✡ **কবিতাঃ** ২১
◆ ঈদের খুশী ◆ কিসের ঈদ করবো বলো
◆ এলো রোযা ◆ ঈদুল ফিৎর
✡ **সোনামণিদের পাতা** ২২
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ২৩
✡ **মুসলিম জাহান** ২৭
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ২৮
✡ **সংগঠন সংবাদ** ২৯
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৩৩
✡ **বর্ষসূচী** ৪১

www.ahlehadeethbd.org

আমীরে জামা'আতের মুক্তিঃ সত্য বিকশিত, মিথ্যা অপসৃত

দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর গত ২৮ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৫-টায় বগুড়া যেলা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহ্র প্রতিষ্ঠাদানে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর, মাসিক **আত-তাহরীক**-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সম্মানিত সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। তাঁর বিরুদ্ধে বিগত জোট সরকারের আমলে দায়েরকৃত ১০টি মামলার মধ্যে ৫৪ ধারা সহ মোট ৬টিতে ফাইনাল রিপোর্ট অর্থাৎ প্রাথমিক তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় অব্যাহতি এবং ১টিতে বিচারকার্য সম্পন্নের পর বেকসুর খালাস পান। বাকী ৩টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। 'আন্দোলন' -এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর নেতৃত্বে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ তাঁকে জেল গেইটে স্বাগত জানান এবং রাত পৌনে ৯-টায় তাঁকে নিয়ে নেতা-কর্মী ও সরকারী নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়ীর বহর রাজশাহী পৌঁছলে রাজশাহীতে অপেক্ষমান শত শত কর্মী ও সুধী তাঁকে স্বাগত জানান। অতঃপর মারকায মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে রাত সাড়ে ১১-টায় তিনি স্বীয় বাসভবনে পৌঁছেন।

স্মর্তব্য যে, ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত মধ্যরাতে বিগত চারদলীয় জোট সরকার রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ বাসভবন থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান সভাপতি এ. এস. এম. আযীযুল্লাহকেও গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও তার নেতৃবৃন্দকে নিয়ে চালানো হয় ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার। অধিকাংশ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বানোয়াট গোয়েবলসীয় প্রচারণায় আতংকগ্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে গোটা আহলেহাদীছ জামা'আত। যেন কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর দিয়ে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হন সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও কর্মীগণ। চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং এর অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে। সেই সাথে বন্ধ করে দেওয়া হয় নিঃস্বার্থ সমাজসেবী ভ্রাতৃপ্রতীম কুয়েতী দাতা সংস্থা (আরআইএইচএস) কর্তৃক শুরু করা মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ ইসলামী প্রকল্প সমূহ। যা আজও পড়ে আছে অসমাপ্ত অবস্থায়। এভাবে একের পর এক হিমাদ্রিসম বাধা ও বিপর্যয়সমূহ নেতা-কর্মীদের অক্টোপাসের ন্যায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন অনুগ্রহে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা অবদমিত হয় এবং সত্য উদ্ভাসিত হয়। সম্মুখপানে নিজ গতিতেই অগ্রসর হয় আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলা। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

আমীরে জামা'আতের মুক্তিতে আমরা সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি-আল-হাম্দুলিল্লাহ। অতঃপর সংগঠনের দেশী ও প্রবাসী সকল স্তরের নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা আমাদের চরম দুর্দিনে এখলাছের সাথে সকল প্রকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই দেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে, যারা বিভিন্ন সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি সরকারী সন্ত্রাসের অসহায় শিকার হয়ে হার্টফেল করে মৃত্যুবরণকারী 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমানের অসহায় পরিবারবর্গের প্রতি এবং যে সকল নেতা ও কর্মী বিগত সাড়ে তিন বছরে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, তাদের সকলের পরিবারবর্গের প্রতি। আর চরম নিন্দা জানাই সেই প্রশাসনের, যারা একটি জাতীয় সংগঠনের আমীর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরকে রাতের আধারে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল এবং এক দিনেই গ্রেফতার দেখিয়েছিল নয়-নয়টি মিথ্যা মামলায়। সংস্কারের দাবী জানাই সেই বিচারব্যবস্থার, যেখানে আইনের দীর্ঘসূত্রীতায় এক নিমিষে হারিয়ে গেল সাড়ে তিনটি বছর। বিনষ্ট হলো বিপুল অর্থ-সম্পদসহ বহু মানুষের মূল্যবান কর্মঘন্টা। ধিক্কার জানাই তাদের প্রতি, যারা 'আন্দোলন'-এর এই বিপর্যয় দেখে ক্রুর হাসি হেসেছিল, উল্লাস করেছিল এবং বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে সরকার ও মিডিয়াকে বিভ্রান্ত করেছিল। এই মুনাফিকদের জন্য আল্লাহ্র ফায়ছালাই যথেষ্ট। আরো ধিক্কার জানাই হলুদ সাংবাদিকতার ধ্বজাধারী ঐসকল সাংবাদিকদের, যারা সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে নিজ ডেস্কে বসেই কল্প-কাহিনী রচনা করে বড় বড় হরফে পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করে পত্রিকার কাটতি বাড়িয়েছে। আর এর নির্মম বলি হ'তে হয়েছে নিরীহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের। তবে সত্যসেবী সাংবাদিকদের আমরা ধন্যবাদ জানাই, যারা বিলম্বে হ'লেও সত্য উপলব্ধি করে আমাদের বক্তব্য জাতির সামনে তুলে ধরেছেন।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। শত্রুরা চেয়েছিল জঙ্গীবাদের কালিমা লেপনের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন একটি বড় ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে এই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ঈমান পরখ করে নিতে এবং এই আন্দোলনকে জাগিয়ে দিতে। কেননা আগামী দিনে হয়তবা এর চেয়েও বড় পরীক্ষা আসতে পারে। আর বাতিলের মোকাবেলায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি হক্ব জামা'আত টিকে থাকবে এটিই রাসূল (ছাঃ)-এর চিরন্তন বাণী। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা ও কৌশলই কার্যকর হয়েছে। আহলেহাদীছ জামা'আত দ্বিগুন কর্মস্পৃহায় জেগে উঠেছে। আগামী দিনে এই জাগরণের মাধ্যমেই এদেশে হক্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বাতিল পরাভূত হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বিলম্বে হ'লেও মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মত একজন খ্যাতিমান আলেম, নিঃস্বার্থ সমাজসেবক ব্যক্তিকে মুক্তিদানের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আর কোন ব্যক্তি যেন এরূপ জঘন্য অপবাদ ও হয়রানির শিকার না হন সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য জোর দাবী জানাই। সবশেষে **'আত-তাহরীক'**-এর এগারতম বর্ষপূর্তিতে এবং পবিত্র ঈদুল ফিৎর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমনটি ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে করে তোমরা তাক্বওয়াশীল হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

রামাযানের ছিয়ামের বিধান:

ছিয়ামে রামাযান অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদত এবং ইসলামের পাঁচটি রোকনের অন্যতম একটি রোকন। শারঈ কোন কারণ ছাড়া এটি পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। জ্ঞান সম্পন্ন বালেগ, সুস্থ, শারঈ বাধাহীন, মুক্বীম এমন মুসলিম ব্যক্তির উপর ছিয়াম পালন করা ফরয।[১]

উল্লেখ্য, হিজরতের ২য় বর্ষে শা'বান মাসের ২৮ তারিখ সোমবারে ছিয়াম ফরয করা হয়।[২]

ছিয়াম শব্দের আভিধানিক ও শারঈ অর্থ:

ছিয়াম বা ছওমের শাব্দিক অর্থ হ'ল: বিরত থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় ছিয়াম বলা হয় বিশেষ ধরনের বিরত থাকাকে। অর্থাৎ নেকী অর্জনের প্রত্যাশায় ফজর উদিত হওয়ার একটু পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে ছিয়াম বলা হয়। অনেকে বর্জনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে অশ্লীল যে কোন কথা ও কাজকেও উল্লেখ করেছেন।

কার উপর ছিয়াম ফরয:

প্রত্যেক মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্ক বা আক্বল সম্পন্ন ব্যক্তি, গৃহে অবস্থানকারী, দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তির উপর ছিয়াম ফরয। কাফের, নাবালেগ, বেহুঁশ বা পাগল, মুসাফির, অসুস্থ এবং দৈহিকভাবে অক্ষম এমন ব্যক্তির উপর ছিয়াম ফরয নয়। এমনিভাবে যে নারী হায়েয কিংবা নেফাস যুক্ত, তার উপর ছিয়াম ফরয নয়। তবে সে পরে ক্বাযা আদায় করে নিবে। মুসাফির ব্যক্তিও পরে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তিও যদি চিররোগী না হয় তাহ'লে সুস্থ হয়ে ক্বাযা আদায় করে নিবে। ছিয়াম পালনে অক্ষম চিররোগী ব্যক্তি ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে, তাকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না।

* *দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, আল-জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১. *ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/৫০৬; আব্দুল আযীম আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয, পৃঃ ১৯১।*

২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৫০১।*

রামাযান মাসের ফযীলত:

(ক) রামাযান মাসে আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। শয়তানদেরকে শিকল পরানো হয়।[৩] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, বেশী উচ্ছৃঙ্খল শয়তানগুলোকে বন্ধ করে রাখা হয়।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রহমতের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'রামাযান মাসে একটি ফরয আদায় করা অন্য মাসে ৭০টি ফরয আদায়ের সমতুল্য, এ মাসে একটি নফল ইবাদত একটি ফরয ইবাদতের সমতুল্য, রামাযানের প্রথম দশকে রহমত, দ্বিতীয় দশকে মাগফিরাত এবং তৃতীয় দশকে নাজাত' মর্মের বক্তব্য সম্বলিত বায়হাক্বী, ইবনু খোযায়মাহ, মুসনাদুল হারিছ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীছগুলো অত্যন্ত যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী।[৬]

(খ) রামাযান মাসেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যার একেকটি হরফ পাঠের বিনিময়ে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়।[৭]

(গ) এ মাসেই 'লায়লাতুল ক্বদর' রয়েছে, যা এক হাযার মাসের চেয়েও উত্তম' *(ক্বদর ৩)*।

(ঘ) এ মাস হ'ল গুনাহ মোচনের মাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের সকল পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিবেলা ক্বিয়াম (তারাবীহ ছালাত আদায়) করবে তারও পূর্বের সকল পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদর তথা ক্বদরের রাতের ক্বিয়াম করবে, তারও পূর্বের সকল গুনাহ মার্জনা করে দেওয়া হবে।[৮]

ছিয়ামের ফযীলত:

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম মুমিন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে ঢাল স্বরূপ'।[৯]

(খ) ছিয়াম যৌন স্পৃহার ক্ষতিকর উত্তেজনা থেকে রক্ষা করে।[১০]

(গ) ছিয়াম জান্নাতে যাওয়ার উৎকৃষ্টতর পন্থা (অন্যান্য ফরয ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যার নাম 'রাইয়ান'। ক্বিয়ামতের দিন ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে

৩. *বুখারী হা/১৭৬৬, 'ছাওম' অধ্যায়, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, হা/৩০৩৫; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৯৩।*

৪. *নাসাঈ হা/২০৭৯।*

৫. *ছহীহ মুসলিম হা/১৭৯৪, 'ছিয়াম' অধ্যায়।*

৬. *আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত ১/৬১২-৬১৩, হা/১৯৬৫; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৫৮৯।*

৭. *তিরমিযী, হা/২৮৩৫, ছহীহ তারগীব, হা/১৪১৬।*

৮. *ছহীহ বুখারী হা/১৯০১; ছহীহ মুসলিম হা/৭৬০।*

৯. *ছহীহুল জামে' হা/৩৮৬৭।*

১০. *বুখারী হা/১৯০৫; মুসলিম হা/৩৮৬৭, ১৪০০।*

www.ahlehadeethbd.org

কেবল ছিয়াম পালনকারীগণ। যখন তারা প্রবেশ করে যাবে তখন সেই দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।[১১]

(ঘ) ছিয়াম মুমিন ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুপারিশকারী হবে এবং আল্লাহ তার সুপারিশ কবুলও করবেন।[১২]

(ঙ) ছিয়াম মুমিন ব্যক্তির জন্য ইহ ও পরকালের সুখ-শান্তি লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'ধরনের খুশী রয়েছে- একটি ইফতারের সময় ও অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়'।[১৩]

(চ) ছিয়াম এমনই ইবাদত যার ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ্ নিজে দান করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার জন্য (অর্থাৎ প্রায় প্রতিটি আমলে তার নিজের কিছু না কিছু স্বার্থ থাকে)। মহান আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছিয়াম এর ব্যতিক্রম। কারণ ইহা শুধুমাত্র আমার জন্যই (করা হয়)। অতএব আমিই তার প্রতিদান দান করব'।[১৪]

রামাযান মাসে পসন্দনীয় আমলসমূহ:

ফরয ছিয়াম পালন ছাড়াও এ মাসে পসন্দনীয় অনেক ধরনের আমল রয়েছে। যার প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অশেষ ও অফুরন্ত ছওয়াব। নিম্নে কয়েকটি বিধৃত হ'লঃ

(ক) ক্বিয়ামুল লায়ল বা তারাবীহ'র ছালাত আদায় করা।[১৫]

(খ) দান-ছাদাক্বা করা। এ মাসে দান-ছাদাক্বা অন্য মাসের চেয়ে অনেক উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) এই মাসে বেশী বেশী দান ছাদাক্বা করতেন।[১৬]

(গ) গরীব-মিসকীনদেরকে খাদ্য দান একটি পুণ্যময় কাজ। রামাযান মাসে ছায়েমকে ইফতার করানোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَيَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ঐ ছিয়াম পালনকারীর (ছিয়ামের) পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। অবশ্য এই ছওয়াব ঐ ছায়েমের নেকী থেকে কিছুই হ্রাস করবে না।[১৭]

(ঘ) দাওয়াতী কাজ করা: এ মাস হ'ল কুরআন নাযিলের মাস। তাই এ মাসে দাওয়াতী কাজ করা সামর্থ্যবান প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যক।

(ঙ) অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা: যেহেতু এ মাসেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে, তাই এ মাস থেকেই পবিত্র কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা সকলের উচিত। বেশী বেশী তেলাওয়াত করা, শিক্ষা দান করা, তার অর্থ অনুধাবন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করা উচিত।

(চ) ওমরাহ করা: এ মাসে ওমরাহ করার অনেক ফযীলত রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানে একটি ওমরাতে একটি হজ্জের পুণ্য রয়েছে'।[১৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমার সাথে একটি হজ্জ পালনের ছওয়াব রয়েছে।[১৯]

(ছ) লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করা: বিশুদ্ধ হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি লায়লাতুল ক্বদর লাভ করতে পারি তবে কী (দো'আ) বলব? তিনি বললেন, তুমি বলবে, اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى. 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করা ভালবাসেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন'।[২০]

নবী করীম (ছাঃ) এই লায়লাতুল ক্বদরকে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ করতে বলেছেন।[২১]

(জ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা: ই'তিকাফ করা নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি মুস্তাহাব সুন্নাত। ই'তিকাফ হ'ল, দুনিয়াবী কাজকর্ম বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখা। একান্ত যরূরী প্রয়োজন (যেমন প্রাকৃতিক প্রয়োজন, পানাহার প্রভৃতি) ব্যতীত ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদের বাইরে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। এজন্যই সে মসজিদের বাইরে কোন রোগীকে দেখতে যেতে পারবে না, জানাযায় শরীক হ'তে পারবে না, স্ত্রী সহবাস করতে পারবে না।[২২]

নবী করীম (ছাঃ) শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।[২৩] মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, জামে মসজিদ ব্যতীত কোন ই'তিকাফ নেই।[২৪] ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হ'ল লায়লাতুল ক্বদর নিশ্চিতভাবে পাওয়া, দুনিয়াবী ঝামেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দিন ও রাতগুলোতে বেশী বেশী আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী করা ইত্যাদি...।[২৫]

---

১১. *বুখারী হা/১৮৯৬; মুসলিম হা/১১৫২।*
১২. *মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৪; মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৫৪, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুত তারগীব, হা/৯৮৪।*
১৩. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১।*
১৪. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১।*
১৫. *বুখারী হা/১৯০১; মুসলিম হা/৭৬০।*
১৬. *বুখারী, হা/১৭৬৯; মুসলিম, হা/৪৬৮৬।*
১৭. *আহমাদ, হা/১৬৪১৯; তিরমিযী, হা/৭৩৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩৬; হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৬৪১৫।*
১৮. *বুখারী, হা/১৬৫৭ ও মুসলিম, হা/১২৫৬।*
১৯. *বুখারী, হা/১৭৩০; মুসলিম, হা/২২০২।*
২০. *তিরমিযী হা/৩৪৩৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৪০।*
২১. *বুখারী, 'ছালাতুত তারাবীহ' অধ্যায়, হা/১৮৭৮; মুসলিম হা/১৯৯৮, 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
২২. *ছহীহ আবুদাঊদ, হা/২১৬০।*
২৩. *বুখারী, হা/২০২০।*
২৪. *ছহীহ আবুদাঊদ, হা/২১৬০।*
২৫. *বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ আব্দুল আযীম, আল ওয়াজীয, পৃঃ ২০৫।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মসজিদে ই'তিকাফকারীর সাথে কেউ সাক্ষাৎ করতে আসলে তার সাথে সে মার্জিতভাবে কথা বলতে পারবে। তাকে বিদায়কালে মসজিদের দরজা পর্যন্ত বা সামান্য বাইরে গিয়ে বিদায় দিয়ে আসতে পারবে।[২৬]

যরূরী মাসায়েলঃ

(১) রামাযানের নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে রামাযানের ছিয়াম পালন করা ফরয হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করবে, চাঁদ দেখেই ছিয়াম ভঙ্গ করবে। আর যদি (আবহাওয়া ঘোলাটে থাকায় চাঁদ দেখা না গেলে) তোমাদের নিকট মাস নির্ণয় সম্ভব না হয় তাহ'লে ৩০ দিন গণনা করে নিবে'।[২৭]

(২) একজন মুসলিম ব্যক্তি রামাযানের চাঁদ দেখলেই রামাযান মাস সাব্যস্ত হয়ে যাবে।[২৮] আর বাদল বা আবহাওয়ার কারণে রামাযানের চাঁদ দেখা না গেলে শা'বানের ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে।[২৯] তবে শাওয়াল মাস সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুই জন মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক।[৩০]

(৩) ফরয ছিয়ামের জন্য নিয়ত বা সংকল্প করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে নিয়ত করবে না তার ছিয়াম হবে না'।[৩১] অবশ্য নফল যে কোন ছিয়ামের নিয়ত দিনের বেলাতেও করা যায়।[৩২]

'নিয়ত' আরবী শব্দ। উহার শাব্দিক অর্থঃ ইচ্ছা, সংকল্প ও মনে মনে কিছুর আকাঙ্খা রাখা। উহা অন্তরের কাজ, মুখের নয়। শরী'আত আমাদেরকে প্রতিটি ইবাদতের জন্য নিয়ত করতে বলেছে, কোথাও নিয়ত বলতে বলা হয়নি। অতএব 'নাওয়াইতু...' শব্দের মাধ্যমে নিয়ত বলা যেমন বিবেকের দৃষ্টিতে অহেতুক, তেমনি শরী'আতের দৃষ্টিতেও জঘন্য বিদ'আত। হাসানাহ নয়; যেমনটি অনেকেই ধারণা করে থাকেন। কেননা এই অহেতুক কাজটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও চার ইমামের কেউ-ই করেননি। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, 'প্রত্যেক বিদ'আতই হ'ল ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক বিদ'আত (চর্চাকারী)ই জাহান্নামে যাবে'।[৩৩]

(৪) **সাহারী খাওয়াঃ** সাহারী খাওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাহারী খাও। কারণ সাহারীতে বরকত রয়েছে'।[৩৪]

(৫) **ইফতার করাঃ** সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে পানাহার ও যৌন সম্ভোগ ত্যাগের ধারাকে খাদ্য ও পানি গ্রহণের মাধ্যমে ভেঙ্গে ফেলার নাম ইফতার। তাড়াতাড়ি ইফতার করা এবং দেরীতে সাহারী গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে পসন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তাড়াতাড়ি (সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে) ইফতার করবে'।[৩৫]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাজা (আধাপাকা) খেজুর দ্বারা ছালাতের পূর্বে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না থাকলে সাধারণ খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও না থাকলে কয়েক ঢোক পানি গ্রহণ করতেন।[৩৬]

(৬) **ইফতারের দো'আঃ** ইফতারের সময় এই দো'আটি বলবে,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণঃ যাহাবায্যমাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।

অর্থঃ তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা সতেজ হয়েছে এবং আল্লাহ চাইলে প্রতিদানও নিশ্চিত হয়েছে।[৩৭] ইফতারের দো'আ হিসাবে 'আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু...' বলা সমাজে বহুল প্রচলিত থাকলেও তা যঈফ হাদীছ ভিত্তিক দো'আ বিধায় অবশ্যই পরিত্যাজ্য।[৩৮]

(৭) ছালাতবিহীন ছিয়াম অনর্থক। এরূপ ছিয়াম বিধর্মীদের উপবাস স্বরূপ। অতএব ছিয়াম দ্বারা উপকৃত হ'তে চাইলে অবশ্যই ছায়েমকে ছালাত আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য, পবিত্র কালেমা 'লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ' এর পরেই ছালাতের স্থান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একাধিক হাদীছ থেকে জানা যায় যে, মুসলিম ব্যক্তি ও কাফের-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্যই হ'ল ছালাত পরিত্যাগ করা।[৩৯] এই ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী কাজ।[৪০] ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের উপর এ ছালাত ফরয।[৪১] ক্বিয়ামত দিবসে বান্দাহর আমল সমূহ হ'তে সর্বপ্রথম এই ছালাতেরই হিসাব নেওয়া হবে। অতএব যদি ছালাত ঠিক থাকে

---

২৬. *বুখারী, হা/১৮৯৮, ৩০৩৯; মুসলিম, 'সালাম' অধ্যায়, হা/৪০৪১।*
২৭. *বুখারী, হা/১৯০৯; মুসলিম, হা/১০৮০।*
২৮. *আবূদাঊদ, হা/২৩২৫, হাদীছ ছহীহ; ইরওয়া হা/৯০৮।*
২৯. *বুখারী, হা/১৯০৯; মুসলিম, হা/১০৮০।*
৩০. *আহমাদ, নাসাঈ, হা/১৩২, ১৩৩, ছহীহুল জামে, হা/৩৮১১, ছহীহ আবূদাঊদ, হা/২০৫, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৩৭৩-৩৭৪।*
৩১. *আবূদাঊদ, হা/২৪৫৪; তিরমিযী হা/৭৩০; ইবনু মাজাহ হা/১৭০০, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ আবূদাঊদ, হা/২১৪৩।*
৩২. *মুসলিম, হা/১৯৫০, ১৯৫১।*
৩৩. *নাসাঈ, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১৫৬০, ইবনু খোযায়মাহ, ৩/১৪৩, হা/১৭৮৫, হাদীছ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/১৩৫৩।*
৩৪. *বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫।*
৩৫. *বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮।*
৩৬. *আবূদাঊদ, 'ছাওম' অধ্যায়, হা/২০০৯; তিরমিযী হা/৬৩২, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ আবূদাঊদ, হা/২০৬৫।*
৩৭. *আবূদাঊদ হা/২৩৫; ইরওয়া হা/৯২০।*
৩৮. *যঈফ আবূদাঊদ, হা/৫১০; ইরওয়া ৪/৩৮।*
৩৯. *মুসলিম, হা/৮২; আবূদাঊদ, হা/৪৬৫৩; তিরমিযী, হা/১২৫, ইবনু মাজাহ, হা/১০৭৮।*
৪০. *নাসাঈ ১/২৩১; তিরমিযী হা/২৭৫৬; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯।*
৪১. *বুখারী, হা/৩৮৮৭; মুসলিম, হা/১৪৫; নাসাঈ ১/২১৭।*

www.ahlehadeethbd.org

তাহ'লে সে সফলকাম ও কৃতকার্য হবে, আর তা নষ্ট হয়ে থাকলে সে অকৃতকার্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৪২]

(৮) ছিয়াম অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ, গাল-মন্দ করা, মিথ্যা কথা বলা, অশ্লীল কাজকর্ম করা বা বলা... প্রভৃতি আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। কেউ ঝগড়া করতে আসলে ছায়েমের বলা উচিত 'নিশ্চয় আমি ছায়েম'।[৪৩]

ছিয়াম বিনষ্টকারী বিষয় সমূহঃ

(১) ইচ্ছাপূর্বক ও জেনে শুনে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করলে ও যৌন সম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়।

(২) ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায়।[৪৪]

(৩) হায়েয-নিফাসের কারণে ছিয়াম ভেঙ্গে যায়।[৪৫]

(৪) এমনিভাবে যেসব জিনিস খাদ্য ও পানীয় হিসাবে কাজ করে, যেমন- স্যালাইন যা শিরার মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করানো হয় উহা খাদ্য ও পানীয়র মত ছিয়াম ভঙ্গকারী। তবে এমনি বিষ-ব্যথা প্রভৃতির জন্য ছিয়াম অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

ছিয়ামের কাফফারাঃ

রামাযানের দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী মিলন করে বসলে তাদেরকে কাফফারা আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করে বলে যে, 'রামাযান মাস অবধি তার স্ত্রী তার নিজ মায়ের পিঠের মত বা নিজ মায়ের মত' এরপর সে রামাযানের দিনে বা রাতে স্ত্রীর সাথে মিলন করে বসে তবে তাকেও কাফফারা আদায় করতে হবে।[৪৬] রামাযান ছাড়াও অন্যান্য যে কোন মাসে স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করলে তাকে যিহারের কাফফারা আদায় করতে হবে। এর পূর্বে তার জন্য স্ত্রী সহবাস করা হারাম।

উল্লেখ্য, স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে ছিয়াম ভঙ্গের কাফফারা তাই, যা 'যিহার' এর কাফফারা হিসাবে বিধৃত হয়েছে। অর্থ (১) সর্বপ্রথম গোলাম আযাদ করতে হবে। (২) যদি গোলাম না পাওয়া যায় বা গোলাম ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকে (বা গোলাম কেনা-বেচার নিয়ম না থাকে যেমন বর্তমান কালের অবস্থা) তাহ'লে একাধারে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে হবে। মাঝে শারঈ ওযর ব্যতীত কোন বিরতি দিলে আবার শুরু থেকে দুই মাস ছিয়াম পালন করতে হবে। (৩) যদি ছিয়াম রাখতে সক্ষম না হয় তাহ'লে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে।[৪৭] ঐরূপ আচরণ করার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে।[৪৮]

যে সকল কাজে ছিয়াম বিনষ্ট হয় নাঃ

(১) ভুলক্রমে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে ফেললে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। এরূপ ঘটলে মনে পড়ার সাথে সাথে বিরত হবে এবং ছিয়ামে বহাল থাকবে। তার জন্য ক্বাযা কাফফারা কিছুই নেই। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ ভুলক্রমে পানাহার করে ফেলে তবে সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন'।[৪৯]

(২) স্ত্রী মিলনের মাধ্যমে অপবিত্র হোক বা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে হোক উভয় অবস্থায় গোসল না করেই ছিয়ামের নিয়ত ও সাহারী গ্রহণ করতে পারবে। এতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।[৫০]

(৩) রোগের কারণে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে ছিয়ামের কোন ত্রুটি হবে না।[৫১]

(৪) শরীর থেকে রক্ত বের হ'লে বা শিঙ্গা লাগালে ছিয়াম নষ্ট হবে না।[৫২]

(৫) নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে স্ত্রীকে চুম্বন দেওয়া ও হাল্কা বিনোদন করার অনুমতি আছে।[৫৩]

(৬) পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করাতে ছিয়ামের ত্রুটি হয় না। তবে বেশী করে নাকে পানি দিবে না।[৫৪] এসব করতে গিয়ে নাক বা গলা দিয়ে কিছু প্রবেশ করলে ছিয়াম নষ্ট বা মাকরূহ হবে না।

(৭) পানি দ্বারা বেশী বেশী গোসল করলে বা গরমের কারণে মাথায় বেশী বেশী পানি ঢাললে কোন অসুবিধা নেই।

(৮) আতর ও ফুলের সুগন্ধি নিলে বা মাখলে, তৈল, ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহার করলে, চোখে সুর্মা ব্যবহার করলে ও মাথা সিঁথি করলে, মিসওয়াক/ব্রাশ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলে ছিয়ামের কোন অসুবিধা হয় না।

(৯) জিহ্বা দ্বারা তরকারীর স্বাদ তথা লবণ, ঝাল পরীক্ষা করা যায়।[৫৫] তবে সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ধুয়ে নিবে।

(১০) ছিয়াম অবস্থায় প্রয়োজনে দাঁত তোলা যায়, তবে সূর্যাস্তের পর তোলাই উত্তম।

---

৪২. *আবুদাঊদ, হা/৭৩৩; তিরমিযী, হা/৩৮৭; নাসাঈ হা/৪৬১-৪৬৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৪১৫, ১৪১৬, ছহীহুল জামে' হা/২০২০।*
৪৩. *বুখারী, হা/১৭৭১, ১৭৭০; মুসলিম, হা/১১৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৭৬।*
৪৪. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ; ছহীহুল জামে' হা/৬২৪৩।*
৪৫. *বুখারী,, হা/২৯৩; মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১১৪।*
৪৬. *ইবনু মাজাহ, হা/২০৬২; তাবারানী, হা/৬৩৩৩; বায়হাক্বী ১৫০৩৪, হাদীছ ছহীহ; ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৬৭৭।*
৪৭. *মুজাদালাহ ৩-৪; বুখারী, হা/৬২১৫, ৬২১৭; মুসলিম, হা/১৮৭০ 'ছাওম' অধ্যায়।*
৪৮. *ছহীহ আবুদাঊদ, ২/৪৫৫, হা/২০৯৬।*
৪৯. *বুখারী, হা/১৭৯৭; মুসলিম, হা/১৯৫২।*
৫০. *বুখারী, হা/১৭৯৭; মুসলিম 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৮৬৯।*
৫১. *তিরমিযী, 'ছাওম' অধ্যায়, হা/৬৫৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৬৬, হাদীছ ছহীহ; ছহীহুল জামে', হা/৬২৪৩।*
৫২. *বুখারী, ৩/৬৮৫, হা/১৮৩৬।*
৫৩. *বুখারী, হা/১৭৯২; মুসলিম, হা/১৮৫৪, ১৮৫৫; আবুদাঊদ, হা/২০৩৯ প্রভৃতি।*
৫৪. *সুনান চতুষ্টয়; আহমাদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, হাদীছ ছহীহ; ছহীহুল জামে', হা/৯২৭।*
৫৫. *ফাৎহুল বারী ৪/১৫৪, উমদাতুল ক্বারী ১১/১২ প্রভৃতি।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১১) শাস কষ্টের কারণে যরূরী প্রয়োজনে ইনহেলর বা এ জাতীয় যেকোন স্প্রে ব্যবহার করা যাবে।

(১২) সাহারী খাওয়াকালীন আযান শুনলেও প্রয়োজন মুতাবিক পানাহার করা যায়। সেকারণ কারো ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।[৫৬]

অতি বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী প্রমুখের ছিয়ামের বিধানঃ

অতি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী মহিলা প্রমুখ যদি ছিয়াম পালনে অক্ষম হয়, বা দুগ্ধদানকারিণী ও গর্ভবতী মহিলা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তাহ'লে তারা ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করবে। তাদেরকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না।[৫৭]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'কোন গর্ভবতী নিজের আত্মার ক্ষতির আশংকা করলে, অনুরূপভাবে কোন দুগ্ধদানকারিণী মহিলা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করলে তারা উভয়েই ছিয়াম ভঙ্গ করবে এবং প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে নিজ নিজ পক্ষ থেকে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াবে এবং তারা উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে না'।[৫৮]

- নাফে' থেকে বর্ণিত আছে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর একটি মেয়ে কুরাইশ বংশের জনৈক ব্যক্তির অধীনে ছিলেন। তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। রামাযানে তাকে (খুব) পিপাসা লাগে ফলে ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে বলেন'।[৫৯]

উল্লেখ্য, ফিদইয়ার নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নবী করীম (ছাঃ) থেকে নির্ধারিত নেই। অতএব মিসকীনকে পেট পুরে মধ্যম মানের খাবার দিলেই ফিদইয়া আদায় হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) (বেশী বৃদ্ধ হওয়ার ফলে) ছিয়াম আদায়ে অক্ষম হন। ফলে তিনি একই দিনে ত্রিশ জন মিসকীনকে ডেকে পেট ভরে খাওয়ায়ে দেন।[৬০]

তারাবীহ ছালাতের গুরুত্ব, ফযীলত এবং রাক'আত সংখ্যাঃ

তারাবীহ ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের রাত্রে জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়া মাসনূন করেছেন। তিনি এ মাসে তিন দিন ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করেন। অতঃপর উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় উহা জামা'আতে আদায় করা থেকে বিরত থেকেছেন।[৬১] এ থেকে বুঝা যায় তারাবীহ ছালাত কত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ইমামের ছালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত ক্বিয়ামুল্লায়ল তথা তারাবীহ ছালাত আদায় করবে তার জন্য সারা রাত নফল ইবাদতের ছওয়াব লেখা হবে'।[৬২]

উক্ত হাদীছের আলোকে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

وتشرع الجماعة فى قيام رمضان بل هى أفضل من الأنفراد.

'ক্বিয়ামে রামাযানে জামা'আত করা শরী'আত সম্মত; বরং একাকী পড়ার চেয়ে জামা'আত করে পড়াই উত্তম'।[৬৩]

এ থেকেই বুঝা যায় আমাদের দেশের যে সব আলেম তিন দিনের বেশী জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়া অবৈধ বা বিদ'আত বলার পক্ষপাতী তারা এক শ্রেণীর অপরিপক্ক আলেম। তারা শরী'আতকে যথাযথ উপলব্ধি না করার কারণে এরূপ দায়িত্বহীন কথা বলে থাকেন। তাদের মনে রাখা দরকার, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কাজটি করার আশা করেছেন কিন্তু কোন কারণবশত করতে পারেননি বা করার সময় পাননি, তার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সে কাজটি করাও এই উম্মতের জন্য সুন্নাত। যেমন- তিনি ইহুদীদের বিরোধিতার জন্য ১০ই মুহাররমের সাথে ৯ই মুহাররম ছিয়াম রাখার আশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই ৯ই মুহাররমও ছিয়াম পালন করব'।[৬৪] কিন্তু সেই আগামী সাল আসার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৬৫] ১০ই মুহাররম তথা আশুরার সাথে ৯ই মুহাররম মিলিয়ে ছিয়াম রাখা সুন্নাত। অথচ ৯ই মুহাররমের ছিয়াম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাখার সুযোগ পাননি, শুধু তা রাখার আশা করেছিলেন মাত্র। যদি তাই হয়, তাহ'লে যে তারাবীহ ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন, তা জামা'আতে আদায় করার ফযীলতও বলেছেন।[৬৬] কিন্তু এই উম্মতের উপর তা ফরয হওয়ার আশংকায় পরে আর জামা'আত করেননি..।[৬৭] তাছাড়া পুরা রামাযান ব্যাপী জামা'আতে যে তারাবীহ ছালাত পড়া খলীফা ওমর (রাঃ)-এর চালুকৃত

---

৫৬. *ছহীহ আবুদাউদ, হা/২০৬০; মিশকাত হা/১৯৮৮।*
৫৭. *বায়হাক্বী, ৪/২৩০, সনদ শক্তিশালী, দ্রঃ আল-ওয়াজীয, পৃঃ ১৯৩।*
৫৮. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৪/১৯ আছারটিকে ইবনু জারীর তাবারীর দিকে (২৭৫৮) সম্পর্কিত করে বলেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটির সনদ ছহীহ।*
৫৯. *দারাকুৎনী ১৫/২০৭/২, আছারটির সনদ ছহীহ। দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৪/২০।*
৬০. *তা'লীকে বুখারী, দারাকুৎনী, হা/১৫, ইরওয়াউল গালীল ৪/২০।*
৬১. *বুখারী, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/৮৭২, ১০৬১; মুসলিম, হা/১২৭০, ১২৭১।*
৬২. *তিরমিযী, হা/৭৩৪; আবুদাউদ, হা/১১৬৭; নাসাঈ, হা/১৩৪৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৩১৭ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে', হা/১৬১৫।*
৬৩. *ক্বিয়ামু রামাযান, পৃঃ ১৩।*
৬৪. *মুসলিম, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৯১৭।*
৬৫. *আবুদাউদ, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/২০৮৯।*
৬৬. *তিরমিযী, হা/৭৩৪; আবুদাউদ, হা/১১৬৭; নাসাঈ, হা/১৩৪৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৩১৭, হাদীছ ছহীহ; ছহীহুল জামে', হা/১৬১৫।*
৬৭. *বুখারী, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/৮৭২, ১০৬১; মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১২৭০, ১২৭১।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমল; এরূপ ছালাত তিন দিনের উর্ধ্বে তথা পুরা রামাযান জামা'আতে পড়া কোন যুক্তিতে অবৈধ বা বিদ'আত হবে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কত রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে সর্বমোট এগারো রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন। যেমন,

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

'আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, রামাযানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কিরূপ ছিল? তদুত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ও রামাযান মাসের বাইরে এগারো রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করেননি। (প্রথম) চার রাক'আত পড়তেন। তুমি আমাকে ঐ ছালাতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন কর না। এরপর আবার তিনি চার রাক'আত পড়তেন; ঐ ছালাতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে প্রশ্ন কর না। পরে তিনি তিন রাক'আত (বিতর) পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি বিতর পড়ার পূর্বেই ঘুমিয়ে যাচ্ছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চক্ষুদয় ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায়না।[৬৮]

অত্র হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানে বিতর সহ মোট এগারো রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন। ইবনু খোযায়মা ও ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় একথা স্পষ্টভাবে এসেছে যে, তিনি আট রাক'আত (তারাবীহ) পড়ে বিতর পড়েছিলেন।

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ.

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে আট রাক'আত (তারাবীহ) ছালাত পড়েছেন, অতঃপর বিতর আদায় করেছেন।[৬৯]

৬৮. *বুখারী, 'তারাবীহ ছালাত' অধ্যায়, হা/১৮৭৪, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/১০৭৯, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, হা/৩৩০৪; মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাত' অধ্যায়, হা/১২১৯।*

৬৯. *ছহীহ ইবনু খোযায়মাহ, হা/১০৭০, ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৯২০, তাবারানী, আল-মু'জামুছ ছাগীর, ১/১৯০, হাদীছটিকে ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইমাম যাহাবী বিশুদ্ধ বলেছেন। দ্রঃ মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩১১।*

ইমাম মালেকের মুওয়াত্ত্বায় এসেছে-

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِىَّ أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

সায়েব বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে লোকদের নিয়ে এগারো রাক'আত কিয়ামুল্লায়ল তথা তারাবীহ পড়ানোর আদেশ করেছিলেন।[৭০] হানাফী মাযহাবের স্বনামধন্য আলেম শায়খ নীমভী 'আছারুস সুনান গ্রন্থে' এই বর্ণনাটির সনদকে ছহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।[৭১]

এক্ষেত্রে ওমর (রাঃ) থেকে বিশ রাক'আতের যেসব মওকূফ বর্ণনার কথা বলা হয় সেগুলো ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি।[৭২] তাই উহা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বিতর সহ তারাবীহ ছালাত এগারো রাক'আত পড়াই নবীর সুন্নাত। ওমর (রাঃ)ও এই সংখ্যায় তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফিতরা:

যাকাতুল ফিতর বা ফিৎরা আদায় করা ফরয। ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে তা আদায় করতে হবে। এর পরিমাণ হচ্ছে এক 'ছা' তথা বর্তমান হিসাব অনুযায়ী প্রায় আড়াই কেজি খাদ্য। আর তা আদায় করতে হবে ঈদের ছালাতে বের হওয়ার পূর্বে।[৭৩] তবে ঈদের পর আদায় করলে তা ফিৎরা হবে না, সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে।[৭৪] টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা দেওয়া অনুচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে টাকা-পয়সা তথা দিরহাম-দীনার ছিল, কিন্তু তা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ফিৎরা প্রদান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ঈদের ছালাত:

ঈদের ছালাত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছালাত। অনেক ওলামায়ে দ্বীন বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে এই ছালাতকে ওয়াজিব বলেছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা, ক্বাসেম, হাদী, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম শাওকানী, ইমাম ছিদ্দীক হাসান খান প্রমুখ।[৭৫] এই মতেরই প্রবক্তা হ'লেন শায়খ নাছিরুদ্দীন

৭০. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, 'ছালাতের জন্য আহ্বান' অধ্যায়, ১/১৩৭, হা/২৩২, বায়হাক্বী, হা/৪৩৯২, শারহু মা'আনিল আছার, হা/১৬১০, সনদ ছহীহ। দ্রঃ আলবানী, ইরওয়া ২/১৯২; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৩, ৬৩, ৭৮; মিশকাত, হা/১৩০২।*

৭১. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২।*

৭২. *আলবানী, ছালাতুত তারবীহ, পৃঃ ৪৯-৫৫।*

৭৩. *বুখারী, হা/১৫০৩; মুসলিম, ৯৮৪, ৯৮৬; বুখারী, হা/১৫১১ প্রভৃতি।*

৭৪. *ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৪২০; ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১৪৮০।*

৭৫. *বাদায়েউছ ছানায়ে ১/২৭৪; নায়লুল আওত্বার ৩/৩১০, ৩১১; তামামুল মিন্নাহ।*

www.ahlehadeethbd.org

আলবানী।[৭৬] এবং আরব জাহানের প্রখ্যাত ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছাইমীন *(শারহু রিয়াযুছ ছালেহীন, ২য় খণ্ড)*। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, এই কথাটিই দলীলের দিক দিয়ে বেশী স্পষ্ট এবং সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী।[৭৭]

ঈদের ছালাতের জন্য কতিপয় সুন্নাত/মুস্তাহাব বিষয়ঃ

(ক) গোসল করা, সুন্দর পোশাক পরিধান করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব।[৭৮]

(খ) ঈদুল ফিতরের ছালাতে বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় খেজুর খাওয়া সুন্নাত।[৭৯] না পেলে অন্য যেকোন বস্তু খাওয়া যেতে পারে। তবে ঈদুল আযহায় না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া এবং ঈদের ছালাতের পর ফিরে এসে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত।[৮০]

(গ) ঈদগাহে গিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত।[৮১]

(ঘ) মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে হাযির করা সুন্নাত।[৮২]

(ঙ) ঈদের ছালাত শেষে ফিরে আসার সময় যে রাস্তা দিয়ে যাওয়া হয়েছে তা পরিবর্তন করে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নাত।[৮৩]

(চ) ঈদের দিন তাকবীর পাঠ করা মুস্তাহাব। তাকবীর হ'ল-

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ।[৮৪]

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করাঃ ঈদের শুভেচ্ছায় এই কথা বলা যায়ঃ (اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ مِنْكَ) উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা। অর্থঃ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের থেকে (সৎ আমল) গ্রহণ করুন'। এমনটি ছাহাবায়ে কেরাম করতেন বলে জুবাইর বিন নুফাইর এর বর্ণনা পাওয়া যায়। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, আছারটির সনদ হাসান।[৮৫]

উল্লেখ্য, ঈদের দিন মু'আনাক্বা (কোলাকোলি) করার খাছ কোন দলীল পাওয়া যায় না।

ঈদের দিন মানুষ কিছু কিছু ভুলে লিপ্ত হয়, তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপঃ

(ক) এক সাথে সমস্বরে তাকবীর পাঠ করা অথবা কোন তাকবীর পাঠকারীর পিছনে সমস্বরে তাকবীর বলা। এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হ'ল, প্রত্যেকে নিজে নিজে তাকবীর পাঠ করবে।

(খ) ঈদের দিনে হারাম খেল-তামাশায় লিপ্ত হওয়া। যেমন, গান-বাজনা, বিভিন্ন ফিল্ম দেখা, মাহরাম নয় এমন মহিলাদের সাথে পুরুষদের মেলামেশা করা... ইত্যাদি গর্হিত কাজ সম্পাদন করা।

(গ) দাড়ি সেভ করে বা ছোট করে ঈদের মাঠে উপস্থিত হওয়া।

(ঘ) মহিলাদের ঈদের মাঠে আতর-সুগন্ধি মেখে উপস্থিত হওয়া।

(ঙ) মহিলাদের পুরুষদের সাথে ঈদের মাঠে উপস্থিত না হয়ে মসজিদে পৃথকভাবে ঈদের ছালাত আদায় করা। এই প্রচলিত বিদ'আতটি বাংলার গ্রাম-গঞ্জে বেশী দেখা যায়। মহিলা ঈদের ছালাতে ইমামতি করে এমনকি ঈদের খুৎবাও দিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী। অবশ্য কোন পুরুষ যদি মহিলাদের ইমাম হয়ে ঈদ ও খুৎবা পরিচালনা করে তবে বিষয়টি শরী'আত সম্মত হবে। কারণ উক্ত মর্মে কিছু আছার পাওয়া যায়।[৮৬]

ঈদের ছালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

ঈদের ছালাত হ'ল দু'রাক'আত, যার আগে বা পরে কোন ছালাত নেই। এতে আযান ও ইক্বামত নেই।[৮৭] এ দু'রাক'আত ছালাত ১২ তাকবীরের সাথে আদায় করবে। প্রথম রাক'আতে অতিরিক্ত ৭টি তাকবীর দিবে, অতঃপর ক্বিরাআত পড়বে। দ্বিতীয় রাক'আতে অতিরিক্ত ৫টি তাকবীর দিবে, অতঃপর ক্বিরাআত পড়বে।[৮৮]

শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আদায় করার বিধান ও ফযীলতঃ

রামাযানের পরেই আসে শাওয়াল মাস। এই মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। এর ফযীলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আদায় করবে এটা তার জন্য পুরা এক বছরের ছিয়াম সদৃশ হয়ে যাবে'।[৮৯] এই ছিয়াম একাধারে রাখা যায় আবার মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়েও রাখা যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছহীহ শুদ্ধভাবে ছিয়াম পালন এবং এর মাধ্যমে আমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করুন- আমীন!!

---

৭৬. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪৪।*
৭৭. *মাজমূউ ফাতাওয়া ৪/৫০৬।*
৭৮. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত হা/৭৬০৯, সনদ জায়ইদ; সিলসিলা ছহীহা, হা/১২৭৯।*
৭৯. *বুখারী, মিশকাত, হা/১৪৩৩; ইবনু খোযায়মাহ, হা/১৪২৯ প্রভৃতি।*
৮০. *ছহীহ তিরমিযী, হা/৪৪৭।*
৮১. *বুখারী, হা/৩৩৩, ৯২৭।*
৮২. *বুখারী, হা/৩১৩, ৯২৭।*
৮৩. *বুখারী, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/৯৩৩।*
৮৪. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২/১৬৭, বায়হাক্বী ৩/১১৪, হাকিম, ইরওয়া উল গালীল ৩/১২৫।*
৮৫. *ফাৎহুল বারী ২/৪৪৬; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৫৬।*
৮৬. *ইমাম নববীর আল খুলাছাহ' প্রভৃতি।*
৮৭. *বুখারী, হা/৯০৭; মুসলিম, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/১৪৬৭।*
৮৮. *আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯।*
৮৯. *মুসলিম, "ছিয়াম" অধ্যায়, হা/১৯৮৪।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভারতীয় পানি আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ

ডঃ তারেক শামসুর রহমান*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলাদেশের পানির হিস্যা ও আন্তর্জাতিক পানি ব্যবহারের আইনগত দিক:

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একটি নদী যদি ২/৩টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহ'লে ঐ নদীর পানি সম্পদের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যেকোন আন্তর্জাতিক নদীর উপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার সমঅংশীদারিত্বের নীতির উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক নদী সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুষম বণ্টনের নীতি আজ স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন ও ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিয়ুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে এই নীতির উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ২১৪টি নদী রয়েছে যেগুলো একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।[৮] মোট ৯টি নদীর কথা জানা যায়, যা ৬টি বা ততোধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এসব নদী হচ্ছে দানিয়ুব, নাইজার, নীল, জায়ার, রাইন, জাম্বেজী, আমাজান, লেকচাদ ও মেকং। এক্ষেত্রে কোন একটি একক দেশই এ পানি সম্পদ ভোগ করেনি।

পানি নিয়ে বিরোধের খবরও আমরা জানি। বিশেষ করে কলোরাডো নদী নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মেক্সিকোর দ্বন্দ্ব, ইউফ্রেতিস নদী নিয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে বৈরিতা, কিংবা জর্ডান নদী নিয়ে ইসরাঈল ও জর্ডান, লা প্লাটা নিয়ে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা, এমনকি সিন্ধু নদী নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব কিংবা বৈরিতা কোন দেশই টিকিয়ে রাখেনি। আন্তর্জাতিক আইনকে সামনে রেখে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তারা একটি সমাধান খুঁজে নিয়েছে।

আমাদের সামনে মেকং নদীর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। মেকং নদী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোট ৬টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই দেশগুলো হচ্ছে লাওস, থাইল্যান্ড, চীন, কম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ও বার্মা বা মায়ানমার। এ দেশগুলোর মধ্যে বৈরিতা দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ভিন্ন। কিন্তু তবুও দেশগুলো মেকং নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটা সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল। নিজ দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত অংশের ভিত্তিতেই পানির ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছিল। যেমন লাওসের পানির হিস্যার পরিমাণ ২৫ দশমিক ৪ ভাগ। আর এ দেশটিতে মেকং নদীর প্রবাহিত অংশের পরিমাণ ১,৯৯,৫০০ বর্গকিলোমিটার। ঠিক তেমনি মায়ানমারের হিস্যার পরিমাণ মাত্র ২ দশমিক ৯ ভাগ। মেকং নদীর মাত্র ২২,৫০০ কিলোমিটার মায়ানমারের উপর দিয়ে প্রবাহিত। এ দু'টি নদীর পানির ব্যবহার নিয়েও দেশ দু'টোর মধ্যে বিরোধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তারা পানির হিস্যা নির্ধারণ করেছে। মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৮৮৯ সালে। সিন্ধু নদের পানির ব্যবহার নিয়েও পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিতর্ক ছিল। পরে পানির ভাগাভাগির প্রশ্নে ভারত মোট প্রবাহিত পানির শতকরা ২০ ভাগ পায়। সেই প্রবাহিত পানির পরিমাণ ২১ দশমিক ৩ মিলিয়ন হেক্টর মিটার।[৯]

একটি নদী যদি এক বা একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহ'লে তার পানি ব্যবহারের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে তাদের বক্তব্য দিয়েছেন। C.B Bourne মনে করেন, A reparian has the legal right to utilize the water of an international river in its territory if its doing so causes no substantial injury to co-riparian states. So all major interference by a riparian state with the water of an international river within its territory that seriously affects the use and enjoyment of the same water system by co-rivarian states having rightful shares is illegal.[১০] আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ অধ্যাপক ওপেনহেইম বলেছেন, কোন রাষ্ট্রকে নিজ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করতে দেয়া হবে না, যার ফলে তা প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে।[১১]

ভারত যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রকল্প অবৈধ। যখন কোন রাষ্ট্র একটি অভিন্ন সম্পত্তির উন্নতি, পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করে তখন ঐ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কিছু নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন আরও বেশী সুনির্দিষ্ট যখন তা আন্তর্জাতিক নদী সম্পর্কিত হয়। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের সবক'টি নদীই আন্তর্জাতিক নদী। তাই এসব নদীর একতরফা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেআইনি এবং অগ্রহণযোগ্য।[১২]

---

* প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৮. Zaman M. Biswas, A.K. Khan and A. Nishat (Eds), Rive Development Proceedings of National Symposium or Basin Development, 4-10 December, 1981, Dhaka, 1983

৯. M.C. Choturvedi and P. Rogers, Water Resources System Planning : Some Case Studies for India, Indian Academy of Science, Bangalore, 1985.

১০. C.B. Bourne, 'The Right to Utilize the Waters of International Rivers", Canadian Year Book of International Law, Vol. 3, 1965, pp 188-259.

১১. মিজানুর রহমান, 'ফারাক্কা: বাংলাদেশের দাবির আইনগত ভিত্তি', বিচিত্রা, ১৫ অক্টোবর ১৯৯৩।

১২. C.B. Bourne, op.cit.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির হেলসিংকি নীতিমালার ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র অভিন্ন নদীসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেবে। তা অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না করেই হ'তে হবে। কিন্তু ভারতের এ উদ্যোগে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, ভারত বাংলাদেশের উপর এ প্রকল্পের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। হেলসিংকি নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২৯-এ বলা হয়েছে, এক অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র অপর অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্রকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক নিষ্কাশন অববাহিকার পানির ব্যবহারের ব্যাপারে কৃত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করবে। আর ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি তীরবর্তী রাষ্ট্র তার সীমানায় আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত এক্ষেত্রে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার ২নং নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবার অংশগ্রহণমূলক হ'তে হবে। কিন্তু আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভারত একটি অস্বচ্ছ ও স্বেচ্ছাচারমূলক পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের নৌযান চলাচল ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার সংক্রান্ত কনভেনশন বিপুল ভোটাধিক্যে গ্রহণ করেছে (যা পরবর্তীতে শুধু জলপ্রবাহ কনভেনশন নামে উল্লেখ করা হবে)। এ কনভেনশনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং কনভেনশনে একই উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কনভেনশনে আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এদের সর্বোচ্চ ও টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ কনভেনশনের ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহে পানি তার নিজের ভৌগোলিক এলাকায় যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবহার করবে। প্রকৃতপক্ষে যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার নীতি আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। কনভেনশনের ৬ অনুচ্ছেদে যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যবহার নির্দিষ্টকরণে কতগুলো শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যবহার নির্ধারণে এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সবকটি শর্তকে একই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বিবাদমান দেশসমূহকে আলোচনার মাধ্যমে একটি ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। জলপ্রবাহ কনভেনশনে উল্লিখিত নীতিমালাগুলোর আলোকে ভারতে প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্পকে বিচার করলে দেখা যাবে, ভারত সুস্পষ্টভাবে কনভেনশনে বিধিবদ্ধ প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লংঘন করছে।[১৩]

এছাড়া ভারত এ প্রকল্পের মাধ্যমে জলপ্রবাহ কনভেনশনের আরও কিছু বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন করছে। যেমন-

১. প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের পানি ব্যবহার করার সময় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর যাতে কোন বড় ধরনের ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। [অনুচ্ছেদ ৭ (১)]

২. জলপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, পারস্পরিক সুবিধা লাভ এবং সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেবে। [অনুচ্ছেদ ৮]

৩. রাষ্ট্রসমূহ নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করবে। [অনুচ্ছেদ ৯]

৪. অপর রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হ'তে পারে এমন প্রকল্প গ্রহণের আগে অবশ্যই তাকে সময়মত অবহিত করতে হবে।

এ কনভেনশনে মূলতঃ প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনগুলোকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে খ্যাতিমান আন্তর্জাতিক আইনবিশারদ ওপেনহেইমের একটি উক্তিকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইনের বিধান হচ্ছে এই যে, প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থার ক্ষতি সাধন করে কোন রাষ্ট্র নিজ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে না। এ কারণে নিজ ভূখণ্ডে থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে প্রবাহিত কোন নদীর গতিপথ বন্ধ বা পরিবর্তন করাই শুধু নিষিদ্ধ নয়, অনুরূপভাবে নদীর পানি কেউ ব্যবহার করতে পারবে না, যা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্য বিপদ সৃষ্টি করে বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্য তার নিজ অংশে নদীপ্রবাহ ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়'।[১৪]

ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প টিপাইমুখী বাঁধ কিংবা গঙ্গার পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনেরও সুস্পষ্ট লংঘন। জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কোন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই জীববৈচিত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন প্রতিটি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করতে হবে। কিন্তু ভারতের প্রস্তাবিত প্রকল্পের কোন বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়ার কথা শোনা যায়নি।

---

১৩. *মো. মনিরুল আজম ও মো. সাইফুল করিম, প্রাগুক্ত। আন্তর্জাতিক আইনের জন্য দেখুনঃ Levi Werner, Contemporary International Law, 2nd ed. Boulder, Westview Press, 1991.*

১৪. *ওপেনহেইমের বক্তব্যের জন্য দেখুনঃ মিজানুর রহমান, 'ফারাক্কা: বাংলাদেশের দাবির আইনগত ভিত্তি', প্রাগুক্ত।*

www.ahlehadeethbd.org

আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষভাবে জলজ প্রাণীর আবাসভূমি হিসাবে ব্যবহৃত জলাভূমি বিষয়ক কনভেনশনের (রামসার কনভেনশন) ৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে, কনভেনশন উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর পরামর্শ করবে এবং একই সঙ্গে জলাভূমির এবং সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের সংরক্ষণের স্বার্থে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিচ্ছে, যা এ কনভেনশনের সুস্পষ্ট লংঘন।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম প্যারাবন সুন্দরবনের করুণ পরিণতি-যাকে ইতিমধ্যে 'গ্লোবাল হেরিটেজ সাইট' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ফারাক্কা বাঁধের ফলে সৃষ্ট লবণাক্ততার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম এ প্যারাবনের অস্তিত্ব বর্তমানে এমনিতেই মারাত্মক হুমকির মুখে। উপরন্তু প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প হবে সুন্দরবনের কফিনে শেষ পেরেক, যা আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইউনেস্কো কনভেনশনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ঐ কনভেনশনের ৬ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে প্রতিটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সহযোগিতা করতে বাধ্য।[১৫]

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ১৯৯৬-এরও সুস্পষ্ট লংঘন, যা দুই দেশের 'বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রসার এবং সুদৃঢ় করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে, নিজেদের দেশের জনসাধারণের উন্নয়নের অভিন্ন ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উভয় দেশ স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তিতে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি বণ্টনের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। আগেই অভিযোগ রয়েছে, ভারত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির বাধ্যবাধকতাগুলো পালন করছে না। আর ভারতের বর্তমান আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হচ্ছে এ চুক্তিতে বর্ণিত মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং চুক্তি উদ্ভূত বাধ্যবাধকতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। চুক্তির ৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে উভয় পক্ষ সমতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং পারস্পরিক ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে দুই সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সম্মত হয়েছে। পানি বণ্টন চুক্তিতে ভারত ফারাক্কা পয়েন্টে পানি প্রবাহের বর্তমান পরিমাণকে সংরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার করেছে [অনুচ্ছেদ ২ (২)] গঙ্গা থেকে পানি দক্ষিণের নদীগুলোতে প্রত্যাহার হবে এ অঙ্গীকারের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হবে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা ও অঙ্গীকারগুলোর চরম লঙ্ঘন।

বাংলাদেশের ক্ষতিঃ

ভারতের 'পানি রাজনীতি' তথা বাংলাদেশকে তার ন্যায্য ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গঙ্গা থেকে পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশ এক বড় ধরনের পরিবেশ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। নদী ব্যবস্থায় এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন। পলি পড়ে উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে দেশের ২০টি নদী ইতিমধ্যে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে ১৩টি মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। কার্যতঃ এগুলো এখন মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের নদীগুলোর উপর পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক জরিপ থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। যে ২০টি নদী অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে, তার মধ্যে সাতটি নদীর উৎস হচ্ছে গঙ্গা বা পদ্মা। উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে এ নদীগুলো মরে গেছে। অপরদিকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ৬১টি নদী শুকনো মৌসুমে প্রায় শুকিয়ে যায়। এসব নদীতে নৌচলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। দেশে নদী, উপনদী ও শাখানদী মিলিয়ে মোট ২৩০টি নদ-নদী রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক জরিপে যেসব নদী মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- বিবিয়ানা, নরসুন্দা, শাখাবরাক, পালাং, বুড়ি নদী, ভুবনেশ্বর, হরিহর, হামবুরা, কামনী, বড়ালের শাখানদী, চিত্রা, মুসাখান ও হিমনা। এ ছাড়া মৃতপ্রায় নদীগুলো হচ্ছে করতোয়া, ইছামতী, ভৈরব, কালীগঙ্গা, ভদ্রা ও কুমার। যেসব নদী মরে গেছে বা মৃতপ্রায় তার সবগুলোই দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের। উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদীগুলোর একটি হচ্ছে করতোয়া। পঞ্চগড়, নীলফামারী, রংপুর, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জের উপর দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদী মৃতপ্রায়। পাবনা, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ যেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ইছামতী নদীর অবস্থাও একই রকম। উত্তরাঞ্চলের আরেকটি বড় নদী হচ্ছে বড়াল। এ নদীর শাখাগুলোও মরে গেছে। রাজশাহী ও নাটোরের উপর দিয়ে প্রবাহিত মুসাখান ও চিকনাই নদীর চিত্রও একই রকম।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোর অবস্থা আরো করুণ। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট যেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী সংকুচিত হয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। কুষ্টিয়ার হিমনা নদী এখন মৃত। খুলনার ভদ্রাও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইলের উপর দিয়ে প্রবাহিত কালীগঙ্গা নদীটিও শুকিয়ে গেছে। মৃতপ্রায় কুমার নদী মেহেরপুর, মাগুরা, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ ও মাদারীপুর হয়ে

---

১৫. তারেক শামসুর রেহমান, গঙ্গার পানি চুক্তি: প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রবাহিত। হারিয়ে যেতে বসেছে চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও যশোরের উপর দিয়ে প্রবাহিত চিত্রা নদীও। আরো যেসব নদী মরে গেছে সেগুলো হচ্ছে কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বুড়ি, সন্দ্বীপ চ্যানেলের বামনি, শরীয়তপুরের পালাং, রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের ভুবনেশ্বর, খুলনার হামকুড়া, যশোরের হরিহর, কিশোরগঞ্জের নরসুন্দা, হবিগঞ্জের বিবিয়ানা ও বরাক নদী। যেসব নদী মরে গেছে বা মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশের মূল নদীর সাথে সংযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। অতিরিক্ত পলি জমে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বছরে প্রায় ৩ বিলিয়ন টন পলি বাংলাদেশের নদীগুলো বহন করে। এ ছাড়া বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহারের কারণে বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানির প্রবাহ কমে গেছে। শুকনো মৌসুমে মূল নদী থেকে শাখা নদীগুলোতে পানির প্রবাহ থাকে না বললেই চলে। ফলে এসব নদী ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যায়। আবার কোথাও কোথাও নদীগুলোতে চাষাবাদ করা হয়। কোন কোন নদী ভরাট করে দখল করাও হয়েছে। এর মধ্যে করতোয়া, ইছামতী, ভৈরব অন্যতম। দেশের অধিকাংশ নদীতে শুকনো মৌসুমে পানি না থাকায় এবং কিছু কিছু মৃত নদীতে পরিণত হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে। নদীনির্ভর সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় লবণাক্ততা বেড়েছে।[১৬] শুধু তাই নয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এক সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে যে, ফারাক্কায় বাঁধ দেয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৯৩ হাযার ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেক বছরের লোকসানের পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।[১৭]

বাংলাদেশে পানির অভাবে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা নীচের একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। ১. উত্তরাঞ্চলে প্রায় ২ কোটি মানুষ সেচের পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ২. দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৪ কোটি মানুষ ও এক-তৃতীয়াংশ এলাকা সেচের পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩. উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে ৪. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ৬৫ শতাংশ এলাকায় সেচ দেয়া সম্ভব নয় ৫. অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য জমির উর্বরা শক্তি কমে গেছে ৬. দেশের প্রায় ৭১ শতাংশ অগভীর নলকূপ ও ৪২ শতাংশ গভীর নলকূপ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না ৭. গঙ্গার পানি চুক্তির (১৯৯৬) পর বাংলাদেশে গঙ্গার পানির অংশ দাঁড়িয়েছে সেকেন্ডে ২০ হাযার ঘনফুটের কম। অথচ ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে শুষ্ক মৌসুমেও বাংলাদেশ ৭০ হাযার কিউসেকের চেয়ে কম পেত না। ৮. প্রায় ১৫০০ কি.মি. নৌপথ বন্ধ হয়ে গেছে ৯. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় হাযার হাযার হস্তচালিত পাম্প অকেজো হয়ে গেছে ১০. ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বিষাক্ত প্রভাবে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক যেলায় টিউবওয়েলের পানি খাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে ১১. বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে ও শিল্পে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ১২. নিউজপ্রিন্ট মিলসহ অনেক মিল বন্ধ হয়ে গেছে ১৩. মাছের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ১৪. লবণাক্ততার কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের প্রায় ১৭ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে।[১৮]

সমাধান কোন পথে:

ভারতীয় পানি আগ্রাসন যে বাংলাদেশকে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশ যদি আগামী ২০ বছর পরের পরিস্থিতি চিন্তা করে এখনই একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ না করে, তাহ'লে এ দেশ ২০৩০ সালের দিকে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পানি সংকট পারমাণবিক সঙ্কটের ভয়াবহতাকেও ম্লান করে দেবে। পানির অভাবে এ দেশে বড় ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে, যা পার্শ্ববর্তী দেশকেও আক্রান্ত করতে পারে। তাই সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। ভারতেও পানির সঙ্কট রয়েছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। উভয় দেশের এই যে সঙ্কট, তার সমাধান করতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এবং বহুপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে। পানি সমস্যা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করা যাবে না। অথচ ভারত দ্বিপাক্ষিকভাবে নেপাল ও ভূটানের সাথে চুক্তি করে বাংলাদেশের পানির উৎসকে আরো জটিল করে তুলেছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে ভারত নেপালের সাথে পানি সম্পদ আহরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি চুক্তি করে নেপালের ৪টি নদীতে (কর্নালী, পঞ্চেশ্বর, সপ্তকোসি ও বুড়িগন্ধকি) স্টোরেজ ড্যাম নির্মাণ করে। এতে করে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গার মোট প্রবাহের ৫৬ শতাংশ প্রদান করে। ভারত একই সাথে ১৯৯৩ সালে ভূটানের সাংকোশ নদীতে একটি বহুমুখী ড্যাম তৈরী করার চুক্তি করে। এই সাংকোশ নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের একটি উপনদী। এই নদীর প্রবাহ বাঁধাগ্রস্থ হ'লে বাংলাদেশে শুকনো মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। ভূটানের ওয়াংচু নদীতে ভারতের আরো তিনটি ড্যাম নির্মাণ করার কথা। এসব ড্যাম তৈরী করে ভূটানী

---

১৬. *নয়াদিগন্ত, ৯ এপ্রিল ২০০৫।*

১৭. *আমজাদ হোসেন খান, বাংলাদেশের পানি সমস্যার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, গঙ্গার পানি চুক্তি: প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, প্রাগুক্ত।*

১৮. *তদেব।*

www.ahlehadeethbd.org

ভূখণ্ডে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা প্রভৃতি নদীর গুরুত্বপূর্ণ উপনদীসমূহের প্রবাহ ঘুরিয়ে দেয়া হবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের দিকে। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় নেপাল, ভূটান, এমনকি চীনকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গঙ্গা নদীর পানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নেপাল থেকে আসে। কিন্তু নেপাল থেকে কতো পানি আসছে, আর তার কতোটুকু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই।

বন্যার সময় আমরা পানিতে ভাসছি, আর খরার সময় পানির অভাবে শুকাচ্ছি। এ উভয় সমস্যারই সমাধান সম্ভব। বর্ষা মৌসুমের বাড়তি পানি ধরে রেখে তা খরা মৌসুমে ছাড়া। নেপালের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। নেপালে জলাধার নির্মাণ করে হিমালয়ের পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা গেলে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় পানি প্রবাহ ১ লাখ ৩০ হাযার কিউসেক থেকে ১ লাখ ৯০ হাযার কিউসেক পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাতে করে বাংলাদেশ ও উভয়ই (ভারত ও নেপাল) লাভবান হবে। তাছাড়া জলাধারের সাহায্যে নেপাল প্রতি বছর প্রায় সাড়ে দশ হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম, যা নেপাল বাংলাদেশেও রফতানী করতে পারবে। নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন অধিকারী ভারতীয় পত্রিকা 'ইন্ডিয়া টু-ডে'তে (ডিসেম্বর, ১৯৯৪) দেয়া এক সাক্ষাতকারে হিমালয় অঞ্চলের পানি সম্পদ সদ্ব্যবহারে ও বণ্টনে বাংলাদেশকে যুক্ত করা প্রয়োজন বলে অভিমত পোষণ করেছিলেন।[১৯] বাংলাদেশও চায় নেপালকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয়ভাবে এ অঞ্চলের পানি সমস্যার সমাধান। কিন্তু ভারতের সম্মতি কোনদিনই পাওয়া যায়নি। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালে, অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকে ৫০ বছর পর। এ ৫০ বছরে জনসংখ্যা বাড়বে তিনগুণ। মোটামুটি হিসাবে পানির প্রয়োজনও বাড়বে তিনগুণ। কিন্তু ১৯৭৭ সালে আমরা যে পানি পেয়েছিলাম, ৫০ বছর পর পর্যন্ত পেতে থাকব তার থেকে কম। আরো একটি কথা- বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ওয়াটার রিসোর্সেস এসিসট্যান্স' নামে একটি ধারণাপত্রের কথা শোনা গিয়েছিল দু'বছর আগে। তথাকথিত এ অঞ্চলের পানি উন্নয়নের নামে এ ধারণাপত্র তৈরী করা হয়েছিল। ঐ ধারণাপত্রে গঙ্গার পানি প্রবাহের অপ্রতুলতাকে স্বীকার করে ব্রহ্মপুত্রের পানির উপর ভিত্তি করে পানি উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এটি মূলতঃ ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনাকেই সমর্থন করে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের এ ধারণাপত্র সমর্থন করতে পারে না। গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে যেমনি আগামীতেও আলোচনা হবে, তেমনি ব্রহ্মপুত্রকে কেন্দ্র করেও আলোচনা হ'তে হবে। সবচেয়ে বড় কথা পানির অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ন্যূনতম ঐক্যমত্যে পৌঁছতে হবে। এ প্রশ্নে বড় দলের মাঝে পরস্পর বিরোধী মতামত ভারতের সাথে দর কষাকষিতে আমাদের অবস্থানকেও দুর্বল করছে। আমি ২০৩০ সালকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব রাখছি। সেই সাথে আন্তর্জাতিক নদীর পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের স্বার্থে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনের পানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পানি কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব করছি। মনে রাখতে হবে পানি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এ নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

সারণি: ১

১৯৭৫ সালের গঙ্গার পানি বণ্টনের হিসাব

(কিউসেক হিসাব)

১০ দিনের হিসাব	ফারাক্কায় মোট পানি	হুগলি নদীর জন্য ছাড়া হবে যে পরিমাণ	বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ থাকবে
২১-৩০ এপ্রিল	৫৫০০০	১১০০০	৪৪০০০
০১-১৩ মে	৫৬৫০০	১২০০০	৪৫০০০
১১-২০ মে	৫৯২৫০	১৫০০০	৪৪২৫০
২১-৩১ মে	৬৫৫০০	১৬০০০	৪৯৫০০

সারণি: ২

১৯৭৭ ও ১৯৯৬-এর চুক্তি অনুযায়ী প্রতি ১০ দিনের প্রাপ্তি

মাস	সময়কাল	বাংলাদেশের হিস্যা			ভারতের হিস্যা		
		১৯৭৭	১৯৯৬	হ্রাস/বৃদ্ধি (-) (+)	১৯৭৭	১৯৯৬	হ্রাস/বৃদ্ধি (-) (+)
জানুয়ারী	০১-১০	৫৮,৫০০	৬৭,৫১৬	+৯,০১৬	৪০,০০০	৪০,০০০	০
	১১-২০	৫১,২৫০	৫৭,৬৭৩	+১০,১৭৩	৩৮,৫০০	৪০,০০০	+১,৫০০
	২১-৩১	৪৭,৫০০	৫০,১৫৪	+২,৬৫৪	৩৫,০০০	৪০,০০০	+৫,০০০
ফেব্রুয়ারী	০১-১০	৪৬,২৫০	৪৬,৩২৩	+৭৩	৩৩,০০০	৪০,০০০	+৭,০০০
	১১-২০	৪২,৫০০	৪২,৮৩৯	+৩০৯	৩১,৫০০	৪০,০০০	+৮,৫০০
	২১-২৮/২৯	৩৯,২৫০	৩৯,১০৬	-১৪৪	৩০,৭০০	৪০,০০০	+৯,৩০০
মার্চ	০১-১০	৩৮,৫০০	৩৫,০০০	-৩০০০	২৬,৭৫০	৩৯,৪১৯	+১২,৬৬৯
	১১-২০	৩৮,০০০	৩৫,০০০	-৩০০০	২৫,৫০০	৩৩,৯৩১	+৮,৪৩১
	২১-৩১	৩৬,০০০	২৯,৬৮৮	-৬৩১২	২৫,০০০	৩৫,০০০	+১০,০০০
এপ্রিল	০১-১০	৩৫,০০০	৩৫,০০০	০	২৪,০০০	২৮,১৮০	+৪,১৯০
	১১-২০	৩৪,৭৫০	২৭,৬৩৩	-৭১১৭	২০,৭৫০	৩৫,০০০	+১৪,২৫০
	২১-৩০	৩৪,৫০০	৩৫,০০০	+৫০০	২০,৫০০	২৫,৯৯২	+৫,৪৯২
মে	০১-১০	৩৫,০০০	৩২,৩৫১	-২৬৪৯	২১,৫০০	৩৫,০০০	+১৪,৫০০
	১১-২০	৩৫,২৫০	৩৫,০০০	-২৫০	২৪,০০০	৩৮,৫৯০	+১৪,৪৯০
	২১-৩১	৩৮,৭৫০	৪১,৮৫৪	+৩১০৪	২৬,৪৫০	৪০,০০০	+১৩,২৫০

১৯. *মিডিয়া সিন্ডিকেটের রিপোর্ট, দৈনিক বাংলা, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে।[৯] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, 'উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين অর্থাৎ 'মুসলমানদের দো'আয় শামিল হবে' কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশো গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং কোন বাধ্যগত কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জুমা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' (অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু পটকাবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগে না।[২০]

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮ পৃঃ।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *কুরতুবী ১৫/১০৮ পৃঃ।* ৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়ল ৪/২৫১ পৃঃ।* ৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬ ও ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিকহ ১/৩১৯ পৃঃ।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১ পৃঃ।* ১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১ পৃঃ।*
১৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭ পৃঃ।*
১৫. *ফিক্বহ ১/৩১৮।* ১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১ পৃঃ।*
১৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬ পৃঃ; নায়ল ৪/২৩১ পৃঃ।*
১৮. *ফিক্বহ ১/৩১৫ পৃঃ।* ১৯. *ফিক্বহ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৪১ পৃঃ; হাকেম ১/২৯৮ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত মরফূ' হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল অতিরিক্ত এবং সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার ফরয তাকবীরের সাথে যুক্ত হ'তে পারে না। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীরগুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথাই বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, 'বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য।[২৮] হানাফী ফিকহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৯] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[৩০] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাস'ঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩১] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأْىُ مُنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

'এটি আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ' হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম, আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩২]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩৩]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮ পৃঃ।*
২৩. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া উল গালীল ৩/১১২ পৃঃ।* ২৫. *ঐ ৩/১১৩।* ৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২; ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি), ৩/২৮৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *মির'আৎ ২/৩৪০ পৃঃ।*
২৯. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩০. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ (বোম্বাইঃ ১৯৭৯), ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩২. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।* ৩৩. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্যঃ

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ.

'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

ইবাদতে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে 'ইবাদতে মালী' তথা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ.

'আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

যাকাতের নিছাবঃ

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়।[২] গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[৩]

যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

(ক) আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'।[৪]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা

২. *ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃঃ।*
৩. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' অধ্যায় দেখুন। -লেখক।*
৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ ও ১৮১৬।*

www.ahlehadeethbd.org

মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[৫]

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৬] পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. ফক্বীরঃ নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীনঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে **সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. 'আমেলীনঃ** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, **৭.** ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলামী পথে ব্যয় হবে, **৮. দুস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৭]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৮]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বণ্টন করার মধ্যে একাধিক মন্দ দিক নিহিত রয়েছে। যেমন- ১. এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২. স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩. নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিবে। ৪. এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫. দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬. যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭. একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বণ্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্বাই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মহিষামুড়া চৌরাস্তা দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসার জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ হাফেয ও একজন মাওলানা (দাওরা হাদীছ পাশ) শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

মুহতামিম
মহিষামুড়া চৌরাস্তা দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা
সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল নং- ০১৭২৪-৫৬৫২২৫; ০১৭১০-৭৯৬৬৩১।

ছাত্র চাই! ছাত্র চাই!! ছাত্র চাই!!!

মহিষামুড়া চৌরাস্তা দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসায় প্লে গ্রুপ হ'তে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি চলছে। ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হ'ল।

মোবাইল নং ০১৭১০-৭৯৬৬৩১।

৫. *ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
৬. *ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮ পৃঃ।*
৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৮. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা' মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

অর্থনীতির পাতা

যাকাতঃ মূলনীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

*শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ভূমিকাঃ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম যাকাত। আল-কুরআনে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং যাকাতের অর্থ কাদের প্রাপ্য সে বিষয়েও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূলে করীম (ছাঃ) প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অন্যতম প্রধান ভিত্তিও ছিল যাকাত। যাকাত (এবং সেই সঙ্গে ওশরও) বন্টনের জন্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সুশৃংখল ব্যবস্থাপনারও ভিত রচনা করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সেটি আরো পাকাপোক্ত রূপ লাভ করেছিল। ইসলামের অন্তর্নিহিত এই সামাজিক সুরক্ষা বলয় (Social Safety Net) এতটাই সফলতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল যে, খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ)-এর সময়কালে জাযীরাতুল আরব (আরব ভূখণ্ডে) যাকাতের গ্রহীতা খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। আজও সেই যাকাত বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু মুসলিম সমাজে সামাজিক সুরক্ষা বলয়টি অনুপস্থিত। লাখো লাখো মুসলমান যাকাত আদায় করছে, কিন্তু সমাজে দরিদ্র মন্দভাগ্য লোকদের ভীড় কমছে না। এর কারণ কি? সেই কারণ অনুসন্ধান করে যথাবিহিত কর্মসূচী অনুসরণ করতে পারলে আজও যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক কল্যাণ অর্জন সম্ভব। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সেই কারণ অনুসন্ধানেরই চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটও তুলে ধরার প্রয়াস পাওয়া গেছে।

মূলনীতিঃ

যাকাতের মাধ্যমে কাংখিত কল্যাণ অর্জিত না হওয়ার পেছনে যে কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে সেটি হ'ল যাকাত আদায় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরী'আহর মূলনীতি অনুসরণ না করা। কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে যে মূলনীতিগুলো পাওয়া যায় সেগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'লঃ

প্রথমতঃ যাকাত আদায় প্রতিটি ছাহেবে নিছাব মুসলমান নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। এটা আদায় করা বা না করা ব্যক্তির খেয়ালখুশির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি। ছাহেবে নিছাব মুসলমান তার প্রদেয় যাকাত আদায় না করলে যেমন আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে তেমনি ইহকালেও তাকে রাষ্ট্রের কঠোর কৈফিয়তের সম্মুখীন হ'তে হবে।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রই অর্থাৎ সরকারই যাকাত সংগ্রহ করবে তার নিজস্ব মেশিনারীর সাহায্যে। সরকার যেমন কর আদায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে, তেমনি যাকাত আদায়ের জন্যেও অনুরূপ কর্মসূচী বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে প্রতিবছর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বড় বড় গোত্রপ্রধানদের কাছে লোক পাঠাতেন। এদের মধ্যে অনেক মশহুর ছাহাবীও ছিলেন। ঐসব নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আদায়কৃত অর্থ, গবাদিপশু ও খাদ্যশস্য এনে জমা দিতেন বায়তুল মালে।[১]

এরপর সেখান হ'তেই যাকাতের হকদারদের মধ্যে এ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী বিলি বন্টন করা হ'ত। এজন্য ঐ সময়ে আট ধরনের কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল। জানা ও বুঝার সুবিধার্থে এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হ'ল।

১. সাঈ = গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক।
২. কাতিব= যাকাতের সমুদয় কাগজ/রেকর্ড লেখার করণিক।
৩. ক্বাসাম= যাকাত ও ওশরের দ্রব্যসামগ্রী বন্টনকারী।
৪. আশির= যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সমন্বয়কারী।
৫. আরিফ= যাকাত ও ওশর প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী।
৬. হাসিব = যাকাত ও ওশরের হিসাবরক্ষক।
৭. হাফিয = যাকাত ও ওশরের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রীর সংরক্ষক।
৮. ক্বায়াল= যাকাত ও ওশরের দ্রব্যসামগ্রীর ওযনকারী।[২]

তৃতীয়তঃ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাতের প্রাপক হিসাবে যে আট শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যেই যাকাতের অর্থ-সম্পদ বন্টন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যাকাত হ'ল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান' *(তওবা ৬০)*।

উল্লেখ্য, বর্তমানকালে বিশেষতঃ বাংলাদেশে অনেক যাকাতদাতাই এই আটটি শ্রেণী সম্বন্ধে অবহিত নন। ফলে যাকাতের প্রকৃত হকদার বহুলোকই যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি হ'তে বঞ্চিত হন। পরিণামে তাদের বঞ্চনা ও সংকট হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে তা আরও ঘণীভূত হয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ

দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য, বর্তমানে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রেই [illegible] সরকারী উদ্যোগে যাকাত সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয়ে থাকে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সউদী আরব ও কুয়েত এবং আংশিকভাবে পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া। অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে যাকাত আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব ব্যক্তি মুসলমানের। অর্থাৎ ছাহেবে নিছাব ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) নিজ দায়িত্বেই প্রদেয় যাকাতের হিসাব করবে এবং নিজ দায়িত্বেই তা বিলি-বন্টন করে দেবে। এক্ষেত্রে তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হয়-

---

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী (১৯৯৪) রাসূল মুহাম্মদ (স:) এর সরকার কাঠামো, পৃঃ ৪৬২-৪৬৯।
২. এস.এ সিদ্দিকী (১৯৬২), পাবলিক ফিন্যান্স ইন ইসলাম, পৃঃ ১৬০।

প্রথমতঃ খুব কম লোকই রয়েছেন যারা নিছক আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্যে সঠিক হিসাব করে যাকাত আদায় করে থাকেন। অনেকে যাকাত দিলেও পুরোটা যথাযথ আদায় করে না। একমাত্র রাষ্ট্রই পারে তার প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে সকল ছাহেবে নিছাব ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করতে। যারা রাষ্ট্রের এই নির্দেশ মানবে না তাদের জন্যে থাকবে শাস্তির ব্যবস্থা। এই পথেই রাষ্ট্র সকল ছাহেবে নিছাব ব্যক্তিকে যাকাতের হকদারদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ একজন ফকীর ব্যক্তিকে একাধিক ব্যক্তি যাকাত দেবে, অন্যদিকে ভিক্ষা করতে বের হয় না এমন মিসকীনের প্রতি কারোরই নযর নাও পড়তে পারে। উপরন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে দেশের সার্বিক অবস্থা জানা বিশেষতঃ যারা যাকাতের হকদার তাদের সকল শ্রেণী সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। রাষ্ট্রই পারে এই কাজ যথাযোগ্য গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি সহকারে সম্পন্ন করতে। ব্যক্তি যাকাতদাতা সাধারণতঃ তার স্বীয় গণ্ডীর বাইরে যেতে সক্ষম নয়। ফলে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় যারা যাকাতের হকদার তারা রয়ে যায় এদের নাগালের বাইরে। একমাত্র রাষ্ট্রই পারে পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে যাকাতের হকদারদের মধ্যে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ পৌঁছে দিতে ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে।

তৃতীয়তঃ আমরা সকলেই জানি,

'মিলি ক্ষুদ্র বারি বিন্দু
রচনা করিছে সিন্ধু
অনুতে গঠিত হিমাচল'।

আসলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় যেমন একত্রিত হয়ে বিশাল পুঁজি গড়ে তুলতে পারে, তেমনি যাকাত সূত্রে ব্যক্তির প্রদেয় অর্থ-সম্পদও রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগৃহীত হ'লে বিশাল তহবিল গড়ে উঠতে পারে। সহস্র সহস্র কোটি টাকা একত্রে পরিকল্পিতভাবে ব্যয়িত হ'লে যে বিশাল সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরী হ'তে পারে, ব্যক্তি এককভাবে তার ভগ্নাংশও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং ব্যক্তির যাকাত প্রদানে অনীহা ও যাকাত ফাঁকি দেবার প্রবণতা রোধ এবং একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রতি বছরই জাতীয় আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দিতে সক্ষম। কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে, এই পরিমাণ কোনক্রমেই জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশের কম তো নয়ই; বরং যথাযথভাবে সংগৃহীত হ'লে এই পরিমাণ দশ শতাংশেও পৌঁছাতে পারে।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের কথাই ধরা যাক। বহুলোকই তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে মেয়াদী আমানত হিসাবে সঞ্চয় করেন। এর মেয়াদ ন্যূনতম এক বছর, সর্বোচ্চ পাঁচ বছর। অর্থের পরিমাণও সাধারণতঃ লক্ষাধিক টাকা হয়। শরী'আহর বিধি অনুসারে এই মজুদ অর্থের যাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক। এখন যদি সরকার আইন করে যে, এই মেয়াদী আমানত হ'তে ব্যাংক প্রতিবছর ২.৫% হারে যাকাত নগদ আদায় করে সরকারের যাকাত তহবিলে জমা দেবে তাহ'লে একদিকে যেমন ব্যক্তির যাকাত আদায় হয়ে যাবে, তেমনি অন্যদিকে বিনা ঝামেলায় ও বিনা অর্থব্যয়ে এই সূত্রে আদায় হবে কয়েক হাযার কোটি টাকা। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' ২০০৭ (পৃষ্ঠা ২২২) সূত্রে জানা যায় যে, মার্চ ২০০৭ সময়কালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদী আমানতের মোট পরিমাণ ছিল টাকা ১,৫৩,৬৭৫ কোটি। এই অর্থ হ'তে ২.৫% হারে যাকাত আদায় হ'লে তার পরিমাণ দাঁড়াবে টাকা ৩,৮৪২ কোটি (প্রায়)। এই সঙ্গে ব্যাংকসমূহের লকারে রক্ষিত সোনার গহনার যাকাত ও ফসলের ওশরের মূল্য ধরলে আদায়যোগ্য যাকাত ও ফসলের ওশরের মোট আর্থিক পরিমাণ যে অনায়াসে পাঁচ হাযার কোটি টাকার উর্ধ্বে চলে যাবে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমশই বাড়ছে এবং বহুলোকের হাতেই বছর শেষে বিস্তর নগদ অর্থ থাকে। এর ফলে আদায়যোগ্য যাকাতের মোট পরিমাণ যে আরও অনেক বেশী হবে সে বিষয়ে কোন চিন্তাশীল মানুষেরই সংশয় থাকার কথা নয়।

সুতরাং বাংলাদেশে এনজিওদের হাতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর দায়িত্বভার ছেড়ে না দিয়ে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে বিদেশ হ'তে চড়া হারে সূদ প্রদানের শর্তে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ না নিয়ে দেশের অভ্যন্তরেই যে সহজলভ্য ও শরী'আহ সম্মত আদায়যোগ্য অর্থ রয়েছে সরকারের উচিৎ তা সংগ্রহের জন্যে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অব্যাহতভাবে প্রাপ্তব্য এই অর্থ দিয়ে কমপক্ষে দশবছর মেয়াদী একটি কর্মসংস্থানমুখী, দারিদ্র্য নিরসনধর্মী সামাজিক সুরক্ষা বলয় কর্মসূচী প্রণয়ন করা যেতে পারে। উপযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থাসহ পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যেতে পারলে বর্তমানে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত প্রায় সাত কোটি লোকের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে অন্য কোনভাবেই তা অর্জন সম্ভবপর নয়।

উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ সালের বাজেটে শুধু বিদেশী ঋণের সূদ বাবদেই পরিশোধ করতে হবে বাজেটের মোট বরাদ্দের ১২.৬%। এনজিওগুলো তাদের মাইক্রো ক্রেডিটের ফাঁদে ফেলে গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় করে তুলছে। এরা দারিদ্র্য বিমোচন না করে প্রকারান্তরে দারিদ্র্যের চাষ করে চলেছে। গ্রাম্য মহাজনের হাতে বাধা পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ পরিবার, যাদের পক্ষে গৃহীত ঋণ কখনোই পুরোপুরি শোধ করে দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। মুসাফির ও নওমুসলিমদের দুর্দশার কথা না বলাই ভালো।

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণ পেতে হ'লে অবশ্যই শরী'আহর মূলনীতি অনুসারেই যাকাত আদায় ও বণ্টন করতে হবে। ব্যক্তির ইচ্ছের উপর যেমন তা ছেড়ে দেওয়া যায় না, তেমনি এই দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রকেও বিমুখ থাকতে দেওয়া যায় না। এজন্যে আজ দেশের তাওহীদবাদী জনতা বিশেষতঃ ইসলামপ্রিয় যুবগোষ্ঠীকেই সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে তাদেরকেই উপযুক্ত কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত সুখী বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। সম্ভব হবে তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুযোগ পৌঁছে দেওয়া।

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

ঈদের খুশী

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

পূর্ব গগণে উঠল সূরুজ
ঈদের খুশীর রং মেখে,
শিল্পী যে কোন নিখুঁত ছবি
দূর আকাশে দেয় এঁকে!
ভোর না হ'তে উঠল মেতে
দুললো খুশীর হিল্লোলে,
নাইকো হেথায় গরীব ধনী
সবার আজি মন দোলে।
কূঞ্জে আজি উঠল জেগে
ঘুমিয়ে পড়া ফুলকলি,
হর্ষে মেতে চুমকুড়িতে
উঠল জেগে মন দুলি।
উঠল জেগে কূঞ্জে গোলাপ
স্বপ্ন ভেঙে ভোর রাতে,
বন বাদাড়ের পুষ্পকলি
নাচে নানান ভংগিতে।
ঘুমিয়ে যারা ঘুম কেদারায়
শয্যাতে ঘোর সুপ্তিতে,
তকবীরের জোর দুন্দুভিতে
জাগল তারা আনমনে।
ঈদগাহের ঐ ময়দানেতে
আজ মুসলমান সব জমা,
কুরবানী দেয় আল্লাহ্‌র রাহে
প্রাণ ভরে আজ চায় ক্ষমা।
জান্নাতেরই পান্নাতে আজ
উঠল খুশীর ঝড়-তুফান,
আজ হরষের উর্মি দোলায়
উঠল জেগে সুপ্ত প্রাণ।

***

কিসের ঈদ করবো বলো

-মাহফুজুর রহমান আখন্দ
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এখন আর কিসের ঈদ করবো বলো
যখন ছাগলের রামরাজ্য বনে যায়
সিংহচারণ বন কিংবা সূর্যস্নাত পাহাড়
আকাশের সিঁড়ি ভেঙ্গে মঙ্গল গ্রহে আরোহণ করে
চামচিকে-বুনোবাঁদুর কিংবা উটপাখি
তখন আর কিসের ঈদ আছে বলো!
যখন গলিত লাশের শুকনো কান্নায় শকুনের পিছু ফেরা
সোমালিয়া বসনিয়া কাশ্মীর ইরাক কিংবা আফগানে
সম্ভ্রম হারানোর বেদনায় নির্বাক সুরুজ্জান আরাকানী
ইয়োমা চূড়ায় পুলিশে খুবলে খায়
কিশোরী মদীনার নিষ্পাপ দেহ
তখন আর কিসের ঈদ করবো বলো!!
যখন সদ্য কেনা পাঞ্জাবি টুপি কিংবা আতরেও ছুঁচোর গন্ধ ভাসে
যখন সবুজ ঘাসের ডগা কিংবা
গোলাপ ছোঁয়া বাতাসেও দেখি বারুদ আর বারুদ
যখন কান্নার পরতে পরতে ওড়ে হাযার আব্দুল্লাহর লাশ
তখন আর কিসের ঈদ আছে বলো!!

***

এলো রোযা

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়, গোপালগঞ্জ।

বছর ঘুরে এলো রোযা
দূর করিতে পাপের বোঝা
ওহে মুমিন ভাই?
আখেরাতের তরে ছওয়াব
কর যে কামাই॥
রামাযানেতে রোযা রাখি
খানা-পিনা বন্ধ রাখি,
তাসবীহ তাহলীল পড়ি কুরআন
পেতে তাঁর দীদার,
সকল গুনাহ ক্ষমা কর আল্লাহ
পাপী এই বান্দার॥
তুমি মহা বিশ্বপতি
এই দুনিয়ার স্থপতি
তুমি প্রভু দয়ার সাগর
রহীম রহমান।
তোমার তরে সিজদাহ আমার
সকল গুনগান॥

***

ঈদুল ফিৎর

-অনুক্ত মিত্র
তালা, সাতক্ষীরা।

ফিরিয়ে নে তোর শাওয়ালের ঐ বাঁকা চাঁদের হাসি,
ফিরিয়ে দে ফের রামাযানের বিদায়ী বাঁকা শশী।
দিবায় ছিলাম উপবাসী নিশির মাঝে যার যা খুশী,
খায়েশ মত পানাহার করেন বিশ্বাসী।
মুখে রবের ভালবাসা মনের মাঝে বেদ্বীন দীশা,
ভাষণ ভূষণ শুনেই বুঝি উনি নবীন উষা।
আসলে সব রঙে মোড়া মোড়ক মাঝে কালোয় ভরা,
এমনিভাবে চলছে ছায়েম রময হ'ল ধরা।
রহমত ডালায় ভরে ঢালেন রব ছায়েম পরে,
মাগে সবে মাগফিরাত অতীত পাপের তরে।
এমনি করে নাজাতের মাস হয়ে গেল পার,
কেমনে যাব ঈদগাহেতে মনে বড় ডর?
এল ছওম গেল চলে লেনাদেনা ফাঁকা,
ঈদুল ফিৎর ডাক দিয়ে কয় এস আমার সখা।
কেমনে যাব ঈদগাহেতে ছালাত কায়েম তরে,
ভীতি মনে কাঁদে বান্দা বসে নিজ ঘরে।

***

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। টুনা মাছ।
২। টুনা মাছ।
৩। ডলফিন ও হাতি (২৪ ঘণ্টায় মাত্র ২ ঘণ্টা)।
৪। গরিলা ও বিড়াল (২৪ ঘণ্টায় ১৪ ঘণ্টা)।
৫। হাতি।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। উচ্চ চাপে তরলের স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায় বলে।
২। এতে দ্রুত তাপ সঞ্চারিত হয়ে খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।
৩। ৪° সেন্টিগ্রেড।
৪। রকেট ইঞ্জিন।
৫। বায়বীয় পদার্থ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী বিষয়ক)

১। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পাখির নাম কি এবং এর দৈর্ঘ্য ও ওযন কত?
২। কোন্ পাখি উল্টো দিকে উড়তে পারে?
৩। কোন্ প্রাণী একবার পানি পান করে ৩৪ দিন পর্যন্ত চলতে পারে?
৪। কোন্ প্রাণী সাঁতার কাটতে পারে না এবং কোন প্রাণী সবচেয়ে বেশী সাঁতার কাটতে পারে?
৫। কোন পাখি ডানা না ঝাপটিয়ে সারাদিন নিরলসভাবে উড়তে পারে?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। আকাশ মেঘলা থাকলে গরম বেশী লাগে কেন?
২। মাটির পাত্রে পানি ঠাণ্ডা থাকে কেন?
৩। পাহাড়ের উপর রান্না করতে বেশী সময় লাগে কেন?
৪। নদীর পানির চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ কেন?
৫। শীতকালে চামড়া ফাটে কেন?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

নশীপুর, বগুড়া ১৯ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী নশীপুরে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও আনুগত্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মারকাযের শিক্ষক জনাব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন। সমাপনি বক্তব্য পেশ করেন অত্র মারকাযের সাবেক সোনামণি পরিচালক আহসান হাবীব।

একই দিন বাদ আছর নশীপুর মারকাযের সম্মানিত **সুপার** ও বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব **আব্দুর রউফ**-এর উপস্থিতিতে নশীপুর মারকায শাখা পুনর্গঠন করা হয়। **অনুষ্ঠানে** কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু জা'ফর এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

মৌগাছী, মোহনপুর, রাজশাহী ২৯ জুলাই মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর মৌগাছী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক জনাব নিযামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি ইসলামী রীতি-নীতি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মারকায উপ-শাখার সহ-পরিচালক যাকারিয়া। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি (বালক-বালিকা) পৃথক দু'টি শাখা গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুনীরুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি ফাহমিদা ইয়াসমীন।

গাংজোয়ার, নওগাঁ ২ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য দুপুর ১২-টায় গাংজোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ে সোনামণি গাংজোয়ার এলাকার উদ্যোগে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাংজোয়ার উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ আয়নুল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাব্বত হোসাইন এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ইস্রাফীল।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা, কামারপাড়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া-এর জন্য একজন অধ্যক্ষ ও একজন সহকারী শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাঃ

১। প্রার্থীকে দাওরা হাদীছ পাশ হ'তে হবে।
২। প্রার্থীকে স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র মাদরাসার সভাপতি বরাবর আগামী ১লা অক্টোবর '০৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
৩। কোন কাওমী মাদরাসায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।

*** আবেদন পত্রের সাথে যা সংযুক্ত করতে হবেঃ**

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
(খ) স্থানীয় গণপ্রতিনিধি প্রদত্ত জাতীয় ও চারিত্রিক সনদ পত্র।
(গ) সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি।

সভাপতি
বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা
পোঃ কামার পাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৪৪৩২০৮।

www.ahlehadeethbd.org

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশে বেকার ৫ কোটি

দেশে এখন ৫ কোটি লোক বেকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বেসরকারী গবেষণা সংস্থা ও অর্থনীতিবিদরা এ তথ্য জানিয়েছেন। অবশ্য সরকারী হিসাবে মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ২১ লাখ বেকার। অর্থনীতিবিদরা সরকারের এই পরিসংখ্যানকে হাস্যকর উল্লেখ করে বলেছেন, এ ধরনের জরিপ করার বাস্তব কোন অর্থ নেই। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ডঃ কাজী খালেকুযযামানের মতে, দেশে বেকারের সংখ্যা এখন প্রায় ৪০ শতাংশ। সে হিসাবে প্রায় ৬ কোটি বেকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সর্বশেষ এক প্রতিবেদন মতে, বাংলাদেশে বেকারত্ব বাড়ার হার ৩৫.০৫ শতাংশ। অর্থাৎ দেশে বেকার প্রায় ৫ কোটি ২৫ লাখ। তবে সরকারের দারিদ্র্য নিরসনের জাতীয় কৌশলপত্র ২০০৯-১১ অনুযায়ী আগামী তিন বছরে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় আড়াই কোটি। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় দেড় লাখ ছেলে-মেয়ে পাস করে বের হয়। তাদের মধ্যে কর্মসংস্থান হয় মাত্র প্রায় ১৫ হাযার। উল্লেখ্য, আইএলওর ২০০৬ সালের প্রতিবেদন মতে, বেকারত্বের হারের দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ২০ দেশের ১২তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেতে আসছে নতুন পদ্ধতি

ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বার্তাকে যুগোপযোগী, বোধগম্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে এ বার্তা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে। আগামী বছরের শুরুতে নতুন পদ্ধতিতে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সূত্রে জানা যায়, আবহাওয়ার বিশেষ বার্তায় পরিবর্তন আনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংকেত ও বার্তাগুলো সাধারণ মানুষের বোধগম্য করা এবং দুর্যোগ কোন পর্যায়ে ও এলাকাভেদে এর প্রভাব কি হ'তে পারে তা সুস্পষ্ট ভাষায় ও বিস্তারিতভাবে প্রচার করা। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদে নতুন ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বার্তা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নতুন পদ্ধতিতে নৌ-বন্দরের সতর্ক সংকেতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত পদ্ধতিতে বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ী সংকেত নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের অনুষঙ্গ হিসাবে আসা জলোচ্ছ্বাসে কোন্ কোন্ এলাকায় কত উঁচু প্লাবন হ'তে পারে তাও ঘোষণা করা হবে।

নতুন ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি বার্তা অনুযায়ী বিরাজমান ১১টি ও নদী বন্দরের জন্য ৪টি সহ মোট ১৫টি সতর্ক সংকেতের স্থলে বর্তমানে ৮টি সংকেত নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দরের জন্য সংকেতগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করে উভয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। জনগণ যাতে সহজে সতর্ক সংকেত বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী জানমাল রক্ষায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে 'গণদুর্যোগ বার্তা' বই আকারে প্রকাশ এবং সেটি ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, সুনামি, ভবন ধসসহ যেসব দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয় না সেসব দুর্যোগ সম্পর্কে স্বাভাবিক সময়ে জনগণের করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচার করা হবে।

ইউরোপে বাইসাইকেল রফতানী করে ৪৫০ কোটি টাকা আয়

ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশে তৈরী বাইসাইকেল রফতানী ব্যাপকভাবে বাড়ছে। সাইকেল রফতানী করে গত অর্থবছরে আয় হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশী রফতানী হয়েছে। গত অর্থবছরে বাইসাইকেল রফতানীতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯ শতাংশ। রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যানে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। চীন, তাইওয়ানের চেয়ে উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় ইউরোপের দেশগুলোতে বাংলাদেশী বাইসাইকেলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০ লাখ পিস সাইকেল রফতানী করা সম্ভব। যার মাধ্যমে প্রায় ২ হাযার কোটি টাকা আয় হ'তে পারে।

দাম্পত্য সহিংসতায় বছরে আর্থিক ক্ষতি ৩৪ হাযার ২৩৯ কোটি টাকা

দাম্পত্য সহিংসতার কারণে প্রতি বছর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় ৩৪ হাযার ২৩৯ কোটি টাকা। যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১০ দশমিক ৬ ভাগ। আর দাম্পত্য সহিংসতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রতিজনের গড়ে খরচ হয় ১৮ হাযার ৯১৭ টাকা। 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি) পরিচালিত এক সমীক্ষায় এ তথ্য দেয়া হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দাম্পত্য সহিংসতায় আক্রান্ত হয় মূলতঃ নারীরা। আক্রান্ত একজন নারীকে চিকিৎসাসেবায় গড়ে ৯ হাযার ৪৮৭ টাকা খরচ করতে হয়। সহিংসতার পর স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে গড় খরচ হয় ২ হাযার ৪৩ টাকা, সালিশের পেছনে খরচ হয় ১ হাযার ৫৪ টাকা, বিচারের জন্য কোর্টে যাতায়াতের জন্য খরচ হয় ৬ হাযার ৭২৯ টাকা, দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পুলিশ ও কোর্টে ঘুষ দেয়া, আইনজীবির ফি'র জন্য খরচ হয় ৮ হাযার ৩৪৩ টাকা। আর এসব কারণে সহিংসতায় আক্রান্ত ব্যক্তি যে কর্মদিবসগুলো হারায় সেজন্য খরচ হয় ২ হাযার ৩৬৮ টাকা।

ট্রুথ কমিশন গঠিত

বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে গত ৩০ জুলাই বহুল আলোচিত 'সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন' বা ট্রুথ কমিশন গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩ আগষ্ট ট্রুথ কমিশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কমিশনের অন্য দু'জন সদস্য হচ্ছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) মঞ্জুর রশীদ খান ও সাবেক মহা হিসাবরক্ষক আসিফ আলী। ঐ দিন দুপুরে প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ট্রুথ কমিশন সদস্যদের নিয়োগ অনুমোদন করেন। 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ অধ্যাদেশ-২০০৮'-এর ৪ নম্বর বিধি অনুযায়ী সরকার 'সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন' নামক ট্রুথ কমিশন গঠন করে। স্বেচ্ছায় সত্য স্বীকারের মাধ্যমে জরিমানা সাপেক্ষে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তির লক্ষ্যে ৫ মাস মেয়াদী এ কমিশন গঠন করা হয়। মামলা রুজুর পর চার্জশিট দাখিল পর্যন্ত অভিযুক্ত যে কেউ ট্রুথ কমিশনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে দুর্নীতির দায়ে ২ বছরের কম সময় সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তিরাও শর্তসাপেক্ষে ট্রুথ কমিশনের

www.ahlehadeethbd.org

সুবিধা নিতে পারবেন। তবে অস্ত্র, মাদক, নারী ও শিশু পাচার এবং ধর্ষণ মামলার আসামীরা ট্রুথ কমিশনের অনুকম্পা পাবে না।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী দুর্নীতির দায়ে দুই বছর কিংবা এর বেশী সাজাপ্রাপ্ত ছাড়া যে কেউ কমিশনের কাছে সত্য প্রকাশ করে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত দিয়ে ট্রুথ কমিশনের অনুকম্পা নিতে পারবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক লাখ টাকা জরিমানা, অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের আদেশ দিতে পারবে ট্রুথ কমিশন।

ট্রুথ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, যেসব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ট্রুথ কমিশনের সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হবেন তাদের কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে। কোন ব্যবসায়ী ট্রুথ কমিশনে দরখাস্ত না করার অর্থ এই নয় যে, ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি নেই বা তারা দুর্নীতি করেননি। ট্রুথ কমিশনে না এলে সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানে তদন্ত হবে, বিচার হবে। ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুকম্পা লাভের জন্য আবেদন করতে হবে। তবে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাশিত আবেদন পাওয়া না গেলে কমিশন সময় বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করবে।

বন বিভাগে দুর্নীতি

বন বিভাগের ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে সারা দেশে বন বিভাগের বেদখল হয়ে যাওয়া বনভূমির মোট পরিমাণ ২ লাখ ৭০ হাযার ৫৭০.৯৮ একর। বন বিভাগে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি হয় নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিকে কেন্দ্র করে। অন্যান্য সব দুর্নীতির জন্য দায়ী পোস্টিং বাণিজ্য। এক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে লোভনীয় স্থানে বদলি, নিয়মিত বদলি আদেশ প্রত্যাহার, দুর্গম স্থানে বদলির ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়, সাধারণ বদলির সুপারিশের জন্য চাঁদা আদায় অন্যতম। গত ২০-২৫ বছর ধরে প্রধান বনরক্ষক (সিসিএফ) পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবেই পদটিকে নিলামে তোলা হয়েছে। সর্বশেষ পদচ্যুত সিসিএফকে এই পদের জন্য ১ কোটি ১০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল। গত ১৪ আগষ্ট সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে 'বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাঃ সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শুধু একটি ঘটনায় রাঙ্গামাটি সার্কেলে ২০০৫ সালে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ সিএফটি চোরাইকাঠ নিয়ম বহির্ভূতভাবে সংশ্লিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করায় সরকারের প্রায় সাড়ে ২৭ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয় এবং একটি জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত বন হ'তে গড়ে ১৫০০ সিএফটি কাঠ রাঙ্গামাটি শহরে পাচার করতে বন বিভাগ ও ডিসি অফিসসহ ১৪টি খাতে ঘুষ দিতে হয় গড়ে প্রায় সোয়া লাখ টাকা। আর সুন্দরবন থেকে প্রতিবছর পাচার হয়ে থাকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার কাঠ ও গোলপাতা। এছাড়া প্রতিবছর শুধু গোলপাতা সংগ্রহে বনজীবীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে গড়ে প্রায় সোয়া ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়। আর বন বিভাগের কর্মীরা সুন্দরবনে মাছ সংগ্রহে নিয়োজিত জেলেদের কাছ থেকে বছরে গড়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকা চাঁদা আদায় করে থাকে। এছাড়া উৎকোচ হিসাবে আদায় করে প্রায় ৮ লাখ টাকার মধু।

ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব

-দুদক চেয়ারম্যান

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী বলেছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ থেকে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হ'লে ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব। গত ২০ আগষ্ট দুপুরে সিলেটের বিয়ানীবাজার উপযেলা চত্বরে 'ধর্মীয় আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিনা দোষে ১৯ মাস কারাভোগ

এক আলমের বদলে আরেক আলম টানা ১৯ মাস কারাভোগের পর ২১ আগষ্ট মুক্তি পান যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। তার বাড়ী কক্সবাজারের উখিয়ার চাকবৈটা গ্রামে। একটি নারী শিশু পাচার সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ তদন্ত না করেই গোঁজামিল দিয়ে তার নামে চার্জশিট দেয় বলে অভিযোগ। আদালত তার অনুপস্থিতিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও দেয়। জানা গেছে, যখন কারাদণ্ড হয় নির্দোষ আলম তখন সঊদী আরবে। ১৬ বছর পর বাড়ী ফিরেই তিনি গ্রেফতার হন। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট বা ব্লাস্টের পক্ষ থেকে আবেদন জানালে হাইকোর্ট তাকে যামিন দেন।

জানা গেছে, ২০০২ সালের ১৪ মে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানার মেদেনীপুর সীমান্ত থেকে ১৮ জন নারী ও শিশু উদ্ধার করে বিডিআর। এ সময় বিডিআরের হাতে আটক হয় উখিয়ার চাকবৈটা গ্রামের মৃত যাকির হোসেনের পুত্র সৈয়দ আলম। নারী শিশু পাচারকারীর সাথে জড়িত সৈয়দ আলম তার প্রকৃত নাম গোপন রেখে তার ছোট ভাই সঊদী প্রবাসী মুহাম্মাদ আলমের নাম বলে পুলিশের কাছে। পরবর্তীতে সে ছাড়া পেলেও নিরপরাধ আলম গ্রেফতারের পর তার সাজা হয়।

উপদেষ্টা পরিষদে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ অনুমোদন

উপদেষ্টা পরিষদ গত ২০ আগষ্ট ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধ্যাদেশ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছে। প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। অধ্যাদেশের আওতায় ২১ সদস্যের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠিত হবে। বাণিজ্য উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হবেন। তাছাড়া বাণিজ্য সচিব, কনজ্যুমার এসোসিয়েশনের সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি, এফবিসিসিআই সভাপতি এবং শিল্প, কৃষি, স্বরাষ্ট্র ও আইনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পরিষদের সদস্য হবেন। অধ্যাদেশের আওতায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর নামে একটি অধিদফতর গঠিত হবে এবং অধিদফতরের মহাপরিচালক পরিষদের সদস্য সচিব হবেন। এ অধ্যাদেশের বিধান মতে, ভোক্তার স্বার্থহানির জন্য সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে। যেলা, উপযেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি থাকবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিদেশ

বসনিয়ার কসাই কারাদজিচ গ্রেফতার

বসনিয়ার কসাই হিসাবে কুখ্যাত ও সেব্রেনিৎসা গণহত্যার অন্যতম অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী রদোভান কারাদজিচ এতদিন সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডেই বহাল তবিয়তে ছিলো। দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত লোকটিই যে সার্ব যুদ্ধাপরাধী রদোভান কারাদজিচ, তা শনাক্ত করতে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা নেটওয়ার্কগুলোর ঘাম ঝরে যায়। ভুয়া পরিচয়ে বেলগ্রেডের একটি ক্লিনিকে অল্টারনেটিভ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত ছিলো এই যুদ্ধাপরাধী। নিজের নতুন নাম রেখেছিলো দ্রাগন দাবিচ। তারপরও শেষ রক্ষা হ'ল না। গত ২১ জুলাই বেলগ্রেডেই গ্রেফতার হন তিনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা হিসাবে বিবেচিত ১৯৯৫ সালের সেব্রেনিৎসা গণহত্যার জন্য জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত হয় কারাদজিচ। ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে বসনিয়া যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত ডেটন চুক্তির পর যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট কারাদজিচ আত্মগোপন করেন। অবশেষে তাকে গ্রেফতারের পর বেলগ্রেডের যুদ্ধাপরাধ আদালতে হাযির করা হয়। ঐ আদালতের বিচারক তাকে হেগে জাতিসংঘ ট্রাইব্যুনালের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেন।

কারাদজিচের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে গণহত্যায় জড়িত থাকার ১৫টি অভিযোগ, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ, সারায়েভোতে প্রায় ১২ হাযার নাগরিককে হত্যার জন্য মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং অন্যান্য বর্বরতার অভিযোগ, সেব্রেনিৎসা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ৭ হাযার ৫০০ মুসলিম তরুণ-তরুণী ও বয়স্ক ব্যক্তিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ, বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোট রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ অন্যদের বেআইনিভাবে নির্বাসিত ও বাস্তুচ্যুত করার অভিযোগ, জাতীয় কিংবা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বেসামরিক লোকদের বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানান্তর করা এবং তাদের বাড়ীঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়সহ যাবতীয় সহায়-সম্পদ ধ্বংস করার অভিযোগ।

সমৃদ্ধ দক্ষিণ এশিয়া গড়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

দক্ষিণ এশিয়ার আট দেশের ১৫০ কোটি মানুষের জীবনমানের উন্নতি ও পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার অঙ্গীকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোয় ১৫তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে গত ৩ আগষ্ট। দু'দিন স্থায়ী এই শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী দিবসে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৪১ দফার কলম্বো ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয়। এসব চুক্তি হ'লঃ অপরাধী-সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তথ্য বিনিময় ও আইনগত সহায়তা প্রদান, সার্ক উন্নয়ন তহবিলের সনদ অনুমোদন, দক্ষিণ এশীয় মান পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা এবং সাফটায় আফগানিস্তানের স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে অন্তর্ভুক্তি। ৪১ দফা কলম্বো ঘোষণায় খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, সন্ত্রাস দমন, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আন্তঃরাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কলম্বো ঘোষণায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সার্ক অঞ্চলে যে বিরূপ প্রভাব দেখা দিয়েছে, তা নিরসনে ফুড ব্যাংক গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত প্রতিক্রিয়া মোকাবিলায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন, সৌরশক্তি ও বায়োগ্যাসসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প হাতে নেয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে আঞ্চলিক গ্রিড সংযোগ, গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন এবং জ্বালানি উৎপাদনে পানিসম্পদ ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারের শীর্ষ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দর রাজা পাকসেকে নয়া চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করা হয়। ১৬তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ৫.৭ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার গত জুলাই মাসে চার বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। কারণ বিনিয়োগকারীরা ৫১ হাযার লোক ছাঁটাই করেছে। এ বছর এ পর্যন্ত চার লাখ ৬৩ হাযার চাকরি হ্রাস করা হয়েছে। বেকারত্বের হার জুন মাসের ৫.৫ শতাংশের স্থলে বেড়ে গত জুলাই মাসে হয়েছে ৫.৭ শতাংশ। অবশ্য এর একটি কারণ বহু তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। তবে সরকার বলেছে, এ বছর তাদের খুব কমই চাকরি পেয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেকারত্বের হার বেড়ে হয়েছে ২০.৩ শতাংশ। ১৯৯২ সালের পর এটাই সর্বোচ্চ।

বায়ুদূষণে প্রায় ২১ হাযার কানাডীয়ানের মৃত্যুর আশঙ্কা

কানাডায় বায়ু দূষণে এ বছর ২০ হাযারেরও বেশী লোক মারা যেতে পারে। ১৩ আগষ্ট কানাডীয় চিকিৎসক সমিতির এক প্রতিবেদনে একথা বলা হয়। দূষণ ব্যয় ও দূষণ সংক্রান্ত ব্যাধির উপর পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ করায় কানাডায় এ বছর প্রায় ২১ হাযার লোক মারা যেতে পারে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, কানাডায় বায়ু দূষণজনিত কারণে ২০৩১ সাল নাগাদ প্রায় ৯০ হাযার লোক এবং দীর্ঘমেয়াদে সাত লাখেরও বেশী লোক মারা যাবে। অন্তারিও ও কুয়েবেকের বাশিন্দারা বায়ু দূষণজনিত কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই দুই প্রদেশেই কানাডার ৬২ ভাগ লোক বাস করে।

প্রচণ্ড নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী

মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। নেপালের গণপরিষদ গত ১৪ আগষ্ট বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন। দেশটিতে রাজতন্ত্র উৎখাতের পর প্রচণ্ডই হ'লেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী। গণপরিষদের চেয়ারম্যান সুভাষ নেমওয়াং বলেছেন, প্রচণ্ডের পক্ষে ভোট পড়েছে ৪৬৩ এবং বিপক্ষে পড়ে ১১৩ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং নেপালি কংগ্রেস দলের নেতা শের বাহাদুর দেউবা। গত এপ্রিলে নেপালের বিশেষ গণপরিষদের নির্বাচনে মাওবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে নির্বাচনের পর চার মাস পেরিয়ে গেলেও সরকার গঠন নিয়ে

www.ahlehadeethbd.org

দ্বন্দ্বের অবসান হচ্ছিল না। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড গত ১৮ আগষ্ট শপথ নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট রামবরণ যাদব তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

বিশ্বের সেরা নগর ব্যাংকক, দ্বীপ গ্যালাপাগোস

২০০৮ সালে বিশ্বের সেরা নগর নির্বাচিত হয়েছে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক। আর সেরা দ্বীপের স্বীকৃতি পেয়েছে ইকুয়েডরের গ্যালাপাগোস। 'ট্রাভেল প্লাস লেইজার' ম্যাগাজিন পরিচালিত এক অনলাইন জরিপে এ কথা বলা হয়। গত বছর সেরা নগর ও দ্বীপের স্বীকৃতি ছিল যথাক্রমে ইতালির ফ্লোরেন্স ও ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের। সাময়িকীর পাঠকেরা দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রুগার জাতীয় উদ্যানে অবস্থিত সিঙ্গিতা সাবি স্যান্ডকে বিশ্বের সেরা হোটেল বলে ভোট দেয়।

৮ বছরেই ৬০ কেজি!

ভারতের পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার শিশু অঞ্জু মান্নার বয়স মাত্র ৮ বছর। কিন্তু ওযন প্রায় ৬০ কেজি। প্রতিদিন তার জন্য অন্তত আধা কেজি মুড়ি আর এক কেজি চাল লাগে। অঞ্জুর মা অঞ্জলি দেবী জানান, জন্মের তিন বছর পর হ'তে অঞ্জু অস্বাভাবিক মোটা হ'তে শুরু করে। অঞ্জুর বাবা-মা জানান, সকালে উঠেই সে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম মুড়ি খায়। সঙ্গে চানাচুর, ঝুরিভাজা বা অন্তত পেঁয়াজ চাই। সকাল নয়টার দিকে আবার ভাত। বেলা ১২-টা বাজলেই আবার শুরু হয় ভাতের জন্য তার চীৎকার-চেঁচামেচি। খিদের মুখে কখনো কাঁচা সবজি কোনমতে আগুনে সামান্য ঝলসে দিলেই সে খুশিমনে খেয়ে ফেলে। ১২-টার দিকে থালা ভর্তি ভাত খেয়ে বিকেল পর্যন্ত কোনমতে থাকে। বিকেলে আবার ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম মুড়ি চাই তার। মাঝেমধ্যে চকোলেট-বিস্কুটের বায়না তো আছেই। গরীব বাবা-মা তাকে নিয়ে বড় বিপদে আছেন।

বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার মজুরি ঘণ্টায় ১০ ডলার

সকালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুম থেকে উঠতে হবে না। তাড়াহুড়ো করে যেতে হবে না কাজে। বরং ঘুমিয়ে থাকলে প্রতি ঘণ্টার জন্য 'ঘুম-মজুরি' পাওয়া যাবে ১০ ডলার। অবিশ্বাস্য শোনালেও যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' এমনই এক প্রকল্প পরিচালনা করছে। নাসা বলেছে, তাদের এই ঘুম-গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের টানা তিন মাস বিছানায় কাটাতে হবে। এজন্য মজুরি দেওয়া হবে ১৭ হাযার ডলার। তিন মাস শুধু শুয়ে-ঘুমিয়ে কাটানোর পর বিশ্রাম ও স্বাভাবিক চলাফেরার প্রস্তুতির জন্য আরও এক মাস বিশেষ নিয়ম মানতে হবে। গবেষণাটি পরিচালিত হচ্ছে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহাশূন্যে শূন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে মানবদেহে যে প্রভাব পড়ে, তা কমিয়ে আনার উপায় অনুসন্ধান। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন মহাশূন্যে কাটানোর ফলে নভোচারীদের হাড় ক্ষয়ে যায়, কমে যায় মাংসপেশির টানটান ভাবও।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ৫০ হাযারের বেশী মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। দেশটিতে প্রতিবছর ৫০ হাযারের বেশী মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জানায়, ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬ হাযার ৩০০ জন এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। এতদিন প্রতিবছর আনুমানিক সংক্রমণের হার প্রায় ৪০ হাযার বলে ধরা হ'ত। গবেষণায় দেখা গেছে, শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার সাত গুণ বেশী। প্রতি এক লাখ শ্বেতাঙ্গের মধ্যে ১১ দশমিক ৫ জন সংক্রমিত হ'লেও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে এ হার হচ্ছে এক লাখে ৮৩ দশমিক ৭ জন। উল্লেখ্য, বিশ্বে মোট এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা তিন কোটি ৩০ লাখ। ২০০৭ সালে এইডসে মৃত্যু হয় ২০ লাখ লোকের।

এ বছর ৫০ লাখ লোক মারা যাবে তামাক ব্যবহারের কারণে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আশঙ্কা করছে, এ বছর তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের কারণে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ মারা যাবে, যা এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার কারণে মৃত্যুবরণকারীদের চেয়ে বেশী। একই কারণে ২০৩০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা হবে ৮০ লাখ। এখন থেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হ'লে এ শতাব্দীতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটি। 'হু রিপোর্ট অন দ্য গ্লোবাল টোব্যাকো এপিডেমিক ২০০৮'-এ এসব কথা বলা হয়েছে। গত ১৮ আগষ্ট ঢাকার একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশ সরকার তামাক খাত থেকে প্রতিবছর দুই হাযার ৪০০ কোটি টাকা আয় করে। কিন্তু প্রতিবছর তামাক ব্যবহারের ফলে ১২ লাখ মানুষ প্রধানত ৮টি রোগের শিকার হয়। এসব মরণব্যাধির মধ্যে হৃদরোগ, ক্যান্সার, যক্ষ্মা, হাঁপানি, স্ট্রোক, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট ও পক্ষাঘাতসহ অন্যান্য রোগও আছে। এসবের চিকিৎসা খাতে খরচ হয় পাঁচ হাযার কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিবছর সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয় দুই হাযার ৬০০ কোটি টাকা।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে জানানো হয়, দেশে ১৫ বছরের বেশী বয়স্ক জনগোষ্ঠী মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি লোক তামাক ব্যবহার করে। এ মধ্যে অধিকাংশ ধূমপান করে। আর অল্পসংখ্যক নারী ও পুরুষ চর্বণযোগ্য তামাক ব্যবহার করে। তামাক ব্যবহারের কারণে প্রতিবছর ৩০ বছরের বেশী বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৬০ হাযার মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং পৌনে চার লাখ মানুষ পঙ্গুত্ববরণ করে।

ভারতে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপব্যবহার

ভারতে মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। ৫০ বছর ধরেই এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এখন এ আইন বাতিল করা উচিত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' এক প্রতিবেদনে এ মন্তব্য করেছে। 'হত্যা করে রেহাই পাওয়া: সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৫০ বছর' শিরোনামের ১৬ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদনে আইনটি কিভাবে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তা তুলে ধরা হয়। এই আইন সামরিক বাহিনীকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার, দেখামাত্র গুলি এবং তথাকথিত 'শান্তিবিঘ্নিত এলাকায়' সম্পত্তি ধ্বংসের ক্ষমতা দেয়। তাছাড়া এ আইনের মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের গুরুতর অপরাধ সত্ত্বেও দায়মুক্তি দেওয়া হয়।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম জাহান

পারভেজ মোশাররফের পদত্যাগ

অবশেষে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ তার পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। গত ১৮ আগষ্ট জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে সাবেক সেনাপ্রধান ও নয় বছর ধরে পাকিস্তানকে পরিচালনাকারী প্রেসিডেন্ট মোশাররফ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এ সময় তাঁকে বেশ বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। মার্কিন মদদপুষ্ট এ পাকিস্তানী শাসকের বিরুদ্ধে দেশটির ক্ষমতাসীন জোট পার্লামেন্টে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে ইমপিচমেন্ট করার চূড়ান্ত প্রক্রিয়া চালানোর একপর্যায়ে চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর আগে ৬৫ বছর বয়সী মোশাররফ অবমাননাকর বিদায় থেকে শেষ রক্ষা পেতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহির্বিশ্বে তার মিত্রদেশ ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রভাবশালী সেনাবাহিনীর সমর্থন লাভের জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেন। এমনকি পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন জোটের ইমপিচমেন্ট চেষ্টাকে মোকাবিলা করবেন বলেও ঘোষণা করেন তিনি। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্বস্ত এ মিত্রের অনুকূলে থাকেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৬১ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাসীন সরকারী জোটের ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন। লৌহমানব বলে কথিত মোশাররফের পদত্যাগের সাথে সাথে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি অজনপ্রিয় ধারার পূর্ণ অবসান ঘটল বলেও মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল।

জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন, 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এবং আইন উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করে দেশের স্বার্থে আমি পদত্যাগ করেছি'। তিনি বলেন, 'আমিওতো একজন মানুষ, আমিও ভুল করে থাকতে পারি। তবে এই জাতি এবং এদেশের মানুষ আমার ঐসব ভুল-ত্রুটি এই বিশ্বাসে ক্ষমাসুন্দর চোখে গ্রহণ করবেন যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার এবং নিয়ত ছিল দেশের মঙ্গল'।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদদের কাছে টানা, ক্ষমতার লোভ, অতিরিক্তি পশ্চিমাঘেঁষা নীতি এবং সর্বোপরি বেনজির ভুট্টোর হত্যাকাণ্ড ও প্রধান বিচারপতি ইফতিখার মুহাম্মাদ চৌধুরীকে বরখাস্ত ও গ্রেফতার মোশাররফের জন্য এই পরিণতি নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মোশাররফ ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে নওয়াজ শরীফ সরকারকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করেন।

সব উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে জেদ্দা টাওয়ার

টাওয়ার ভবন নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন পারস্য উপসাগরীয় তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে। এই প্রতিযোগিতা থেকে সঊদী আরবের মতো সম্পদশালী দেশ বাদ যাবে কেন? প্রাকৃতিক তেল সম্পদের শীর্ষস্থানীয় দেশ সঊদী আরবের জেদ্দা মহানগরীর সাগরতীরে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার নির্মাণের বিপুল ব্যয়বহুল পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পিত এই ভবনের উচ্চতা ধরা হয়েছে ৫,২৪৯ ফুট, যা দুবাইয়ের টাওয়ার ভবনের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই প্রতিষ্ঠানের মালিকও রাজ পরিবারেরই প্রভাবশালী সদস্য প্রিন্স আল-ওয়ালীদ বিন তালাল।

দুর্নীতিবাজদের পোশাক

ইন্দোনেশিয়ার দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মকর্তা, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীদের লজ্জা দিতে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছে দেশটির দুর্নীতি দমন সংস্থা। কারাগারে এসব অপরাধীর জন্য থাকবে আলাদা পোশাক। এর ফলে দুর্নীতির দায়ে আটক ব্যক্তিকে কারাগার বা আদালতের ভিড়ের মধ্যেও চেনা যাবে। দুর্নীতি দমন সংস্থার ডেপুটি চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ জসিম বলেন, 'নতুন এ পোশাকে কোন দুর্নীতিবাজকে কারাগারে নেয়ার সময় অন্য বন্দীরা তার দিকে তাকিয়ে থাকবে এবং এতে ঐ ব্যক্তি বিব্রত হবে'।

নিষিদ্ধ হওয়া থেকে বেঁচে গেল তুরস্কের একে পার্টি

তুরস্কের সাংবিধানিক আদালত ক্ষমতাসীন 'একে' পার্টিকে নিষিদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলটির বিরুদ্ধে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতি নস্যাৎ করার অভিযোগ আনা হয়। তবে বিচারকরা দলটির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেন। গত বছরের নির্বাচনে 'একে' পার্টি বিপুলভাবে বিজয়ী হয়। দলটি তুরস্ককে ইসলামী রাষ্ট্র করতে চায় বলে যে অভিযোগ করা হয় তা অস্বীকার করেছে। তারা মামলাটিকে গণতন্ত্রের প্রতি হামলা বলে অভিহিত করে।

দলটিকে নিষিদ্ধ করতে হ'লে আদালতের ১১ জন বিচারকের মধ্যে অন্ত তঃ ৭ জনের সম্মতি ভোটের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ৬ জন নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন এবং পাঁচজন ছিলেন বিপক্ষে। বিধায় সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক দলটিকে নিষিদ্ধ করার চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইসলামী গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত একে পার্টি এবং ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকদফা সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার ব্যাপারে একে পার্টির প্রচেষ্টা দেশব্যাপী বিতর্কের তুমুল ঝড় তোলে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ইসলামপন্থী কিংবা কুর্দী পন্থী ২০টির বেশী দলকে তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির প্রতি হুমকি হবার কারণে আদালত নিষিদ্ধ করে দেয়। তবে এই প্রথম ক্ষমতাসীন ও পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন দলকে নিষিদ্ধ করার একটা মামলা আদালতে উত্থাপন করা হ'ল।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসার পক্ষ থেকে দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি আবেদন

মুহতারাম দ্বীনী ভাই! পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উত্তরবঙ্গের অনন্য দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র রাজশাহীর নওদাপাড়ায় অবস্থিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সুশিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ণ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনের লক্ষে ১৯৯১ সাল হ'তে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। অত্র মাদারাসা থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র জিপিএ-৫ গ্রেড সহ শতভাগ পাস করে থাকে। যা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিরল। এখানে আবাসিক সুবিধাও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর এই অতুল্য মারকায সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমরা দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি তাদের ওশর, যাকাত ও এককালীন অনুদানের একটি অংশ অত্র মাদরাসায় প্রদানের জোর আবেদন জানাচ্ছি। অধিক নেকী অর্জনের এই মাসে স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে আপনার দান-ছাদাক্বাহ, ফিতরা-কুরবানী, ওশর-যাকাত হ'তে একটা বিশেষ অংশ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীকে প্রদান করে সঠিক ইসলামী শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন- আমীন!!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
চলতি হিসাব নম্বর ৭১৩, জনতা ব্যাংক, নওদাপাড়া শাখা, রাজশাহী।

আরজ গুজার
আব্দুছ ছামাদ সালাফী
অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী
ফোনঃ ০১৭১৫-১৭০২৪৬।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

স্মৃতিলোপ প্রতিরোধের ওষুধ আবিষ্কার

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা স্মৃতিলোপ প্রতিরোধ করবে। ৩২১ জন রোগীর মধ্যে 'রেম্বার' নামে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, যারা এই ওষুধ গ্রহণ করেননি তাদের স্মৃতিশক্তির সাথে ওষুধ গ্রহণকারীদের স্মৃতিশক্তির পার্থক্য ৮১ শতাংশ। আবেরদীন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেন, ওষুধের লক্ষ্য হচ্ছে মগজে (ব্রেনে) বিশেষ ধরনের প্রোটিন গড়ে তোলা, যাতে স্মৃতিশক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। বিশেষজ্ঞরা তাদের এই আবিষ্কারের ব্যাপারে আশাবাদী। তবে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

হাইড্রোজেন কার

পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি রাস্তায় নামাচ্ছে আমেরিকা। ৯টি অটো মানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি মন্ত্রণালয়, ক্যালিফোর্নিয়া ফুয়েল সেল পার্টনারশিপ, ন্যাশনাল হাইড্রোজেন এসোসিয়েশন এবং যুক্তরাষ্ট্র ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট সম্মিলিতভাবে ১২ আগষ্ট থেকে হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি প্রদর্শন কর্মসূচীর আয়োজন করে। গাড়ীটি এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেনি। তবুও সংশ্লিষ্টরা পরখ করতে চাইছেন যে, তা বাণিজ্যিকভাবে উপযোগী। ডিপার্টমেন্ট অব ট্রাফিকের টেকনোলজি বিষয়ক প্রশাসক পল ব্রোকার বলেছেন, পরিবেশের স্বার্থে এবং পরনির্ভরতা হ্রাসকল্পে এ ধরনের গাড়ির ব্যবহার দ্রুত বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের ৬টি পরিবহন সংস্থার বাস চলছে হাইড্রোজেনের সাহায্যে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গাড়ী লিজ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এ ধরনের গাড়ী ভাড়া দিচ্ছে।

প্রায় পানিশূন্য ওয়াশিং মেশিন!

নতুন ধরনের একটি ওয়াশিং মেশিন উদ্ভাবন করেছেন যুক্তরাজ্যের গবেষকরা। এটি প্রায় পানিশূন্য মেশিন। মাত্র ১ কাপ পানি, ১ চিমটি ডিটারজেন্ট পাউডার এবং ১ হাযার ক্ষুদ্র প্লাস্টিক চিপ ব্যবহার করে কাপড় পরিস্কার করা হবে। ২০০৯ সালে এই ওয়াশিং মেশিন যুক্তরাজ্যের বাজারে পাওয়া যাবে। লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই মেশিনের নকশা করেছেন।

যুক্তরাজ্যের সংগঠন ওয়াটারওয়াইজ বলেছে, সেখানে প্রতিটি বাড়ীতে প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে ১৩ শতাংশ ব্যয় হয় ওয়াশিং মেশিনে। অর্থাৎ প্রতিটি বাড়ীতে প্রতিদিন কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যয় হয় ২১ লিটার বা সাড়ে ৫ গ্যালন পানি। কিন্তু যদি নতুন উদ্ভাবিত ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি প্রচলিত ওয়াশিং মেশিনের তুলনায় মাত্র ২ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যয় হবে। আরেকটি সুবিধা হ'ল, মেশিন থেকে কাপড় প্রায় শুকনো অবস্থায় বেরিয়ে আসবে। ফলে কোন ড্রায়ার বা কাপড় শুকানোর যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না।

পাতা দেখে রোগ চিহ্নিত করবে কম্পিউটার

মাত্র কয়েকটি পাতা পর্যবেক্ষণ করেই উদ্ভিদের রোগ শনাক্ত করবে কম্পিউটার। এমনই এক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ম্যাথমেটিক্স বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মাদ মোস্তাগীজ বিল্লাহ। তিনি সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে দীর্ঘ আট মাস ধান গাছের বিভিন্ন রোগের উপর গবেষণা চালিয়ে উদ্ভাবন করেছেন নতুন এক প্রযুক্তির। কম্পিউটারের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সেন্সরকে কাজে লাগিয়ে ধান গাছের পাতার বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ সফলতা লাভ করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের পাতাকে স্ক্যানিং করে সফটওয়ারের মাধ্যমে কম্পিউটারের মধ্যে ঐ রোগের বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রবেশ করানো হয় এবং কম্পিউটার তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রদান করে। এতে করে ভুলের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বর্তমানে ধানের পাতার কিছু নির্দিষ্ট রোগ নিয়ে গবেষণা চলছে। রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইপিএম ল্যাব ও উদ্ভিদ রোগ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মাদ বাহাদুর মিঞা। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে সরাসরি মাঠ থেকে ছবি সংগ্রহ করে ওয়ার্লেস প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসেই যাতে রোগ শনাক্ত করা যায় এ ব্যাপারেও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, বাকৃবিতে অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম উদ্ভিদ হাসপাতালের তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর উদ্ভিদের প্রায় ১২০০ রোগ বালাইয়ের জন্য ২৫-৩০% ফসল নষ্ট হয়। টাকার হিসাবে ঐ ক্ষতির পরিমাণ ৭০০-৮৪০০ কোটি টাকা।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবর

রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা মাপার নতুন যন্ত্র

ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তের গ্লুকোজের সঠিক মাত্রা পরিমাপক মেশিন 'ওয়ানটাচ আলট্রা ইজি' বাংলাদেশের বাজারে এসেছে। জনসন এন্ড জনসন মেডিকেলের নতুন এই মেশিনটি বাজারে এনেছে সোনারগাঁও হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড। মেশিনটির বিশেষত্ব হচ্ছে- এক মাইক্রোলিটার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা মাত্র ৫ সেকেন্ডে নির্ভুল ফলাফল দেয়, সময় ও তারিখসহ সর্বোচ্চ ৫শ'টি টেস্ট মেমোরি থাকে, সহজেই রিডিং পড়া যায়। এছাড়া চার ডিজাইনের এই মেশিনটি হাল্কা ও স্লিম, যা পার্টস বা পকেটে সহজেই বহন করা যায়। ২৫টি টেস্ট স্ট্রিপসহ মেশিনটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তিন হাযার টাকা। গত ২০ আগষ্ট রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, 'ওয়ানটাচ আলট্রা ইজি' ব্লাড গ্লুকোজ মিটার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এক অনন্য সমাধান, যা ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসে রোগী নিজেই গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাপ করে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের মুক্তি লাভ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর কারানির্যাতন ভোগের পর গত ২৮ আগষ্ট বিকাল ৫-টায় বগুড়া কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত মধ্য রাতে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে তৎকালীন জোট সরকার সংগঠনের অপর তিনজন কেন্দ্রীয় নেতা সহ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। তাঁর সাথে গ্রেফতার হওয়া অন্য নেতৃবৃন্দ হ'লেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। দীর্ঘ এক বছর চার মাস কারাবদ্ধ থাকার পর বিগত ৯ জুলাই '০৬ তারিখে চার নেতার তিনজন মুক্তি লাভ করলেও আইনী জটিলতার কারণে আমীরে জামা'আতের মুক্তি বিলম্বিত হয়। অবশেষে ২০ ফেব্রুয়ারী '০৮ তারিখের হাইকোর্টের ডাইরেকশন অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ আগষ্ট নিম্ন আদালত তাঁর যামিন আবেদন মঞ্জুর করলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি সর্বমোট তিন বছর ৬ মাস ৫ দিন কারান্তরীণ ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিগত সরকারের দায়েরকৃত ন্যক্কারজনক মামলাগুলির মধ্যে ৫৪ ধারা সহ মোট ৬টিতে ফাইনাল রিপোর্ট (প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অব্যাহতি), ১টিতে বিচারকার্য সম্পন্নের পর বেকসুর খালাশ এবং বাকী চারটিতে তিনি যামিন লাভ করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বগুড়া যেলা কারাগারে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, সাবেক অর্থ সম্পাদক গোলাম মোস্তাফির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আকবার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, আমীরে জামা'আতের দুই ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজিব প্রমুখ। এছাড়া বগুড়া সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, খুলনা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া যেলা কারাগার থেকে বের হওয়ার পর আমীরে জামা'আতকে বহনকারী মাইক্রোবাস এবং সামনে ও পিছনে আরো ৫টি সহ মোট ৬টি মাইক্রোবাস বিকাল সাড়ে ৫-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উল্লেখ্য যে, যরূরী অবস্থার কারণে কেন্দ্রের কড়া নির্দেশনার ফলে গাড়ী বহর সংক্ষিপ্ত করা হয়। বিভিন্ন যেলা ও এলাকা থেকে রিজার্ভ বাস, কার ও মাইক্রোবাস যোগে আন্দোলনের কর্মী ও সুধীগণ আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বগুড়া আসার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা আসতে পারেননি। অতঃপর আমীরে জামা'আত পথিমধ্যে নাটোর শহরের মাদরাসা মোড়ের সন্নিকটে মিল্লাত মার্কেটের সামনে সকাল থেকে অপেক্ষমান নাটোর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এদিকে সাতক্ষীরা থেকে আগত নেতা-কর্মীদের বহনকারী রিজার্ভ বাস নাটোর বাইপাস মোড় থেকে আমীরে জামা'আতের গাড়ী বহরের সাথে যোগ দেয়। রাত ৮-টা ৪৫ মিনিটে তিনি নওদাপাড়ায় পৌঁছেন। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ সহ বিভিন্ন যেলা থেকে আগত আহলেহাদীছ জনতা রাস্তার দু'দিকে দাঁড়িয়ে আমীরে জামা'আতকে অভ্যর্থনা জানায়।

নওদাপাড়া পৌঁছে তিনি মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে গমণ করেন এবং এশার ছালাত আদায় করেন। অতঃপর এক অনাড়ম্বর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত হক্বপন্থী আলেম-ওলামাদের নির্যাতনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হক্বের পথ কসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ। যারাই এ পথের ধারক ও বাহক হবেন তাদের উপরই নেমে আসবে যুলম-নির্যাতন ও হাযারো বাধার পাহাড়। বিগত যুগে তাই হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং আগামীতেও আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুনিয়াতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ হচ্ছে নবীগণ। অতঃপর তাদের নিকটবর্তীগণ এবং পর্যায়ক্রমে হক্বপন্থীগণ। কাজেই আমাদের হতাশ ও নিরাশ হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে, আর আল্লাহ চেয়েছেন এই আন্দোলনকে জাগিয়ে দিতে। অতএব আল্লাহ্র ইচ্ছাই কার্যকর হয়েছে। আহলেহাদীছ জামা'আত দ্বিগুণ উৎসাহে জেগে উঠেছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত কর্মী ও সুধীদের উদ্দেশ্যে অশ্রুসজল নয়নে যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন মসজিদ ভর্তি

www.ahlehadeethbd.org

শ্রোতাদের সকলের নয়ন ছিল অশ্রুসিক্ত। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর আমীরে জামা'আতকে পেয়ে সকলের চোখে মুখে ছিল আনন্দাশ্রু। কি যুবক কি বৃদ্ধ সকলেরই যেন একই আবেগ, একই চাওয়া ও একই পাওয়া। সকলেই হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে আল্লাহ তা'আলার হুজুরে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন। আমীরে জামা'আত তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থক ও সুধীজনদের, যারা অর্থ, শ্রম, মেধা, সময় ও দো'আর মাধ্যমে তাঁর ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং সকলের জন্য অন্তরখোলা দো'আ করেন।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আমীরে জামা'আতের কনিষ্ঠপুত্র ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার হেফয বিভাগের ছাত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত কর্মী ও সুধীবৃন্দ লাইনে দাঁড়িয়ে আমীরে জামা'আতের সাথে হাত মিলানোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আমীরে জামা'আত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে এক এক করে সকলের সাথে সালাম মুসাফাহা ও কুশল বিনিময় করেন। অতঃপর মসজিদের আনুষ্ঠানিকতা শেষে তিনি দারুল ইমারতে পৌঁছেন এবং নিজ কক্ষে কিছু সময় বসেন। এ সময় তার সাথে নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাজশাহী পৌঁছার দীর্ঘ পৌনে তিন ঘণ্টা পর রাত সাড়ে এগারটায় তিনি বাসায় প্রবেশ করেন।

[আমীরে জামা'আতের মুক্তি সম্পর্কিত অবশিষ্ট রিপোর্ট আগামী সংখ্যায়]

তাবলীগী সভা

জাহানপুর, যশোর ৩১ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জাহানপুর শাখার উদ্যোগে জাহানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'তাবলীগী সভা' অনুষ্ঠিত হয়। কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম, যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আশরাফ হোসাইন, তাবলীগ সম্পাদক জনাব মুত্তালিব বিন ঈমান, 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুল আলীম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন কোমরপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আবুল কাসেম। বক্তাগণ নব্য জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সংগঠনের প্রত্যেক কর্মী ও দায়িত্বশীলকে ক্লান্তিহীনভাবে দ্বীনের পাহারাদার হিসাবে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তাবলীগী সভায় মজিদপুর, হালিমপুর, মির্জানগর, দোরমুটিয়া, কোমরপোল, নতুনমূল শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

গোবরচাকা, খুলনা ০১ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মুহাম্মাদী জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদীর, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আলী হাফেয, খান জাহান আলী থানা সভাপতি শেখ আব্দুল কুদ্দুস, নওয়াপাড়া এলাকার সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল হামীদ মাষ্টার, তেরখাদা এলাকা সভাপতি জনাব টি, আর খান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুযযাম্মিল হক্ব, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ইদরীস আলী খান, দপ্তর সম্পাদক মুনীরুযযামান খান, তেরখাদা এলাকা দায়িত্বশীল মুজিবর রহমান, মুহাম্মাদীয়া মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার আব্দুছ ছবূর।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা ও কর্মী সমাবেশ

চন্ডিপুর, যশোর ১১ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চন্ডিপুর শাখার উদ্যোগে চন্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ তোরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, চন্ডিপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুনতাজুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে চণ্ডিপুর শাখার ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি, দাখিল ও কারিগরি ভোকেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র/ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

ঢাকা ২৫ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব বংশালস্থ ঢাকা যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

www.ahlehadeethbd.org

ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সঊদী আরবের দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুতীউর রহমান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র সদস্য মাওলানা মুনীরুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও ঢাকা যেলার সোনামণি পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল আলম, অর্থ সম্পাদক জনাব ফযলুল হক্ব, দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম, অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরীফ, সহ-প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ খোবায়েব হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ।

গাবতলী, বগুড়া ২৬ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গাবতলী বাজারের উত্তর পার্শ্বস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজশাহী মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুকাররম বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সাল থেকে এদেশের বিপথগামী যুবসমাজকে নির্ভেজাল তাওহীদের মর্মমূলে জমায়েত করে সুপথে পরিচালনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ সংগঠন জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে ইনশাআল্লাহ। তিনি সকল নেতা-কর্মীকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া জোরদার করার মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা নযরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবুবকর ছিদ্দিক ও কর্ম পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ঢাকা ১১ আগষ্ট সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক জনাব এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইনকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়। নব মনোনীত দায়িত্বশীলদের মধ্য হ'তে বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ খোবায়েব হোসাইন।

মোহনপুর, রাজশাহী ১২ আগষ্ট মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার মোহনপুর এলাকার উদ্যোগে মহব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও রাজশাহী যেলা সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীন।

হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪ আগষ্ট, বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন হল সংলগ্ন মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হোসাইন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুগে যুগে ছাত্ররা যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। আহলেহাদীছের দাওয়াতকে প্রত্যেকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি ছাত্রদের থেকে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং মুহাম্মাদ যাকারিয়াকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন হল শাখা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ যাকারিয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম।

ঢাকা ১৫ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা অফিস মিলনায়তনে এক শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা

www.ahlehadeethbd.org

বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরীফ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, সর্বত্র ইসলামের নামে চলছে শিরক ও বিদ'আত, যার সর্বশেষ পরিণতি জাহান্নাম। তিনি সঠিক ইসলামের দাওয়াত সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা ১৭ আগষ্ট রবিবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা অফিস মিলনায়তনে এক শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হোসাইন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ রাজশাহীর লেকচারার ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক ও সোনামণী কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব, অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মেহেদী আরীফ প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

মনিরামপুর, যশোর ১৮ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ইত্যা শাখার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ, যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ ও মাওলানা আব্দুল মালেক, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

ঢাকা ০১ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা অফিস মিলনায়তনে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি হোসাইন মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাবেক সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'যুবসংঘ' ঢাকা যেলার প্রধান উপদেষ্টা ও ঢাকা যেলার সোনামণি পরিচালক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ, সঊদী আরব-এর দাম্মাম শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুস্তীউর রহমান, 'যুবসংঘ' ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ক ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীম, স্যার ছলিমুল্লাহ হলের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব, ঢাকা আলিয়া মাদরাসার সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ ও মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন, ঢাকা কলেজের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু ছালেহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের যুগ্ম আহ্বায়ক মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান, বাংলা কলেজ-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, তিতুমীর কলেজ-এর ছাত্র মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অর্থ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ মেহেদী আরীফ, মুহাম্মাদ আল-আমীন, মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক, মুহাম্মাদ মোখলেছুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু সাঈদ শাহীন।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১)ঃ বর্তমানে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, তারা মক্কা শরীফের সাথে মিলিয়ে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-জাফর ইকরাম
আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। 'এ মাস পাবে' অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ.

'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শা'বান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০ 'ছাওম' অধ্যায়, 'চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এই চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না বিশ্বের যেকোন প্রান্তে একজন মুমিন চাঁদ দেখলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে? যেমন আজকাল বিভিন্ন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে চাঁদ দেখা ও তা সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর জবাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষায় নিম্নরূপঃ

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَنَكْتُبُ وَلاَنَحْسُبُ، الشهرُهكذا وهكذا وهكذا وعَقَدَ الإِبْهَامَ فى الثالثة، ثم قال: الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا، يعنى تمامَ الثلاثين.

'আমরা নিরক্ষর উম্মৎ। আমরা লিখতেও জানিনা, হিসাবও জানিনা। মাস হ'ল এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয়বারে তিনি বুড়ো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করলেন। রাবী ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা তিনি প্রথমবারে ২৯ দিন ও পরের বারে ৩০ দিন বুঝালেন। অর্থাৎ চান্দ্র মাস হ'ল একবার ২৯ দিনে, একবার ৩০ দিনে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭১)*।

উপরোক্ত জবাবে এটা পরিষ্কার যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অনুরূপ কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক চোখে এক অঞ্চলের কেউ চাঁদ দেখলেই সেই অঞ্চলের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সাথে সাথে এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে যে, রামাযান কখনোই ৩০ দিনের বেশী হবে না এবং ২৯ দিনের কমে হবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَهْرَا عِيْدٍ لاَيَنْقُصَانِ: رمضانُ وذوالحجةِ 'একই বছরে দুই ঈদের মাস অর্থাৎ রামাযান ও যুলহিজ্জাহ (সাধারণতঃ) একসাথে কম হয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭২)*। অর্থাৎ একটি ২৯ দিনে হ'লে অপরটি ৩০ দিনে হয়ে থাকে। দু'টিই ২৯ দিনে হয় না।

এক্ষণে অঞ্চল বলতে কতটুক দূরত্বের অঞ্চল বুঝায়? এ বিষয়ে আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থে কুরাইব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন যে, সিরিয়ায় আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর গৃহীত ছিয়ামের তারিখ মদীনায় প্রযোজ্য নয়। কেননা ওখানে তোমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছ। আর আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'লঃ মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫৯; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২০৪৪)*। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে' *(মির'আত ৬/৪২৮ হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা)*।

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং ৭০০ মাইলের মত দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৪ মিঃ ৪০ সেকেণ্ড। সম্ভবতঃ সেকারণেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪হিঃ/ ১৯০৪-১৯৯৪ খৃঃ) বলেন, পশ্চিম দিগন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে নবচন্দ্রের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিম অঞ্চলের সকল দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে' *(মির'আত ৬/৪২৯, হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা)*। সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কা শরীফে চাঁদ দেখা গেলে পূর্ব অঞ্চলের দেশ সমূহে ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখা যাওয়া সম্ভব এবং উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এই মাইলের হিসাব সরাসরি আকাশ পথের মাইল, সড়ক পথের মাইল নয়।

উক্ত হিসাব অনুযায়ী মক্কার নিকটবর্তী ও পূর্বদিকের ৫৬০ মাইল দূরত্বের বাইরের অধিবাসীদের জন্য মক্কার চাঁদ প্রযোজ্য নয়। তারা স্ব স্ব এলাকায় চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন। পুরা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে উপরোক্ত দূরত্বের হিসাবে একই চাঁদে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা যেতে পারে। তবে ভারত বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় পূর্বের কলিকাতার চাঁদ পশ্চিমের নয়াদিল্লীতে প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের চাঁদ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। কারণ কা'বা শরীফ হ'তে ইসলামাবাদের দ্রাঘিমার দূরত্ব ৩২°৫৬ (বত্রিশ ডিগ্রী ছাপান্ন মিনিট), নয়াদিল্লীর ৩৬°৪৬, কলিকাতা ৪৮° ৯ এবং ঢাকার দূরত্ব ৫০° ১২। সময়ের পার্থক্য যথাক্রমে ইসলামাবাদে ২ ঘঃ ১১ মিঃ ৪৪ সেকেণ্ড; নয়াদিল্লীতে ২ ঘঃ ২৭ মিঃ ৪ সেঃ; কলিকাতায় ৩ ঘঃ ১২ মিঃ ৩৬ সেঃ এবং ঢাকায় ৩ ঘঃ ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড।

একই অঞ্চলের এক বা দু'জন মুমিন ব্যক্তি চাঁদ দেখলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ফলে কেউ ঢাকায় চাঁদ দেখলে আর রাজশাহীতে না দেখলে চাঁদ গণ্য করবেন না, আবার কেউ মক্কার দেখা চাঁদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বা দু'দিন আগে চাঁদ গণ্য করবেন, এগুলি ঠিক নয়। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ. 'ছাওম হ'ল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো, ঈদুল ফিৎর হ'ল যেদিন তোমরা সেটা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা তা পালন কর' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৯০৫, ৪/১১ পৃঃ)*। অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলের একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। অতএব কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন এবং কোন বাংলাদেশী যদি বিদেশে থাকেন, তাহ'লে সেদেশের মুসলমানদের সাথেই তিনি ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে কা'বা শরীফ ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ায় সেখানে চাঁদ আগে দেখা যায়। মক্কায় চাঁদ দেখার ৩ ঘঃ ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা আমরা দেখি। যদিও সরকারী হিসাবে 'প্রমাণ সময়' (Standard time) ৩ ঘণ্টা ধরা হয়। যেমন রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ পদ্মা নদীর এপার-ওপার। সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য অতি সামান্য হ'লেও সরকারী 'প্রমাণ সময়' হ'ল ৩০ মিনিট। ফলে মক্কায় যখন মাগরিবের আযান হয়, ঢাকার মুছল্লীগণ তখন এশার ছালাত আদায়ের পর রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয়, কানাডা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় তখন ফজরের সময় হয়। এদেশে যখন রাত, ঐসব দেশে তখন দিন। এদেশে যখন শবে কুদর, ঐসব দেশে তখন যোহরের ছালাতের সময়। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম, শবেকুদর ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। যাঁরা এটা করতে চান, তারা সূর্যের হিসাবে করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম উক্ত ইবাদতগুলিকে চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। অতএব মূলনীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হজ্জ, ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের হিসাব আল্লাহপাক চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর হিসাবে করেননি। যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল ঋতুতে এগুলি পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে হয়ত কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট এলাকার মুমিনদের উপরে অবিচার করা হ'ত। কেননা চান্দ্রমাস সৌরমাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার সকল বান্দার প্রতি সুবিচার করার জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলির সময়কালকে আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের দৈনন্দিন সময়কালকে সূর্যের সাথে হিসাব করা হয়েছে। অতএব চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরূম হওয়ার শামিল।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হজ্জ ও আরাফাহ মক্কা শরীফের হিসাবেই হবে এবং হাদীছে যেহেতু 'ইয়াউমু আরাফাতা' শব্দ এসেছে, সেকারণ মক্কার বাইরের মুসলমানগণ আরাফার দিনেই নফল ছিয়াম পালন করবেন।

সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯১৩-১৯৯৯খৃঃ) এবং দ্বিতীয় মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১হিঃ/ ১৯২৭-২০০১খৃঃ) উপরোক্ত মর্মে ফৎওয়া দিয়ে গেছেন। সেদেশের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ'ও একই মত পোষণ করেন *(দ্রঃ মজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৬০-১৭৯; আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর নং ৩৯৩-৩৯৪, পৃঃ ৪৫১-৪৫৪)*।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রশ্নঃ (২/৪৪২)ঃ প্রসিদ্ধ চার ইমামই কি 'রাফউল ইয়াদায়নের' হাদীছগুলোকে মানসূখ বলেছেন? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ফারূক আহমাদ
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ইমাম আবূ হানীফা ব্যতীত অন্যান্য সকল ইমাম ও জমহূর ওলামা ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করাকে সুন্নাত বলেছেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটাই সঠিক *(নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলোকে মানসূখ বলেছেন মর্মে তার নামে ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হ'লেও এটি তার নিজস্ব বক্তব্য কি-না তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়। কেননা প্রচলিত ফিক্বহ গ্রন্থ তার মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর পরে সূত্র ছাড়াই লেখা হয়েছে। যার অধিকাংশ মাসআলাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। অথচ তার দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হচ্ছে- 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে যেন সেটাই আমার মাযহাব' *(ইবনু আবেদীন, ফাতাওয়া শামী, হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯), ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযান ১/৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩)ঃ ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার পর সংবাদ পেয়ে উয়াইস কুরনী তার নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। এ কথা কি সত্য?

-মনীরুযযামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদিও সমাজে সমধিক প্রচলিত। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উয়াইস কুরনী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তাবেঈদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি 'উয়াইস'। সে ইয়ামন হ'তে মদীনায় আগমন করবে। তোমরা নিজ নিজ মাগফেরাতের জন্য তার থেকে দো'আ নিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৬০০৬, ১১/২২৬ পৃঃ, 'ইয়ামন, শাম ও উয়াইস কুরনীর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, 'ক্বারন' ইয়ামনের একটি শহরের নাম *(দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০০৩ প্রঃ ৫/৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪)ঃ যাকাত, ফিৎরা, ওশর ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে কি?

-শামসুল আলম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত, ফিৎরা, ওশর ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে, যদি তিনি ছাদাক্বার হক্বদার হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মিসকীনকে ছাদাক্বা দিলে একটি ছাদাক্বা হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। এক- ছাদাক্বা, দুই- আত্মীয়তা' *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৩৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। হক্বদার হওয়ার করণে রাসূল (ছাঃ) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাবকে ও অন্য একজন আনছারী ছাহাবীর স্ত্রীকে তাদের নিজ নিজ স্বামীকে ছাদাক্বা প্রদানের নির্দেশ দেন এবং বলেন, 'তাদের জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছেঃ (১) আত্মীয়তার পুরস্কার (২) ছাদাক্বার পুরস্কার *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫)ঃ লোকমুখে শোনা যায়, কোন পরপুরুষ মহিলাদের মাথার চুল দেখলে সেই মহিলার মৃত্যুর পর তার মাথার প্রত্যেকটি চুল বিষাক্ত সাপ হয়ে তাকে দংশন করবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হুসাইন
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে মহিলারা বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরা করলে পরকালে তাদের ভয়াবহ পরিণতি হবে বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দু'টি দল নিকৃষ্ট জাহান্নামী। যাদেরকে আমি দেখিনি। একটি হ'ল, এমন মহিলারা যারা অর্ধনগ্ন পোষাক পরিধান করে। ফলে তারা যেমন লোকদেরকে আকৃষ্ট করে তেমনি নিজেরাও আকৃষ্ট হয়। এরা কখনোও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(বুখারী, মুসলিম ২/২০৫ পৃঃ, 'মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬)ঃ দুই জন মুছল্লী জামা'আতে ছালাত আদায় করছেন। এমতাবস্থায় ৩য় জন বা তার পরে যারা আসবেন তারা কিভাবে জামা'আতে শরীক হবেন?

-মীযানুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ৩য় মুছল্লী এসে ইমামের ডান পাশের মুছল্লীকে অর্থাৎ মুক্তাদীকে পিছনে টেনে নিয়ে পৃথক কাতারে দাঁড়াবে। আর ৩য় মুছল্লী যদি ইমামের বামপাশে দাঁড়িয়ে যায় তাহ'লে ইমাম উভয়কে পিছনে সরিয়ে দিবেন কিংবা তার সুবিধা মোতাবেক পৃথক কাতার করে নিবেন। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর আমি এসে তার বামে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ডানে দাঁড় করালেন। অতঃপর জাব্বার ইবনু ছখর এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বামে দাঁড়ালেন। তখন তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরে তার পেছনে দাঁড় করালেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭ 'ছালাতে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, ইমামকে মুক্তাদী থেকে পৃথক রেখে পৃথক কাতার করার জন্য এই পদ্ধতি। তবে মুক্তাদীদের কোন কাতার পূর্ণাঙ্গ থাকলে আগত কোন মুছল্লী কাতারের মাঝ থেকে কাউকে টেনে নিয়ে দাঁড়াবে না। বরং এই অবস্থায় একাকী পিছনে দাঁড়াবে। কাতারের মধ্য হ'তে কাউকে পিছনে টেনে নিয়ে দাঁড়ানোর হাদীছটি যঈফ। জানা আবশ্যক যে, সামনের কাতার ফাঁকা থাকা অবস্থায় একাকী কোন মুছল্লী পিছনে দাঁড়ালে তার ছালাত শুদ্ধ হবে না। তাকে

www.ahlehadeethbd.org

পুনরায় ছালাত পড়তে হবে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০৫; আলোচনা দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/৩২৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭)ঃ বর্তমানে অনেক মহিলা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বের করে রাস্তায় চলাফেরা করে। এরূপ মহিলাদের কী ধরনের শাস্তি হবে?

-যিল্লুর রহমান
ষষ্টিতলা, যশোর।

উত্তরঃ পর্দা নারীর ভূষণ, সুরক্ষা এবং সামগ্রিক সফলতা। এটা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এক রক্ষণশীল ফরয বিধান। এতে অবহেলা করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনাগণ! তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, জাহেলী যুগের (নারীদের) মত সাজ-সজ্জা করে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর' *(আহযাব ৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্দা অমান্য করার পরিণতি সম্পর্কে বলেন, 'দু'টি দল নিকৃষ্ট জাহান্নামী। যাদেরকে আমি দেখিনি। এদের একটি হ'ল এমন লোক যাদের হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে যা গরুর লেজের মত। এর দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করে (অর্থাৎ সর্বদাই মানুষের উপর যুলুম করে)। অপরটি হ'ল, এমন একদল মহিলা যারা অর্ধনগ্ন পোষাক পরিধান করে। তারা যেমন লোকদের আকৃষ্ট করে, তারাও তেমনি আকৃষ্ট হয়। এদের মাথা যেন উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট চলন্ত উটের ন্যায়। তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(বুখারী, মুসলিম ২/২০৫ পৃঃ, 'মহিলাদের উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮)ঃ আমি কোরক্বানিয়া মাদরাসার শিক্ষক। ছেলে-মেয়েরা কুরআন মাজীদ সবক নেওয়ার সময় আমাকে খুশিমনে জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়ে থাকে। এরূপ উপঢৌকন নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল করীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কেউ খুশী হয়ে স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যায় *(আদাবুল মুফরাদ, বুলূগুল মারাম হা/৯২৮)*। তবে এটা যেন কখনো রেওয়াজে পরিণত না হয়। তাছাড়া ছাত্রদেরকে কুরআনের সবক দেওয়া শিক্ষকের দায়িত্বের মধ্যেই গণ্য। সেকারণ কুরআন সবকের বিনিময়ে উপঢৌকন গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯)ঃ কুরআন তেলাওয়াতে ভুল-ত্রুটি হ'লে ক্ষমা চাওয়ার জন্য পরে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ সারোয়ার
ব্রজনাথপুর, পাবনা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়তেন।

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ সুবহা-নাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা-আংতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।

অর্থঃ 'পবিত্রতাসহ আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি *(ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমা ওয়াল লায়লাহ হা/৩০৮, দ্রঃ নাসাঈ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৯৭), হা/১৩৪৩-এর টীকা দ্রঃ, পৃঃ ৩/৮১)*। উক্ত দো'আ পড়ার মাধ্যমেই আল্লাহ সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। তবে কুরআন তেলাওয়াত করার সময় কোন বিশেষ আয়াত সামনে আসলে তার ভাব অনুযায়ী হাত তুলে দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইবরাহীম ৩৬ ও মায়েদাহ ১১৮নং আয়াত পড়ে হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(মুসলিম হা/৩৪৬, ১/১১৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০)ঃ সম্প্রতি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মুক্তির উদ্দেশ্য কর্মীদের 'গণছিয়াম' রাখতে দেখা গেছে। এভাবে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-শাহজাহান
ফার্মাসিস্ট
বগুড়া জেলখানা, বগুড়া।

উত্তরঃ কারো মুক্তির উদ্দেশ্যে উক্ত পদ্ধতিতে ছিয়াম পালন করা শরী'আত সম্মত নয়। বিশেষ করে কোন দিবস নির্ধারণ করে 'গণছিয়াম' পালন করা নতুন শরী'আত প্রবর্তন করার শামিল, যা নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম তথা ইসলামের স্বর্ণযুগে এ রকম ছিয়াম পালনের কোন নযীর পাওয়া যায় না। অথচ সে যুগেও অনেক ছাহাবী নির্যাতিত হয়েছেন। এজন্য সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে- নির্যাতিত কোন মুসলিম ব্যক্তির মুক্তির জন্য ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮-১২৯০)*। সুতরাং আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে পালিত রাজনৈতিক 'গণছিয়াম' শরী'আত সম্মত নয়। তবে কোন কল্যাণের আশায় মানত করা যায়, যা পূরণ করা যরূরী। যেমন বলা যায়- অমুক ব্যক্তি ছাড়া পেলে আমি তিন দিন ছিয়াম পালন করব। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি নেকীর কাজে মানত মানলে সে যেন পূরণ করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। অনুরূপভাবে ছিয়াম অবস্থায় দো'আ কবুল হয় মনে করে কারো জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করার আশায় অনির্দিষ্টভাবে ছিয়াম পালন করতে পারে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৩২)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১)ঃ যাকাতের সম্পদ কিছু অংশ বণ্টন করে অবশিষ্ট অংশ দিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে যাকাত ফান্ড বৃদ্ধি করা যাবে কি?

-ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত ফান্ড বৃদ্ধি করার জন্য যাকাতের সম্পদ ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আল্লাহ এই সম্পদ হক্বদারদের নিকট বণ্টন করতে বলেছেন *(তওবাহ ৬০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ধনীদের নিকট হ'তে যাকাত গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২)*। বণ্টন করতে হবে এমন সম্পদ নবী করীম (ছাঃ) তিন দিনের বেশী আটকে রাখা অপসন্দ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৮৫৯)*। হক্বদারের হক্ব দিতে দেরী করাকে নবী করীম (ছাঃ) যুলুম বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৮৬৫)*। উক্ত হাদীছগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যাকাতের অর্থ যথাসময়ে হক্বদারদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তবে তা যাকাত দাতার নিকট থেকে হস্তান্তর হয়ে কোন দায়িত্বশীল বা সংস্থার নিকট জমা হওয়ার পর কারণবশত বণ্টনে বিলম্ব হ'লে অথবা বণ্টনের পর অবশিষ্ট টাকা জমা থাকলে তা হালাল পন্থায় বৃদ্ধি করা দোষনীয় নয়।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫২)ঃ যে সমস্ত ব্যবসায়ী জমি বেচা-কেনা করেন অথবা জমি কিনে প্লট আকারে বিক্রয় করেন, তাদের যাকাত নির্ধারণের পদ্ধতি কি? উক্ত সম্পত্তি কি ক্রয় মূল্য হিসাবে নির্ধারিত হবে, না কি বর্তমান বাজার মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা হবে? আর জমি আবাদী হ'লে যাকাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

-আব্দুল বারী
বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়-বিক্রয় করা হ'লে বর্তমান মূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। কারণ এগুলো ব্যবসায়ী সম্পদ *(হাইয়াতু কিবারিলা উলামা ১/৩৩৭; বুলূগুল মারাম হা/৫৯২)*। আর উক্ত জমিতে ভাড়ার জন্য বাড়ী নির্মাণ করা হ'লে শুধু ভাড়ার যাকাত দিতে হবে, যদি নিছাব পরিমাণ হয়। বাড়ীর যাকাত দিতে হবে না *(ঐ পৃঃ ৩৩৬)*। তবে আবাদ করার উদ্দেশ্য জমি ক্রয় করা হ'লে শুধু শস্যের যাকাত প্রদান করতে হবে' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৩)ঃ দাদা ও নানার পূর্বে যদি পিতা ও মাতা মারা যান তবে তাদের সম্পত্তিতে নাতি-নাতনী অংশ পাবে কি?

-মুহাম্মাদ দিদারবক্স
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় নাতি-নাতনী ওয়ারিছ সূত্রে সম্পত্তির অংশিদার হবে না। কিন্তু দাদা-দাদী অছিয়ত স্বরূপ নাতি-নাতনীকে দিতে পারে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০৭৩)*। তবে মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৪)ঃ ধূমপান করার কারণে এক ব্যক্তিকে আযান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ আলিম-ওলামা তামাক-জর্দা সেবনকারী হওয়া সত্ত্বেও সসম্মানে ইমামতি করছেন। ধূমপান ও তামাক-জর্দা সেবন করা কী ধরনের অপরাধ? দলীল সহকারে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রাজীব ছিদ্দিক্বী
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তরঃ ধূমপান, তামাক ও জর্দা সবই নেশাজাতীয় দ্রব্য। যা পরিষ্কার হারাম ও অপবিত্র। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের উপরে পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের নেশাদার দ্রব্যকে হারাম করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫২)*। অতএব কারো জন্যই নেশাদার দ্রব্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। বিশেষ করে এ জাতীয় দ্রব্য সেবনকারী কোন ব্যক্তিকে ইমাম বা মুওয়াযযিনের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫)ঃ জুম'আর দিন খুৎবা পাঠের সময় যে লাঠি হাতে নেওয়া হয় তা নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৃদ্ধাবস্থায় ব্যবহার করেছিলেন। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-আবুল কাশেম
শিকটা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বার্ধক্যের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছেন একথা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি সুন্নাতকে এড়িয়ে যাওয়ার এটি একটি মিথ্যা কৌশল মাত্র। বরং জুম'আ ফরয হওয়ার পর থেকেই তিনি হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা প্রদান করেছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৯০৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৫৬)ঃ মহিলারা একাকী ঈদের ছালাত বাড়ীতে পড়তে পারে কি?

-মানছূরুর রহমান
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঋতুবতী মহিলা সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল মহিলাকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মু আত্বিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুমারী ও পর্দানশীল মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যারা ঋতুবতী মহিলা তারা ছালাতের স্থান থেকে পৃথক থাকবে। ছালাত শেষে তারা তাকবীর, তাহলীল ও দো'আয় শরীক হবে *(বুখারী হা/৯৭৪)*। তবে কারণবশত মহিলারা ঈদগাহে যেতে না পারলে কোন পুরুষ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমামের ইমামতিতে বাড়ীতে ছালাত আদায় করতে পারে *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ১/১৩১ পৃঃ অনুচ্ছেদ-২৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৫৭)ঃ মহিলারা তারাবীহর ছালাত মহিলাদের ইমামতিতে পড়তে পারে কি?

-যীনাত রেহেনা
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলারা ফরয ও তারাবীহর ছালাত মহিলাদের ইমামতিতে আদায় করতে পারে *(আবুদাঊদ, দারাকুৎনী প্রভৃতি ইরওয়া হা/৪৯৩)*। মা আয়েশা, উম্মু সালামাহ (রাঃ) প্রমুখ মহিলাদের ইমামতি করতেন *(বায়হাক্বী ১/৪০৮, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১, ১৭৭)*। বদর যুদ্ধের সময় উম্মু ওয়ারাক্বাহ (রাঃ)-কে তার পরিবারের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য একজন মুওয়াযযিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৫৮)ঃ ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করার হুকুম কি? কখন কখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হয়?

-এনামুল হক্ব
নওয়াপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন তাকবীরে তাহরীমা দিতেন, রুকূর জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন 'রাফউল ইয়াদায়েন' করতেন। ছহীহ বুখারীতে আছে, তিনি তাশাহহুদ হ'তে ৩য় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময়ও রাফউল ইয়াদায়েন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৪)*। এ সম্পর্কে দশজন জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাহাবী সহ ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক প্রায় ৪০০ ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(সিফরুস সা'আদাত, পৃঃ ১৫)*। যে ব্যক্তি রাফউল ইয়াদায়েন করবে তার ছালাত পরিপূর্ণ হবে, আর যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করবে তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং সে এই সুন্নাতের নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত এই সুন্নাত পালন করা। কারণ এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য রয়েছে যার প্রতি তিনি আহ্বান করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৫৯)ঃ কোন ধরনের পোষাককে সুন্নাতী পোষাক বলা হয়? শার্ট, প্যান্ট, কোট, বিভিন্ন ফ্যশনের পাঞ্জাবী কোন ধরনের পোষাক?

-তাসলীমুদ্দীন
কমরগ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শরী'আতে নির্দিষ্ট কোন পোষাকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে পোষাক পরিধানের কিছু নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন- (১) পোষাক হ'তে হবে তাক্বওয়াশীল, ঢিলা-ঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ আছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। (২) পোষাক যেন অমুসলিমদের সদৃশ না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৩) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৬)*। (৪) পুরুষরা টাখনুর নীচে পোষাক পরিধান করতে পারবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪)*। (৫) কোন পুরুষ নারীদের পোষাক ও নারীরা পুরুষদের পোষাক পরিধান করতে পারবে না *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। (৬) শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায় এমন ধরনের আঁটশাঁট পোষাক পরা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬০)ঃ অনেক হিন্দু লোক দাড়ি রাখে, পাজামা-পাঞ্জাবী পরিধান করে। তারা কি ছওয়াব পাবে?

-মাহবূব আলম
ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ হিন্দুরা দাড়ি রাখলে বা অন্য কোন সৎ আমল করলেও পরকালে কোন ফল ভোগ করতে পারবে না। কারণ তাদের অন্তরে ঈমান নেই। আর ঈমান ছাড়া আল্লাহ্র নিকট কোন ইবাদত কবুল হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রাণ। এই উম্মতের মধ্যে যে আমার সম্পর্কে শুনল চাই সে ইহুদী হোক অথবা নাছারা হোক, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল কিন্তু আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনল না সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০)*। তবে অমুসলিমের কল্যাণকর কাজের বিনিময়ে সে দুনিয়াবী কল্যাণ লাভ করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬১)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তিনবার রাখা হয়। এর বিধান কি?

-হাফীযুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তরঃ লাশকে কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তিনবার রাখার যে প্রচলন আছে শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। এটা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। তবে একটানা লাশ বহন করতে অসুবিধা হ'লে বিশ্রামের জন্য রাখতে পারে।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬২)ঃ জানাযার ছালাতে কতটি কাতার হওয়া উচিত? অনেকে বলেন, কাতার বেজোড় হ'তে হবে।

-রিপন
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে নিম্নে তিনটি কাতার হওয়া ভাল। মুক্তাদী একজন হ'লে সে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে। চারজন হ'লে ইমামের পেছনে দু'জন দু'জন করে দাঁড়াবে

www.ahlehadeethbd.org

(আলবানী, আহকামুল জানায়েয, সনদ হাসান, মওকূফ, শারহুল মুনতাহা ২/৫৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৪৭ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৩)ঃ ছালাতের মধ্যে দুই সিজদার মাঝখানে কোন দো'আ পড়তে হয়? এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ দুই সিজদার মাঝখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আ পড়তেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহদিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ারযুক্বনী।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, আমার ক্ষতি পূরণ করুন, আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রূযী দান করুন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯০০)*। অন্য হাদীছে এসেছে তিনি বলতেন,

رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ.

উচ্চারণঃ 'রব্বিগফিরলী, রব্বিগফিরলী। 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১০৬৯; ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯০১)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৪)ঃ কী পরিমাণ শস্য উৎপাদন হ'লে ওশর দিতে হবে?

-শফীকুল ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিছাব পরিমাণ শস্য হ'লে তার যাকাত দিতে হবে। আর তাহ'ল ৫ ওয়াসাক্ব, যা বাংলাদেশী হিসাবে ১৮ মন ৩০ কেজি। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '৫ ওয়াসাক্বের নীচে খেজুরের যাকাত নেই' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৯)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ৫ ওয়াসাক্বের কমে খেজুর এবং শস্যে যাকাত নেই *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৬০০)*। অর্থাৎ কোন শস্য ১৯ মণ হ'লে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৫)ঃ বিধবা মহিলারা নাকফুল, কানের দুলসহ অন্যান্য অলংকার ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আব্দুর রাক্বীব
কাহালপুর, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন তথা ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে কোন অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না। তবে ইদ্দতের পর বিধবারা যে কোন সাজ-সজ্জা বা অলংকার ব্যবহার করতে পারে। চাই সে বৃদ্ধা হোক বা যুবতী হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তাদের স্ত্রীদের কর্তব্য হ'ল- চার মাস দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকা। তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে কোন পাপ নেই *(বাক্বারাহ ২৩৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে মহিলা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে তার জন্য বৈধ নয় কোন মৃতের উপর তিনদিনের বেশী শোক পালন করা। তবে স্বামীর উপর ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। অন্য বর্ণনায় আছে, উম্মু সালামা হ'তে বর্ণিত, এক মহিলা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে এবং তার চোখের সমস্যা হয়েছে। সে কি সুরমা ব্যবহার করতে পারবে? তিনি বললেন না, দুই অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই উহা ৪ মাস ১০ দিন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৩৮১ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ ২৩৪ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৬৬)ঃ একজনের ক্বিরাআত শুদ্ধ কিন্তু রাফউল ইয়াদায়েন করে না। অপরজনের ক্বিরাআত অশুদ্ধ, কিন্তু রফউল ইয়াদাইন করে। এখানে ইমামতির জন্য অধিক হক্বদার কে?

-আব্দুল কুদ্দূস
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যার ক্বিরা'আত অধিক ছহীহ তিনিই রাফ'উল ইয়াদায়েনসহ ইমামতি করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮)*। রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা হ'লে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে অমান্য করা হয় এবং ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত প্রায় চার শতাধিক ছহীহ হাদীছকে অবজ্ঞা করা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৪; সিফরুস সা'আদাত, পৃঃ ১৫)*। তাই রাফউল ইয়াদায়েন সহ বিশুদ্ধ ক্বিরাআতে ইমামতি করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৬৭)ঃ একটি পুরাতন মসজিদের সামনে কয়েকটি কবর ছিল। মসজিদের স্থান বৃদ্ধি করে কবরগুলো ভেঙ্গে ভিতরে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

- শাহীন আলম
সেনানিবাস, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না কবরগুলোকে মসজিদ হ'তে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা না হবে। জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সাবধান! তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১২-৭১৩ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর বসতে কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৬৮)ঃ 'ওমরী ক্বাযা' বা কারো প্রাথমিক জীবনের কয়েক বছরের ছেড়ে দেওয়া ছালাত পরবর্তীতে ক্বাযা করতে হবে কি?

- আব্দুল ওয়াহীদ
তাজপুর, সিলেট।

উত্তরঃ কেউ প্রাথমিক জীবনে ছালাত ছেড়ে দিলে সে যখন ছালাত আদায় শুরু করবে তখন তাকে কথিত উমরী ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ, অতীতে ইচ্ছাকৃতভাবে যে ছালাত সে ছেড়ে দিয়েছে তা যদি হাযার বারও আদায় করে তা তার জন্য কোন কাজে আসবে না। ইসলামে এ ধরনের কোন বিধান নেই। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম, 'ফায়সালা' অধ্যায়, হা/৪৪৯৩)*। বরং তার জন্য করণীয় হ'ল- আল্লাহ্র নিকটে বেশী বেশী তওবা করা, ইস্তিগফার করা এবং অধিক পরিমাণে নফল ছালাত আদায় করা। কারণ তওবা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহকে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৬৯)ঃ সরকারী চাকুরীজীবিরা চাকুরী শেষে পেনশনের যে অর্থ পান, তা ভোগ করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ পেনশনের টাকা যদি সূদমুক্ত হয় তাহ'লে তা ভোগ করতে পারে, আর যদি সূদ মিশ্রিত হয় তাহ'লে তা ভোগ করতে পারবে না। কারণ সূদ ইসলামে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ সূদখোর, এর লেখক এবং এর সাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭০)ঃ যদি মাসিক বন্ধ রেখে রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা হয় তাহ'লে ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?

-যীনাত রেহেনা
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকাই তাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ঔষধের মাধ্যমে ঋতু বন্ধ করে ছিয়াম না রেখে অন্য মাসে তা ক্বাযা আদায় করা ভাল। কেননা এভাবে ঋতু বন্ধ করার মধ্যে তার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ডাক্তারদের পরামর্শ সাপেক্ষে স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকা না থাকলে ঋতু বন্ধ করে ছিয়াম পালন করতে পারে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৫৯, মাসআলা নং ১৭৯)*।

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (11th Floor), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০, ফোন # ৭১৬১৬৯৩

রচনা প্রতিযোগিতা

সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করছে। প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে সার্টিফিকেটসহ যথাক্রমে নগদ ১৫,০০০/-, ১০,০০০/- ও ৭,০০০/- টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হবে।

গ্রুপ	গ্রুপ পরিচিতি	রচনার বিষয়	শব্দ সংখ্যা
১ম	দাখিল, এসএসসি ও কওমী মাদরাসার সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থী	ইসলামী ব্যাংকিংয়ে জমাগ্রহণ ও বিনিয়োগ প্রদানের পদ্ধতিসমূহ	৩০০০-৫০০০
২য়	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের মাদরাসা পর্যায়ের শিক্ষার্থী	কর্জে হাসানা ঃ কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান	৩০০০-৮০০০
৩য়	বয়স ও পেশা উন্মুক্ত	বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সূদের বিস্তার ও প্রতিকার ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ	৩০০০-১০০০০

নিয়মাবলী ঃ

১. রচনা A4 সাইজের কাগজের অপর পার্শ্ব খালি রেখে এক পার্শ্বে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজকৃত হতে হবে।
২. রচনা বাংলা ভাষায় হতে হবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদসহ মূল ভাষার ব্যবহার করতে হবে এবং বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে।
৩. পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার স্বত্ব সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ডে সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে বোর্ড তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করবে।
৪. প্রতিযোগী শিক্ষার্থী হলে পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা প্রতিষ্ঠান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৫. রচনার সাথে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি এবং সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা (নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্থায়ী ও বর্তমান/যোগাযোগের ঠিকানা, তারিখসহ স্বাক্ষর) প্রদান করতে হবে।
৬. রচনার সাথে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে যে, "এই রচনা লেখকের নিজস্ব। রচনাটি অন্য কোনও রচনার অবিকল নকল বা হুবহু অনুবাদ নয়।"
৭. বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত ও ফলাফলই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। দাখিলকৃত রচনা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট অফেরতযোগ্য। রচনার ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
৮. রচনা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০০৮ ঈসায়ী তারিখের মধ্যে 'সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড, ৫৫/বি পুরানা পল্টন (11th Floor), জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০' বরাবর পৌঁছাতে হবে।

- সেক্রেটারি জেনারেল

www.ahlehadeethbd.org

YEAR TABLE (11Th Vol.) বর্ষসূচী-১১ (Oct. 2007 to Sept. 2008)

(১১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৭ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয়ঃ**

১. মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর রিপোর্ট, পিটার কিং-এর মন্তব্য ও প্রথম আলোর ব্যঙ্গকার্টুন কি একই সূত্রে গাঁথা? *(অক্টোবর ২০০৭)* ২. শুধু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নয়, চাই সুবিচারের নিশ্চয়তা *(নভেম্বর ২০০৭)* ৩. ঘূর্ণিঝড় সিডরে লণ্ডভণ্ড উপকূলীয় অঞ্চল, বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি *(ডিসেম্বর ২০০৭)* ৪. বেনজিরের হত্যাকাণ্ডঃ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে পাকিস্তান *(জানুয়ারী ২০০৮)* ৫. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক বছরঃ জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি *(ফেব্রুয়ারী ২০০৮)* ৬. রক্তস্নাত ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কসোভোর স্বাধীনতা লাভ *(মার্চ ২০০৮)* ৭. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ঃ কুরআনিক বিধানের বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা *(এপ্রিল ২০০৮)* ৮. দেশে বিরাজমান খাদ্য সংকট ও কতিপয় সুপারিশ *(মে ২০০৮)* ৯. বিনা বিচারে দীর্ঘ কারাভোগঃ হারানো বছরগুলি ফিরিয়ে দেবে কে? *(জুন ২০০৮)* ১০. ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী যেকোন সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতী *(জুলাই ২০০৮)* ১১. কুয়েত-সঊদী আরব থেকে বাংলাদেশী শ্রমিক বহিষ্কারঃ অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশংকা *(আগষ্ট ২০০৮)* ১২. আমীরে জামা'আতের মুক্তি লাভ *(সেপ্টেম্বর ২০০৮)*।

*** প্রবন্ধঃ**

অক্টোবর '০৭ঃ

১. সূরা ফাতেহার তাফসীর *(শেষ কিস্তি)-মুহাম্মাদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম* ২. কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? *(১১/১,২) -মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী* ৩. শর্বিনা খতম ও কুরআনখানী *-আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম* ৪. জাল ও যঈফ হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা *-মুযাফফর বিন মুহসিন (১১/১, ২, ৩, ৪, ৫)* ৫. ছালাতে কেন মনোযোগ আসে না? *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৬. মুসলিম জাগরণঃ সফলতা লাভের মূলনীতি *-অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম (১১/১, ২, ৩, ৬)* ৭. মুসলিম নির্যাতনের পরিণাম *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৮. তাওহীদ *-আব্দুল ওয়াদূদ (১১/১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬)* ৯. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

নভেম্বর '০৭ঃ

১. মহা হিতোপদেশ (১১/২,৩,৫) *-অনুবাদঃ আবূ তাহের* ২. জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা *-মাযহারুল হান্নান*।

ডিসেম্বর '০৭ঃ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের গুরুত্ব ও ফযীলত (১১/৩,৪) *-আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম*।

জানুয়ারী '০৮ঃ

১. আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২. রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশে *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*।

ফেব্রুয়ারী '০৮ঃ

১. যাদু-টোনা ও জিন-শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্তি লাভের রূহানী চিকিৎসা-*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম*।

মার্চ '০৮ঃ

১. আধ্যাত্মিক জগতে ছালাতের গুরুত্ব *-রফীক আহমাদ* ২. হতাশা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য নয় *-মাসঊদ আহমাদ* ৩. মুসলমানদের ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*।

এপ্রিল '০৮ঃ

১. মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলার শর্তাবলী এবং খারেজী মতবাদ *-আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম (১১/৭, ৮)* ২. আমীরে জামা'আত আজও কেন কারাবন্দী! *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. নারী-পুরুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য *-অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ৪. ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব *-নূরুল ইসলাম* ৫. ইসলামী জ্ঞান প্রয়োজন কেন? *-জহুর বিন ওছমান* ৬. মুসলিম জনগণের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* ৭. ইসলাম ও উত্তরাধিকার আইন *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*।

মে '০৮ঃ

১. নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথাঃ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী-*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন* ২. ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতার চালচিত্র *-নূরুল ইসলাম (১১/৮, ৯)* ৩. প্রতারণা *-রফীক আহমাদ* ৪. ইসলাম এবং মুসলমানদের উপর স্লো পয়জনিং *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৫. 'জঙ্গি তৈরীর কারখানা' থেকে ফিরে *-সঞ্জীব চৌধুরী*।

জুন '০৮ঃ

১. গৃহে প্রবেশের আদব *-রশীদ আহমাদ (১১/৯, ১০)* ২. সচ্চরিত্রঃ মানব উন্নতির অন্যতম সোপান *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর (১১/৯, ১০)* ৩. আলপনা ও বাংলার সংস্কৃতি *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৪. সাত বছর বয়সে ছালাতের নির্দেশ দান ও তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা *-আতাউর রহমান*।

www.ahlehadeethbd.org

জুলাই '০৮ঃ

১. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার -*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* ২. আদর্শ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা -*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন* ৩. খাদ্য সংকট ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিঃ কারণ ও প্রতিকার (১১/১০.১১) -*নূরুল ইসলাম* ৪. মি'রাজ ও তার উপহার -*এইচ.এম. হাবীবুল্লাহ আল-কাসেম*।

আগস্ট '০৮ঃ

১. তাক্বওয়া অর্জন ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে ছিয়ামের ভূমিকা -*ডঃ এস.এম. আব্দুস সালাম* ২. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. ভারতীয় পানি আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ -*ডঃ তারেক শামসুর রহমান (১১/১১, ১২)* ৪. পরিবেশ ও জীবনঃ অনুকূল জলবায়ু রক্ষায় বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব -*এস.এম. শফীউযযামান* ৫. শবেবরাত - *আত-তাহরীক ডেস্ক* ৬. ইসলাম ধর্মের নামকরণ ও ইবরাহীমী আদর্শ - *রফীক আহমাদ*।

সেপ্টেম্বর '০৮ঃ

১. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম* ২. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩. যাকাত ও ছাদাক্বা - *ঐ*।

অর্থনীতির পাতাঃ

১. হালাল রূযীঃ দো'আ কবুলের শর্ত -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (জানুয়ারী '০৮)* ২. সূদঃ ইসলাম, অন্যান্য ধর্ম এবং সাহিত্যে -*ঐ, (মার্চ '০৮)* ৩. সূদের অভিশাপঃ পরিত্রাণের উপায় -*ঐ, (মে '০৮)* ৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমামদের ভূমিকা -*ঐ*, (জুন '০৮)। ৫. যাকাতঃ মূলনীতি ও প্রেক্ষাপট *(সেপ্টেম্বর '০৮)*।

সাময়িক প্রসঙ্গঃ

১. কেবল দুর্নীতির উচ্ছেদ নয়, প্রয়োজন সুনীতির প্রসার - *হাসান ফেরদৌস (নভেম্বর '০৭)* ২. ৯/১১-এর ডামাডোলে ন্যাটোর চুক্তি ১৯৯৯ 'র লক্ষ্য পূরণঃ ভয়াবহ হুমকির মুখে মুসলিম বিশ্ব -*শাহীনুর রহমান* (ফেব্রুয়ারী '০৮)।

মনীষী চরিতঃ

১. আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) - *মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* (ফেব্রুয়ারী '০৮)।

নবীনদের পাতাঃ

১. ইসলামে পানাহারের বৈশিষ্ট্য -*হাফেয মুকাররম (১১/৯, ১০, ১১)*।

হাদীছের গল্পঃ

১. মানবতার দরদী বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ) -*মুহাম্মাদ রূহুল আমীন (জুলাই '০৮)*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ

১. সৎসঙ্গে স্বর্গবাস -*ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস* (অক্টোবর '০৭) ২. মানুষের মধ্যে সময় আবর্তিত হয় -*মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার* (ডিসেম্বর '০৭) ৩. অজানা -*মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন* (এপ্রিল '০৮) ৪. কপাল গাড়ীর চাকা -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (মে '০৮)*।

চিকিৎসা জগতঃ

১. ক্যান্সার সম্পর্কে কিছু কথা *(নভেম্বর '০৭)* ২. (ক) আর্সেনিক দূষণ ও এর প্রভাব (খ) স্বাস্থ্য সুরক্ষায় লেবু *(জানুয়ারী '০৮)* ৩. গলগণ্ডঃ কারণ ও চিকিৎসা *(মার্চ '০৮)* ৪. এলার্জিজনিত রোগ ও চিকিৎসা *(এপ্রিল '০৮)* ৫. (ক) ক্যান্সারবিরোধী খাদ্য (খ) তুঁতপাতা ডায়াবেটিস কমায় *(মে '০৮)* ৬. (ক) পুদিনার ঔষধিগুণ (খ) নীরব ঘাতক 'হেপাটাইটিস বি' ভাইরাস *(জুন '০৮)* ৭. চুলের যত্নে হারবাল *(আগস্ট '০৮)*।

ক্ষেত-খামারঃ

১. (ক) সবজির সমন্বিত বালাই দমন (খ) টমেটো গাছের পরিচর্যা *(নভেম্বর'০৭)* ২. (ক) আমের গুটি ঝরা (খ) ক্ষতিকারক পোকা *(ফেব্রুয়ারী '০৮)* ৩. বার্ড ফ্লুঃ আমাদের করণীয় *(মার্চ '০৮)* ৪. ইউরিয়া সারের বিকল্প হ'তে পারে অ্যাজোলা *(এপ্রিল '০৮)* ৫. গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন *(মে '০৮)* ৬. উপকারী ভেষজ বৃক্ষ মেহগনি *(জুন '০৮)* ৭. গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ *(জুলাই '০৮)* ৮. ফল সমৃদ্ধিতে বহুস্তর বাগানের ভূমিকা *(আগস্ট '০৮)*।

মহিলাদের পাতাঃ

১. সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতাঃ বিলুপ্তপ্রায় দু'টি ছিফাত -*শরীফা বিনতু আব্দুল মতীন (নভেম্বর-ডিসেম্বর'০৭)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি, ২. প্রবন্ধ ৪৭টি, ৩. মনীষী চরিত ১টি, ৪. অর্থনীতির পাতা ৫টি, ৫. সাময়িক প্রসঙ্গ ২টি, ৬. নবীনদের পাতা ১টি, ৭. হাদীছের গল্প ১টি, ৮. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪টি, ৯. চিকিৎসা জগৎ ১০টি, ১০. কবিতা ৪২টি, ১১. মহিলাদের পাতা ১টি, ১২. ক্ষেত-খামার ১০টি, ১৩. প্রশ্নোত্তর ৪৭০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্ন	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর '০৭ (১১/১)	প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হ'লে কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ মানা হবে?	(১/১)
,,	মৃত আপন বোন এবং ফুফাতো বোনকে কাফন পরানোর পর দেখা যাবে কি?	(২/২)
,,	'ওশর' শব্দের অর্থ কি? ধান, গম, যব এবং তরি-তরকারির ওশর কিভাবে আদায় করতে হবে?	(৩/৩)
,,	রূহ জগতে যে সমস্ত রূহ-এর সাথে পরস্পরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, দুনিয়াতেও কি ঐ সমস্ত রূহের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে?	(৪/৪)
,,	মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত খারাপ কাজ করেছিল তা প্রকাশ করলে গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(৫/৫)
,,	যেসকল ভিক্ষুক নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ভিক্ষাবৃত্তি করে, তাদেরকে ভিক্ষা দেওয়া যাবে কি?	(৬/৬)
,,	ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন ফেরেশতাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার নাম কি?	(৭/৭)
,,	জার্মানির জঙ্গলে সারিবদ্ধ গাছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', তুরস্কে মৌমাছির চাকে এবং লেবাননে মাছের পেটে 'আল্লাহ' লেখা পাওয়া গেছে। এগুলি কি সত্য?	(৮/৮)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর পূর্বে ক্বিবলা পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।	(৯/৯)
,,	কোন ব্যক্তি অমুক কাজ করব না বলে শপথ করার পর যদি সে ঐ কাজ করে ফেলে তাহ'লে তার করণীয় কী?	(১০/১০)
,,	শিংগা লাগানো চিকিৎসার সর্বোত্তম মাধ্যম কি?	(১১/১১)
,,	ওযূর পর দো'আ পড়তে হয়। কিন্তু তায়াম্মুম করলে দো'আ পড়তে হয় কি?	(১২/১২)
,,	কোন এক যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পায়ে তীরবিদ্ধ হ'লে তা বের করা যাচ্ছিল না। কিন্তু ছালাত অবস্থায় তাঁর সাথীরা তাঁর পা থেকে উক্ত তীর খুলে নেয়ার সময়ে প্রায় এক পোয়া গোশত উঠে আসলেও তিনি অনুভব করতে পারেননি। এ ঘটনা কি সত্য?	(১৩/১৩)
,,	ফজরের ছালাত ছেড়ে দিলে চেহারার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়, যোহরের ছালাত ছেড়ে দিলে রিযিকের বরকত কমে যায়, আছরের ছালাত ছেড়ে দিলে শারীরিক শক্তি কমে যায়, মাগরিবের ছালাত ছেড়ে দিলে সন্তানাদি তার কোন উপকারে আসে না এবং এশার ছালাত ছেড়ে দিলে নিদ্রায় তৃপ্তি আসে না। এসব কি সত্য?	(১৪/১৪)
,,	টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করলে এবং নবীর নামে মিথ্যা হাদীছ ছড়ালে যেমন সরাসরি জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে, এরূপ আর কোন পাপ আছে কি যার পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম?	(১৫/১৫)
,,	'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' কি শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে?	(১৬/১৬)
,,	কবরের নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করলে কবরের আযাব মাফ হয় কি? উক্ত সূরা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি?	(১৭/১৭)
,,	নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সূরা ইয়াসীন মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে তেলাওয়াত করলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হবে এবং যে ব্যক্তি উক্ত সূরা পড়ে ঘুমাবে সকালে সে নিষ্পাপ হয়ে উঠবে'। উক্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ?	(১৮/১৮)
,,	অন্য মুছল্লী থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তি ইক্বামত দিয়ে ইমামতি করতে পারবেন কি?	(১৯/১৯)
,,	জামা বা পাঞ্জাবীর পকেটে বিড়ি, সিগারেট বা অন্য কোন অবৈধ বস্তু নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২০/২০)
,,	বাবরী চুল রাখা কোন নবীর আমল হ'তে চালু হয়? এ চুল রাখার ব্যাপারে বয়সের কোন সীমা আছে কি?	(২১/২১)
,,	সমিতিতে মাসিক হারে চাঁদা দিয়ে ৫ বছরে মুনাফা ও মূল টাকা সহ লক্ষাধিক টাকা জমা হ'লে এ টাকার যাকাত দিতে হবে কি?	(২২/২২)
,,	হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ। কিন্তু অনেকে বলে থাকেন যে, আল্লাহ! তুমি অমুকের হায়াত বৃদ্ধি করে দাও। তাহ'লে কি হায়াত কম-বেশী হয়?	(২৩/২৩)
,,	তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠে কোন দো'আ পড়তে হবে কি?	(২৪/২৪)
,,	সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?	(২৫/২৫)
,,	দাড়ি রাখা ফরয না সুন্নাত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৬/২৬)
,,	স্ত্রীর নামের সাথে স্বামীর নাম সংযোজন করা যাবে কি?	(২৭/২৭)
,,	'সুপারি' খাওয়া কি হারাম?	(২৮/২৮)
,,	একটা দাড়ির সাথে কি ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকে? দাড়ি রাখার নিয়ম কখন থেকে চালু হয়?	(২৯/২৯)
,,	ইমাম ডানে সালাম ফিরানোর পর 'মাসবূক্ব' তার অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে পারবে কি?	(৩০/৩০)
,,	মহিলাদের ঋতু কখন থেকে শুরু হয়েছে?	(৩১/৩১)
,,	ইমাম ক্বিরাআতে বারবার ভুল করে অন্য সূরা পড়ে ছালাত শেষ করলে সহো সিজদা দিতে হবে কি?	(৩২/৩২)
,,	হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে মানুষের জীবন-যাপনে বিঘ্ন ঘটানো কি জায়েয?	(৩৩/৩৩)
,,	যে কোন একটি ইসলামী সংগঠন করলেই কি যথেষ্ট হবে? এজন্য কোন শর্ত আছে কি?	(৩৪/৩৪)
,,	'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে'। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৫/৩৫)
,,	'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৬/৩৬)
,,	জনাযা ছালাতের পূর্বে বৃষ্টি নামলে মসজিদের ভিতরে জানাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৭/৩৭)
,,	হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু আনা যাবে কি?	(৩৮/৩৮)
,,	নিকটতম আত্মীয়দের দান করার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/৩৯)

www.ahlehadeethbd.org

,,	'আলেমদের মতভেদ এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ'। উক্ত কথা কি সত্য?	(৪০/৪০)
নভেম্বর '০৭ (১১/২)	মুসাফির অবস্থায় ছিয়াম রাখা যাবে কি?	(১/৪১)
,,	জুম'আর দিনে বা রাতে কেউ মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করা হবে কি?	(২/৪২)
,,	মুসাফির অবস্থায় শুধু ফরয ছালাত পড়তে হবে, নাকি সুন্নাত, নফল সবই পড়তে হবে?	(৩/৪৩)
,,	জামা-প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৪/৪৪)
,,	আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) এক ওযূতে ৪০ দিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। তিনি মায়ের পেটে থাকতেই ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। একথাগুলি কি সত্য?	(৫/৪৫)
,,	একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর বা আছরের ছালাত ভুলে ৪ রাক'আতের স্থলে ৫ রাক'আত পড়ে ফেলেন। ছালাত শেষে জানতে পেরে সিজদায়ে সহোর মাধ্যমে সংশোধন করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে, এমতাবস্থায় ৪র্থ রাক'আতে না বসলে ছালাত শুদ্ধ হবে না। কোনটি সঠিক?	(৬/৪৬)
,,	মুসলিম ব্যক্তি হিন্দুর বাড়ীতে কাজের বিনিময়ে মজুরি নিতে এবং খাওয়া-দাওয়া করতে পারে কি? তাদের মন্দির মেরামত করে দিলে পাপ হবে কি?	(৭/৪৭)
,,	অমুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে সালাম-মুছাফাহার নিয়ম কি?	(৮/৪৮)
,,	ঈদগাহকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত করা যাবে কি? কুরবানীর পশু কেনার পর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু ক্রয় করা যাবে কি?	(৯/৪৯)
,,	জনৈক ব্যক্তি পাঁচ-সাত বছর ধরে কোন ছালাত আদায় করে না। এমনকি ঈদের ছালাতও পড়ে না। ছোট একটা মুদি দোকানে দিন-রাত শুধু টেলিভিশন, সি.ডি দেখে সময় কাটায়। ছালাতের কথা বললে নীরব থাকে। এমতাবস্থায় তার দোকান থেকে কেনাকাটা করা যাবে কি? তার ব্যাপারে ছালাতের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে কি?	(১০/৫০)
,,	'ইয়াওমু আরাফা'র ছিয়ামের ফযীলত কী? চন্দ্র মাসের কত তারিখে উক্ত ছিয়াম রাখতে হয়? এটা আমাদের দেশে চন্দ্রোদয়ের হিসাবে রাখতে হবে, না আরব দেশের চন্দ্রোদয়ের হিসাবে রাখতে হবে?	(১১/৫১)
,,	বিদেশী ষাঁড়ের শুক্রবীজ সংগ্রহ করে গাভী প্রজনন ঘটানো বৈধ হবে কি?	(১২/৫২)
,,	মহিলারা জানাযার ছালাতে এবং কবরে মাটি দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?	(১৩/৫৩)
,,	একই সময়ে একাধিক মসজিদের আযান শুনা গেলে সব আযানের উত্তর দিতে হবে কি?	(১৪/৫৪)
,,	জ্বর আসলে আরোগ্য লাভের জন্য ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করা যাবে কি?	(১৫/৫৫)
,,	পবিত্র কুরআন বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে পড়া যাবে কি?	(১৬/৫৬)
,,	যেনা কত প্রকার ও কি কি?	(১৭/৫৭)
,,	মহিলারা যদি তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করে তাহ'লে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে কি?	(১৮/৫৮)
,,	অনেকে বলে, অমুক ব্যক্তি ভাল চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখালে বেঁচে থাকত। এরূপ বলা কি ঠিক?	(১৯/৫৯)
,,	আমরা জানি যে, কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বৈধ নয়। কিন্তু জনৈক শিক্ষক বললেন, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দাঁড়ানো যায়। এ কথা কি ঠিক?	(২০/৬০)
,,	জন্মের সময় প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় কি?	(২১/৬১)
,,	জনৈক বক্তা বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করে এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে বাড়ী ফিরে যায় তাহ'লে তার প্রতি আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(২২/৬২)
,,	বিক্রি বেশী হবে এ আশায় দোকানে টিভি রেখে মানুষকে অশ্লীল ছবি দেখানো কি জায়েয?	(২৩/৬৩)
,,	আমাদের দোকানে ওযনে কম দেওয়ার কাজটি আমার আব্বা আমাকে দিয়ে করান। এই অসৎ নির্দেশ পালন করা কি ঠিক?	(২৪/৬৪)
,,	কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত কি না খেয়ে থাকতে হয়?	(২৫/৬৫)
,,	মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য লোকজনের দ্বারা কবর যিয়ারত করিয়ে নিয়ে অতঃপর গরু যবাই করে খাওয়ানো যাবে কি?	(২৬/৬৬)
,,	শরী'আতে কোন প্রকার বাজনা জায়েয আছে কি?	(২৭/৬৭)
,,	অনেক বিবাহিত লোক বিদেশে চাকুরী করতে গিয়ে ৫/৬ বছর কাটিয়ে দেয়। স্ত্রী থেকে এতদিন বিচ্ছিন্ন থাকা কি শরী'আত সম্মত?	(২৮/৬৮)
,,	একই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা ইখলাছ পড়ে আবার অন্য সূরা পড়া যাবে কি?	(২৯/৬৯)
,,	হাদীছে আছে ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তাহ'লে কি প্রকাশ্যে দান করা যাবে না? কেউ দান করলে তাকে 'মারহাবা' দেওয়া যাবে কি?	(৩০/৭০)
,,	জনেকে ধর্মীয় আত্মীয় করে থাকে। এ ধরনের আত্মীয় সম্পর্ক করা যাবে কি?	(৩১/৭১)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন কি?	(৩২/৭২)
,,	ওয়াক্বফকৃত সম্পদ ওয়াক্বফকারীরা ভোগ করতে পারে কি?	(৩৩/৭৩)
,,	পালকপুত্রের বিবাহের সময় মূল পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে, না পালক পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে?	(৩৪/৭৪)
,,	কোন সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা ও পুত্র উভয়ে মৃত্যুবরণ করলে এবং কে আগে মৃত্যুবরণ করেছে সেটা শনাক্ত করা সম্ভব না হ'লে তাদের সম্পদ কিভাবে বণ্টিত হবে?	(৩৫/৭৫)
,,	বিভিন্ন নবী-রাসূলের জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, প্রায় নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত। এ কথা কি ঠিক?	(৩৬/৭৬)
,,	চেয়ার-টেবিলে খাওয়া যাবে কি?	(৩৭/৭৭)
,,	যাকাত, ওশর, ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মসজিদের জায়নামায ক্রয়, মেরামত ও সংস্কার এবং ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?	(৩৮/৭৮)

www.ahlehadeethbd.org

,,	ছাদাক্বাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়ার টাকা একত্রিত করে কতদিনের মধ্যে বণ্টন করতে হবে? কুরআনে উল্লিখিত আটটি খাত বাংলাদেশে আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে বণ্টনের পদ্ধতি কি হবে?	(৩৯/৭৯)
,,	কুরবানীর গোশত বণ্টন পদ্ধতি কি? সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? কুরবানী কারা করবে?	(৪০/৮০)
ডিসেম্বর '০৭ (১১/৩)	বহুকাল থেকে আমাদের এলাকায় ভাগে কুরবানী প্রচলিত আছে। এভাবে ভাগে কুরবানী করা কি জায়েয?	(১/৮১)
,,	জনৈক ব্যক্তি আযানের বাক্য বলার সময় কানে আঙ্গুল ঢুকায় আর বাক্য বলা শেষ হ'লে আঙ্গুল বের করে। শেষ পর্যন্ত এমনটি করতে থাকে। এভাবে আযান দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(২/৮২)
,,	জুম'আর খুৎবা প্রদানের মিম্বর কিসের হবে এবং কোন জায়গায় রেখে খুৎবা দিতে হবে?	(৩/৮৩)
,,	মাসিক মদীনার আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর '০৭ সংখ্যায় ঈদায়নের ৬ তাকবীর, তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত, ছালাতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আহকাম এবং পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের ১৮টি পার্থক্য সম্পর্কে প্রদত্ত উত্তর কি সঠিক?	(৪/৮৪)
,,	বদলি হজ্জ যার পক্ষ থেকে করা হয় সে এবং যিনি বদলি হজ্জ করে দেন তিনি কী পরিমাণ নেকী পাবেন?	(৫/৮৫)
,,	একই পরিবারের পক্ষ থেকে একজন কুরবানী করলে চলবে, না সামর্থ্যবান সকল সদস্যকে কুরবানী করতে হবে?	(৬/৮৬)
,,	কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি?	(৭/৮৭)
,,	জানাযার ছালাত শেষে মৃতদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তিনবার রাখার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(৮/৮৮)
,,	ঈদের ছালাতে তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে পুনরায় তাকবীর বলা ও 'সিজদায়ে সহো' দিতে হবে কি?	(৯/৮৯)
,,	যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সমস্ত প্রাণীর মলমূত্র কাপড়ে লাগলে ছালাত হবে কি?	(১০/৯০)
,,	ইসলামী শরী'আতে কালেমার সংখ্যা কতটি ও কি কি?	(১১/৯১)
,,	মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়ে এলেন। কিন্তু জুম'আর ছালাত কখন ফরয হ'ল?	(১২/৯২)
,,	ওযূ করা অবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হ'লে পুনরায় কি ওযূ করতে হবে?	(১৩/৯৩)
,,	কোন মহিলা খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে সে কতদিন ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে?	(১৪/৯৪)
,,	তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত কতদিন? কতদিন পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে? একজন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামীর জন্য অন্যত্র বিবাহের কোন সময়সীমা আছে কি?	(১৫/৯৫)
,,	খালি পায়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৬/৯৬)
,,	নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' আদায় করা যাবে কি?	(১৭/৯৭)
,,	মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, হিংসাকারী ও আত্মীয়তা ছিন্নকারীর গোনাহ রামাযান মাসে মাফ করা হয় কি?	(১৮/৯৮)
,,	হারূত ও মারূত ফেরিশতাদ্বয়কে কেন এবং কিসের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন?	(১৯/৯৯)
,,	'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা স্কুল-কলেজে পড়ুয়া গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া যাবে কি?	(২০/১০০)
,,	মীযান ও পুলসিরাত বলতে কিছু থাকলে এবং এদের কোন একটির দ্বারাই জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে থাকলে বিচারক হিসাবে আল্লাহর বিচার করা এবং ডান হাতে, বাম হাতে বা আমলনামা দেওয়ার কারণ কি?	(২১/১০১)
,,	ফজরের ছালাতে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম' বলা যাবে কি?	(২২/১০২)
,,	মসজিদে ব্যবস্থা না থাকায় কোন মহিলা বাড়িতে ই'তিক্বাফ করলে জায়েয হবে কি?	(২৩/১০৩)
,,	হায়েয অবস্থায় তাসবীহ-তাহলীল করা যাবে কি?	(২৪/১০৪)
,,	কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। এ সময়ে জন্ম নেওয়া শিশুর ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হ'লে করণীয় কি?	(২৫/১০৫)
,,	একটি সৎ কাজের নিয়ত করলে একটি নেকী হয় এবং তা বাস্তবায়ন করলে ১০ থেকে ৭০০টি নেকী পাওয়া যায়। প্রশ্ন হ'ল, খারাপ কাজের নিয়ত করলে এবং তা বাস্তবায়ন করলে কী পরিমাণ পাপ হবে?	(২৬/১০৬)
,,	ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির হিসাব শুরু হবে? এ দিন সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-এর হিসাব শুরু হবে কি?	(২৭/১০৭)
,,	সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এবং সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতে 'আরবাব' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? মানুষ কিভাবে মানুষকে রব বানিয়ে নেয়? ফিরআউন নিজেকে 'বড় রব' বলে কি বুঝাতে চেয়েছিল?	(২৮/১০৮)
,,	জনৈক ইমাম ছাহেব খুৎবায় বলেন, মানুষের জন্ম ৫ বার এবং মৃত্যু চারবার। একথা কতটুকু সত্য?	(২৯/১০৯)
,,	টুপি ছাড়া ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(৩০/১১০)
,,	জীবনে যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর নাম নিয়েছে সে জান্নাতে যাবে। এই প্রচলিত কথাটি কি সত্য?	(৩১/১১১)
,,	কোন ব্যক্তি মোহর বাকি রেখে বিবাহ করলে এবং মোহর পরিশোধের পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে ঐ মোহরের টাকা কাকে প্রদান করতে হবে?	(৩২/১১২)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনবার সিনা চাক করা হয়েছিল কি?	(৩৩/১১৩)
,,	প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়া ও কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ?	(৩৪/১১৪)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তাজ মাথায় দিতেন? তাজ ব্যবহার করা কি অনারব বা আজমী লোকদের জন্য নিষিদ্ধ?	(৩৫/১১৫)
,,	তাশাহহুদের বৈঠকে আংগুল দ্বারা ইশারা করে কি দেখান হয়? এর উপকারিতা কি?	(৩৬/১১৬)
,,	কবরে খেজুরের ডাল পোঁতার কারণ কি?	(৩৭/১১৭)
,,	ফাতিমা (রাঃ)-এর কবর খনন করার সময় বলা হয়েছিল, হে কবর তোমার মধ্যে রাখা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মেয়ে, আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং হাসান-হুসাইনের মাতা ফাতিমা (রাঃ)-কে। তার সাথে বেআদবী কর না। কবর বলল, আমি কাউকে চিনি না। আমল ভাল না হ'লে কেউ আমার নিকট পরিত্রাণ পাবে না। এ ঘটনা কি সত্য?	(৩৮/১১৮)
,,	জনৈক বক্তা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদি এবং পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন। অতএব আপনারাও এ ধরনের আংটি ব্যবহার করুন। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। উক্ত বক্তার বক্তব্যটি কি সঠিক?	(৩৯/১১৯)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

,,	ছালাতের মধ্যে বাইরের বিভিন্ন কথা মনে হ'লে করণীয় কি?	(৪০/১২০)
জানুয়ারী '০৮ (১১/৪)	তাহাজ্জুদের ছালাত কত রাক'আত। এই ছালাত আদায়ের জন্য বিশেষ কোন সূরা আছে কি?	(১/১২১)
,,	মাথায় পাগড়ি পরিধান করা কি সুন্নাত?	(২/১২২)
,,	গৃহবধূরা দেবর বা ভাশুরের সাথে পর্দাহীন কথাবার্তা বলতে পারে কি?	(৩/১২৩)
,,	সূরা নাহলের ৯৭ নং আয়াতে 'হায়াতুন ত্বাইয়িবাহ' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?	(৪/১২৪)
,,	কুকুর পোষা এবং পোষা কুকুর বাড়ীতে রাখা যায় কি?	(৫/১২৫)
,,	হজ্জে যাওয়ার জন্য দুই লক্ষ টাকা জমা রাখা হ'লে এবং যাওয়ার পূর্বে এক বছর পূর্ণ হ'লে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?	(৬/১২৬)
,,	প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ের পসন্দ নয় এমন ছেলে বা মেয়ের সাথে তাদের পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক বিবাহ দিতে পারে কি?	(৭/১২৭)
,,	মরা চাউলের ভাত খাওয়া মাকরূহ এবং এরূপ সাতটি ভাত খাওয়া হারাম। এর কোন ভিত্তি আছে কি?	(৮/১২৮)
,,	মেয়েদের ভ্রুর চুল উঠিয়ে সরু করা এবং চুল কেটে ছোট করা যাবে কি?	(৯/১২৯)
,,	জানাযার ছালাতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাতে হবে কি?	(১০/১৩০)
,,	একজন জুম'আর খুৎবা দেওয়া এবং অন্য আরেকজন ছালাত আদায় করানো কি সুন্নাত সম্মত?	(১১/১৩১)
,,	ইমাম মাহদী কিভাবে পৃথিবীতে আসবেন? তাঁর চরিত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্রের হুবহু মিল থাকবে কি?	(১২/১৩২)
,,	আযানের সময় 'আল্লাহু আকবার' শব্দগুলি মিলিয়ে পড়তে হবে, না আলাদাভাবে পড়তে হবে? মিলিয়ে পড়তে গিয়ে কেউ 'রা' এর উপর 'যবর' দিয়ে বলে আবার কেউ 'পেশ' দিয়ে বলে। কোন্‌টি সঠিক?	(১৩/১৩৩)
,,	শারঈ বিধান মতে মসজিদে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কয়টি দরজা রাখা যায় এবং কোন দিকে দরজা রাখতে হয়?	(১৪/১৩৪)
,,	প্রথম ও দ্বিতীয় খুৎবা শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা যাবে কি?	(১৫/১৩৫)
,,	কাফেররা হাঁচি দিলে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা যাবে কি?	(১৬/১৩৬)
,,	জেনে-শুনে হারাম উপার্জনকারীর বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?	(১৭/১৩৭)
,,	আমার পিতা হারাম খাচ্ছেন। জেনে শুনে আমার পক্ষে ঐ হারাম খাওয়া জায়েয হবে কি?	(১৮/১৩৮)
,,	'মীলাদে মোস্তফা' নামক বইয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন মর্মে সূরা জিনের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতের দলীল দেয়া হয়েছে। আসলেই কী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন?	(১৯/১৩৯)
,,	চতুষ্পদ প্রাণীর নাম রাখা যায় কি?	(২০/১৪০)
,,	মানুষের মৃত্যু কখন হবে তা ফেরেশতারা জানেন কি?	(২১/১৪১)
,,	অবৈধ মিলনের মাধ্যমে কোন মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে দেওয়া হ'লে উক্ত সন্তান কি বৈধ হবে?	(২২/১৪২)
,,	জনৈক ব্যক্তি একটি গরু কুরবানী করার জন্য নিয়ত করে। কিন্তু হঠাৎ করে গরুটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় যবেহ করে অল্প দামে গোশত বিক্রি করে। এখন ঐ টাকায় অন্য গরু কেনাও সম্ভব নয়। তাহ'লে ঐ টাকায় ছাগল কিনে কুরবানী করা যাবে কি?	(২৩/১৪৩)
,,	আমি একজন ফটোগ্রাফী ও ভিডিওগ্রাফী সাংবাদিক। তাই অনেক সময় ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরায় ছবি কিংবা ঘটনার আলোকচিত্র তুলতে হয়। তা পকেটে নিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(২৪/১৪৪)
,,	কোন হক্কানী আলেম বা পীর কোন এলাকায় গেলে ৪০ দিন ঐ এলাকায় কবরের আযাব বন্ধ থাকে কি?	(২৫/১৪৫)
,,	লায়লাতুল ক্বদরের লক্ষণ কী কী?	(২৬/১৪৬)
,,	ত্যাজ্যপুত্র করা কি জায়েয?	(২৭/১৪৭)
,,	যে ব্যক্তির সব সময় পেশাব পড়তে থাকে তার ইমামতি করা ঠিক হবে কি?	(২৮/১৪৮)
,,	নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যাকাত ও ওশর না দিয়ে সেই অর্থ দিয়ে মুছল্লীদেরকে ইফতার করালে তার ইফতারী গ্রহণ করা যাবে কি?	(২৯/১৪৯)
,,	মসজিদে ক্বিবলার দিকে পা রেখে বসা বা শয়ন করা যাবে কি?	(৩০/১৫০)
,,	আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করতে কতদিন সময় লেগেছিল? তাঁরা কতদিন জান্নাতে ছিলেন, দুনিয়াতে কোন স্থানে তাঁদের অবতরণ করানো হয়েছিল, তাঁরা কত বছর জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কে আগে মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কি ১২০ হাত লম্বা ছিলেন এবং তাঁদের উপর ছালাত ফরয ছিল কি?	(৩১/১৫১)
,,	বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি কি?	(৩২/১৫২)
,,	রুকূ থেকে উঠার দো'আ সরবে পড়া কি ঠিক?	(৩৩/১৫৩)
✓	আমি এক বছর আগে আমার স্ত্রীকে কাযীর মাধ্যমে এক বৈঠকে তিন ত্বালাক দিয়ে চেয়ারম্যানকে সাক্ষী রেখে যাবতীয় পাওনা ও মোহরানা পরিশোধ করে দিয়েছি। বর্তমানে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছুক। আমি কি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারব?	(৩৪/১৫৪)
,,	'দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ' উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৩৫/১৫৫)
,,	'যে ব্যক্তি আলেমের তাক্বলীদ করবে সে নিরাপদে আল্লাহর নিকট মিলিত হবে'। কথাটি ঠিক?	(৩৬/১৫৬)
,,	আমাদের এলাকার কতিপয় লোক ধান কাটার ২/৩ মাস পূর্বেই মণ প্রতি ১৫০ টাকা দর ধার্য করে তা ক্রয় করে নেয়। এভাবে ধান কাটার পূর্বে অল্প মূল্যে ক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৭/১৫৭)
,,	'মুরাক্বাবা' কি? এটি কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি 'মুরাক্বাবা' করেছেন?	(৩৮/১৫৮)

www.ahlehadeethbd.org

,, 'ছালাত, ছিয়াম ও যিকিরকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার উপরে ৭০০ গুণ নেকী বৃদ্ধি করা হয়'। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় টাকা প্রেরণ করল এবং নিজে বাড়ীতে অবস্থান করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭০০ দিরহামের নেকি পেল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করল এবং তার পথে খরচ করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭ লক্ষ নেকী পেল'। উক্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ? উক্ত দু'টি হাদীছ দ্বারা প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা যেকোন সৎ আমলের নেকী গুণ করে (৭০০×৭,০০০০০) ৪৯,০০০০০০০ (উনপঞ্চাশ কোটি) বলে প্রচার করে। উক্ত ফযীলতের হিসাবের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। (৩৯/১৫৯)

,, 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে তার কথায় জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ? (৪০/১৬০)

ফেব্রুয়ারী '০৮ (১১/৫) ইবরাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করার জন্য ব্যাঙ অগ্নিকুণ্ডে পেশাব করেছিল। তাই ব্যাঙের পেশাব পবিত্র। আর ঝাউগাছ তাকে পোড়ানোর জন্য সম্মত হয়েছিল। তাই ঝাউগাছ ব্যবহার করা ঠিক নয়। উক্ত ঘটনা কি সত্য? (১/১৬১)

,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যাদের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। (১) বয়স্ক যেনাকারী (২) মিথ্যুক শাসক (৩) অহংকারী দরিদ্র। অহংকারী দরিদ্র বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? (২/১৬২)

,, বাদ মাগরিব ২০ রাক'আত বা ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করার কোন ছহীহ দলীল আছে কি? (৩/১৬৩)

,, ছালাতের মধ্যে শরীরের কোন অঙ্গের জোড়া ফোটানো যাবে কি? (৪/১৬৪)

,, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কি হাদীছ সম্মত? যে দিনে বা বারে গোলায় ধান তোলা হয় সেই বারে নামানো যায় না। বৃহস্পতি ও রবিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ। ঘর ঝাড়ু দিয়ে সেই ময়লা বাহিরে ফেলা নিষেধ। দরজায় বসে ভাত খাওয়া, বৈশাখ ও ভাদ্র মাসে বাড়ির বৌকে বাবার বাড়ী আনা-নেওয়া নিষেধ। ভাদ্র মাসে জন্ম হ'লে শ্রাবণ মাসে তাকে সকল ফল খাওয়াতে হবে। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে অন্যকে টাকা-পয়সা দেওয়া যায় না ইত্যাদি। (৫/১৬৫)

,, কবরস্থানের ফাঁকা জায়গায় (যেখানে কবর নেই) জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি? (৬/১৬৬)

,, হাঁস-মুরগী যবেহ করার পর তার লোম পরিষ্কার করার জন্য গরম পানিতে দেওয়ার পূর্বেই কি তার নাড়িভুঁড়ি বের করতে হবে? (৭/১৬৭)

,, নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্মদিনের স্মরণে কোন প্রাণী যবেহ করলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি? (৮/১৬৮)

,, যদি কোন মহিলার মুখে দাড়ি গজায় তাহ'লে শেভ করা যাবে কি? (৯/১৬৯)

,, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত ছুটে গেলে কি তা জেহরী ক্বিরাআতে আদায় করতে হবে? (১০/১৭০)

,, প্রাপ্তবয়স্ক মৃত ছেলে ও মেয়ের একই সাথে জানাযার ছালাত পড়ানো যাবে কি? (১১/১৭১)

,, লোকমান হেকিম কি নবী ছিলেন, না-কি বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন? (১২/১৭২)

,, 'তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? সিজদায় তাসবীহ ছাড়া অন্য কোন দো'আ পড়া যাবে কি? (১৩/১৭৩)

,, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বব কাটা যাবে কি? (১৪/১৭৪)

,, পেশাব করার পর পানি না নিয়ে এক কোমর পানিতে নেমে গোসল করে ওযূ করলে ওযূ শুদ্ধ হবে কি? (১৫/১৭৫)

,, হায়েয অবস্থায় মহিলারা ঈদের তাকবীর পাঠ করতে পারে কি? (১৬/১৭৬)

,, মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত শুদ্ধ হবে কি? (১৭/১৭৭)

,, আল্লাহ্র কাছে নিম্নোক্তভাবে দো'আ করা যাবে কি? 'হে আল্লাহ যদি কল্যাণ থাকে তাহ'লে তার সাথে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিও'। (১৮/১৭৮)

,, জনৈক মুসলিম ব্যক্তি হিন্দুর পূজাতে পাঁঠা কিনে দিয়েছে। তাই তাকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। সে সমাজে ফিরে আসতে চাইলে তার জন্য করণীয় কি? (১৯/১৭৯)

,, ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত কি তারতীল ছিল, নাকি হদর ছিল? (২০/১৮০)

,, বায়তুল মাল বা ছাদাক্বাতুল ফিতরের টাকা গোরস্থানের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি? (২১/১৮১)

,, গরু, ছাগল কিংবা উটের গোশত, রক্ত, রস যদি কাপড়ে লাগে তাহ'লে সেই কাপড়ে ছালাত হবে কি? (২২/১৮২)

,, তাকবীরে তাহরীমা বা অন্য সময় হাত কতটুকু উঠাতে হবে? (২৩/১৮৩)

,, অসুস্থতার কারণে জনৈকা মহিলার রক্তের প্রয়োজন হ'লে কোথাও রক্ত না পাওয়ায় স্বামীর মায়ের রক্ত প্রদান করা হয়। এতে কি কোন অসুবিধা আছে? (২৪/১৮৪)

,, আল্লাহ তা'আলার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। এজন্য নাকি এ বিষয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। একথা কি ঠিক? (২৫/১৮৫)

,, মুখে নেকাব লাগিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? (২৬/১৮৬)

,, জনৈক ইমাম তার ভাষণে বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বলেছেন, তোমার সতীনকে সালাম দিও। একথা শ্রবণ করে তিনি বলেন, আমার তো কোন সতীন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ জান্নাতে ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে আমার বিবাহ দিবেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (২৭/১৮৭)

,, 'ছালাতুল আওয়াবীন' সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি? (২৮/১৮৮)

,, এ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট রোগের কারণে ছিয়াম অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কি? (২৯/১৮৯)

,, মূসা (আঃ)-এর বয়স কত ছিল? (৩০/১৯০)

,, আমার জামাই এবং মেয়ের সংসার করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কারণবশতঃ আমি জোরপূর্বক জামাইয়ের কাছ থেকে মেয়েকে তালাক নেই। ক্বাযীর সামনে জামাইও তিন তালাক প্রদান করে। কিন্তু মেয়ে ও জামাই দু'জনে আমার অজান্তে অন্যখানে আবার ক্বাযীর দ্বারা বিবাহ করে সংসার করছে। তাদের এরূপ সংসার করা কি বৈধ? (৩১/১৯১)

,, আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহের সময় আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী কি ওলী ছিলেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেননি এবং বাদশাহ নাজাশীও আরবে আসেননি। এটা কিভাবে সম্ভব হ'ল? (৩২/১৯২)

www.ahlehadeethbd.org

,,	পায়খানায় থাকা অবস্থায় আযান শুনতে পেলে উত্তর দিতে হবে কি?	(৩৩/১৯৩)
,,	কোন ব্যক্তি যদি ৪০ দিন পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার না করে তাহ'লে তার ছালাত হবে কি?	(৩৪/১৯৪)
,,	যে ব্যক্তি ছালাত শেষে মাথায় হাত রেখে ১০ বার 'ইয়া ক্বাবিইয়ু', 'ইয়া মাতীনু' পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন। কথাটি কি ঠিক?	(৩৫/১৯৫)
,,	মানুষের মাথায় জট রাখার কোন বিধান আছে কি?	(৩৬/১৯৬)
,,	কবর খননকালে কবরে মৃতের হাড় পাওয়া গেলে ঐ হাড়গুলো কোথায় কিভাবে রাখতে হবে?	(৩৭/১৯৭)
,,	পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শেষে নির্দিষ্ট পাঁচটি শব্দ যেমন 'হুওয়াল আলিউল আযীম' ইত্যাদি ১০০ বার পড়তে হবে কি?	(৩৮/১৯৮)
,,	কুরআন খতমের পর করণীয় কি? কুরআন খতমের ছওয়াব মৃত ব্যক্তি পায় কি? ইহা নিজের ও জীবিতদের নামে বখশে দেওয়া যাবে কি?	(৩৯/১৯৯)
,,	কেউ ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য ২ দিন বা ১ দিন ছিয়াম রাখার মানত করলে সেই মানতের ছিয়াম পালন করতে হবে কি?	(৪০/২০০)
মার্চ '০৮ (১১/৬)	কবরে 'মুনকার' ও 'নাকীর'-এর পূর্বে কোন ফেরেশতা আগমন করবেন কি?	(১/২০১)
,,	উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কি একজন ধার্মিক শাসক ছিলেন, না যালিম শাসক ছিলেন? জনৈক আলেম বলেন, তিনি পবিত্র কুরআনের যের, যবর, পেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাকে যালিম শাসক বলা যাবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(২/২০২)
,,	পবিত্র কুরআনে কতটি মঞ্জিল আছে?	(৩/২০৩)
,,	হাদীছে আছে, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। প্রায় ২৬ বছর যাবৎ মামার সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। ১৩ বছর পূর্বে আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু মামার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কি আছে? এর জন্য আমার জান্নাতে যাওয়ার পথে কোন অন্তরায় হবে কি?	(৪/২০৪)
,,	'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' কি সূরা ফাতিহার অংশ? একে প্রথম আয়াত মনে করে জেহরী ক্বিরাআতে জেহরী বা সরবে পড়লে কিংবা কখনো সেরবী বা নীরবে পাঠ করলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?	(৫/২০৫)
,,	ছালাতের পর মাথায় হাত রেখে সাতবার 'রাব্বী যিদনী ইলমা' পাঠ করলে মেধাশক্তি বৃদ্ধি পায় কি?	(৬/২০৬)
,,	কোন মুসলিম ব্যক্তি হিন্দু পরিবেশে থেকে তাদের আচরণ বিধি মেনে চললে এবং ভগবান বলে আহ্বান করলে সে মুসলিম থাকবে কি?	(৭/২০৭)
,,	আমাদের মসজিদে বাদ ফজর তা'লীম হয়। তা'লীমের ফযীলত বর্ণনায় ইমাম ছাহেব বলেন, 'এখানে কিছু শিখার উদ্দেশ্যে বসলে এক হাযার নফল ইবাদতের ছওয়াব হবে এবং একটি অধ্যায় মুখস্থ করলে একশ' গলাকাটা শহীদের ছওয়াব হবে'। ইমামের উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/২০৮)
,,	ছাহাবী ছা'লাবা (রাঃ) সম্পর্কে যাকাত দিতে অস্বীকার করা এবং রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) কেউ তার যাকাত নেননি বলে যে ঘটনা প্রচলিত আছে তা কি ছহীহ?	(৯/২০৯)
,,	ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন?	(১০/২১০)
,,	জনৈক আলেম বলেন, জাহান্নামের ৪টি পা এবং ৩০ হাযার মুখ আছে। ৩০ হাযার মুখের মধ্যে ৭০ হাযার করে ফেরেশতা শিকল দিয়ে টেনে হাশরের মাঠে জাহান্নামকে উপস্থিত করবেন। উক্ত বক্তব্য ঠিক?	(১১/২১১)
,,	আমরা জানি, পরকালে কাফেরদের কোন নেকী থাকবে না। কিন্তু কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে কাফেরদের কিছু ভোগ করে অথবা অন্যায় আচরণ করে তাহ'লে ঐ মুসলিম ব্যক্তির নেকী কেটে নেওয়া হবে কি? ঐ নেকী কাফের ব্যক্তিকে দেওয়া হবে কি? উক্ত নেকী তাদেরকে দুনিয়াতে না পরকালে দেওয়া হবে?	(১২/২১২)
,,	আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকেই কি সমান জ্ঞান দান করেছেন, না-কি কম-বেশী করেছেন?	(১৩/২১৩)
,,	মুসলিম কত প্রকার ও কি কি?	(১৪/২১৪)
,,	কোন ব্যক্তি মারা গেলে সাথে সাথে কবর খনন করা হয়। আর দাফন করতে দেরী হ'লে কবরটিকে বসে বসে সতর্ক পাহারা দেওয়া হয়। পাহারা দেওয়ার কারণ কি? এটা কি শরী'আত সম্মত?	(১৫/২১৫)
,,	তারাবীহর জামা'আত চলাকালীন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের এক পাশে একাকী এশার ছালাত আদায় করলে কি তার ছালাত হবে?	(১৬/২১৬)
,,	'কোন ব্যক্তি সুদৃষ্টিতে পিতা-মাতার দিকে একবার তাকালে, সে একটি কবুল হজ্জের নেকী পাবে কি?	(১৭/২১৭)
,,	এক বন্ধু আমাকে ভাল-মন্দ কিছু কথা বলল আর আমি অপর বন্ধুকে হুবহু ঐ কথাগুলি বলে দিলাম। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(১৮/২১৮)
,,	পূজা মন্দিরের সামনে কোন হিন্দু অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া এবং তাদের দেওয়া নাস্তা খাওয়া যাবে কি?	(১৯/২১৯)
,,	কোন এক জলাশয়ের মালিকানা নিয়ে এলাকায় দ্বন্দ্ব লেগে যায়। ফলে সামাজিক পরামর্শক্রমে সেখানকার উপার্জিত অর্থ মসজিদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত বিল ডাকের টাকা মসজিদে লাগানো কি শরী'আত সম্মত?	(২০/২২০)
,,	কবর যিয়ারত কিভাবে করতে হয় এবং কি কি দো'আ পড়তে হয়?	(২১/২২১)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কি সর্বপ্রথম জিবরীল, ইসরাফীল, মিকাঈল ও মালাকুল মউত (আঃ) এবং তারপর ছাহাবায়ে কেরাম আদায় করেছিলেন?	(২২/২২২)
,,	কোন মানুষের নামের পরে হাসান, হুসাইন বা আলী লিখা যাবে কি?	(২৩/২২৩)
,,	ধবল ও কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের কোন উপায় আছে কি?	(২৪/২২৪)
,,	গত ৬/৭ বছর পূর্বে স্ত্রীর সাথে আমার মনোমালিন্য হওয়ায় তার সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও এক সময় স্ত্রী গ্রামের ক্বাযীর মাধ্যমে আমাকে ডিভোর্স করে। বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাই এবং সেও আমার কাছে আসতে চায়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?	(২৫/২২৫)

www.ahlehadeethbd.org

,,	যে গরীবদের প্রতি সদাচরণ করে কিন্তু নিজ পরিবারকে কষ্ট দেয় সে কি পূর্ণ মুমিন?	(২৬/২২৬)
,,	আমার পিতা আমার তিন সহোদর বোনকে একই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছেন। আমি ঐ বিবাহের বিরোধিতা করায় আমার বোন ও পিতা-মাতা আমার উপর অসন্তুষ্ট। এমতাবস্থায় শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সাথে আমার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত?	(২৭/২২৭)
,,	মসজিদে প্রবেশ করে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' দু'রাক'আত না পড়ে কেউ ৪ রাক'আত পড়লে তা ঠিক হবে কি?	(২৮/২২৮)
,,	ছাত্রাবাসে আমার সাথে যে ভাই থাকে সে ছালাত পড়ে না, বিড়ি-সিগারেট খায়। তার পাশে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি আছে। উক্ত ঘরে ছালাত হবে কি? তার সাথে ঐ ঘরে থাকার ব্যাপারে শরী'আতে বিধি-নিষেধ আছে কি?	(২৯/২২৯)
,,	পূর্ব দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে শয়ন করা যাবে কি?	(৩০/২৩০)
,,	নারীদের ঋতু কখন থেকে শুরু হয়? তাদের ঋতু হওয়ার কারণ কি?	(৩১/২৩১)
,,	যে সরকার বিভিন্ন বৈধ ও অবৈধ খাত থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেশ পরিচালনা করে সে সরকারের অধীনে চাকরি করা যায় কি?	(৩২/২৩২)
,,	বর্তমানে বিবাহতে এমন পরিমাণ মোহর ধার্য করা হচ্ছে যা স্বামীর পক্ষে আদায় করা খুবই কষ্টকর। তাই স্বামী একটি স্বর্ণের আংটি পরিয়ে দিয়ে বলে, তুমি মোহরানা মাফ করে দাও। স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাফ করে দেয়। এটা কি জায়েয?	(৩৩/২৩৩)
,,	ফরয ছালাতের ইক্বামত হ'লে কোন নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৪/২৩৪)
,,	ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, চাষী কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি সংস্থা কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয?	(৩৫/২৩৫)
,,	ত্বাগূত শব্দের অর্থ কি? ত্বাগূত বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?	(৩৬/২৩৬)
,,	স্ত্রী দাড়ি রাখতে বাধা দিলে দাড়ি রাখা যাবে না, একথা কি ঠিক?	(৩৭/২৩৭)
,,	জনৈক বক্তা বলেন, গম ও যব মিশ্রিত করে খাওয়া যাবে না এবং মধু ও দুধ মিশ্রিত খাওয়া যাবে না। আরও বলেন, লবণ ধার অথবা বাকি করে খাওয়া হারাম। উক্ত বক্তব্য সঠিক কি?	(৩৮/২৩৮)
,,	ছালাতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পায়ের দিকে লক্ষ্য করে কাতার সোজা করা যাবে কি? ছালাত অবস্থায় কাপড় নাভীর নীচে অথবা টাখনুর নীচে চলে গেলে কাপড় উঠানো যাবে কি?	(৩৯/২৩৯)
,,	মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, আমার ওফাতের পরে আমার উম্মতের মধ্য থেকে ৩০ জন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটবে। প্রশ্ন হ'ল, এ পর্যন্ত কতজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং কোথায় ঘটেছে?	(৪০/২৪০)
এপ্রিল'০৮ (১১/৭)	ভাগ্যে যেসব অমঙ্গল লিপিবদ্ধ আছে কেউ তার জ্ঞান দিয়ে কি তার বিপরীত করতে পারে? যারা দুনিয়ায় গযবের শিকার হন, তারা কি ভাগ্যের কারণে হন?	(১/২৪১)
,,	বিদ্যা অর্জন করা ফরয, বিদ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, এটা কি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য? স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত বিদ্যা কি উক্ত ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে?	(২/২৪২)
,,	মা-বাবা নেক সন্তান রেখে মারা গেলে এবং মৃত্যুর পরে সন্তানরা গুনাহে লিপ্ত হ'লে উক্ত গুনাহের ভাগ কি মা-বাবাকেও বহন করতে হবে? অনুরূপভাবে সৎ ও পরহেযগার সন্তানের পুণ্যের ভাগ মৃত পিতা-মাতা পাবেন কি?	(৩/২৪৩)
,,	১০ বছরে ছালাত ফরয হয় কিন্তু ছাওম কত বছরে ফরয হয়?	(৪/২৪৪)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মতের ৭০ হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা হ'ল ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়ফুঁক করেনি, ফাল গ্রহণ করেনি, দাগ লাগায়নি, যারা শুধু আল্লাহ্র উপরই ভরসা করে। কোন মুসলিম ব্যক্তি এই হাদীছ জানা সত্ত্বেও ঝাড়ফুঁক করেছিল এবং চিকিৎসা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে এই হাদীছের উপর সে আমল করলে ঐ ৭০ হাযার লোকের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে কি?	(৫/২৪৫)
,,	আমার ছেলে ১৫ বছর বয়সে মারা গেছে। জন্মের পর আমি তার আক্বীক্বা করতে পারিনি। এখন তার আক্বীক্বা করা যাবে কি? নিজেই নিজের আক্বীক্বা করা এবং জন্মের সপ্তম দিন ব্যতীত পরবর্তী দিনে আক্বীক্বা করা যাবে কি?	(৬/২৪৬)
,,	আমি একজন ব্যবসায়ী। টাকার প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নামে একটি সমিতির সদস্য হই। উক্ত সমিতি হ'তে আমাকে ঋণ বাবদ ১০,০০০/= টাকা প্রদান করা হয় এবং সেই টাকার উপর ১২% লাভ বসিয়ে ১২,০০০/= টাকা আমাকে সাপ্তাহিক ভাবে ৪৬ কিস্তিতে পরিশোধ করতে বলা হয়। আর আমাকে বলা হয় ১২০০০/= টাকার একটি ভাউচার করতে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা লেনদেন সূদের পর্যায়ে পড়ে কি?	(৭/২৪৭)
,,	দাবা খেলা কি জায়েয?	(৮/২৪৮)
,,	আমি কোন ব্যক্তিকে ১০ হাযার টাকা ধার দিব এই শর্তে যে, সে আমাকে এক বছর পরে ১০ হাযার টাকা দিবে এবং ১০ মন ধানও দিবে। এরূপ লেনদেন কি বৈধ?	(৯/২৪৯)
,,	কোন মহিলা সন্তান গ্রহণের কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে কি?	(১০/২৫০)
,,	অনেক মাদরাসায় ছাত্রীদেরকে উন্মুক্ত স্থানে পিটি, গান, গজল ইত্যাদি করানো হয়। শরী'আতে এর বিধান কি?	(১১/২৫১)
,,	মা'রেফতী ফকীর বলে যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না। অতএব আমরা ভাল-মন্দ যেসব কাজ করি তার জন্য আল্লাহই দায়ী। কেননা তিনি ইচ্ছা করলে আমরা ভাল কাজ করতাম। এ ধরনের কথা কি ঠিক?	(১২/২৫২)
,,	কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়াকফকৃত জায়গা পরিচালনা কমিটি ইচ্ছা করলে বিক্রি করতে পারে কি?	(১৩/২৫৩)
,,	স্থানীয় লোকদের জন্য মসজিদের বারান্দায় বা ভিতরে দ্বিতীয় জামা'আত করা কি মাকরূহে তাহরীমী?	(১৪/২৫৪)
,,	যারা ৩ বা ৪ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তারা কি ছালাত আদায়ের ছাওয়াব পাবে? ছালাত পড়ে না এমন ব্যক্তি যদি দান করে অথবা কুরআন তেলাওয়াত সহ বিভিন্ন ভাল কাজ করে তাহ'লে সে কি তার ছওয়াব পাবে?	(১৫/২৫৫)
,,	ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করা এবং সশব্দে আমীন বলার দলীল কি? ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল নিয়ে ছালাত আদায় করতেন। সেকারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাফউল ইয়াদায়েন করতে নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে কোন দলীল আছে কি?	(১৬/২৫৬)
,,	জীবদ্দশায় বিশেষ প্রয়োজনে উঠানো আমার মায়ের ছবি তার মৃত্যুর পর রেখে দেওয়া যাবে কি? এ কারণে তার কোন শাস্তি হবে কি?	(১৭/২৫৭)
,,	যোহরের চার রাক'আত সুন্নাতের তিন রাক'আত শেষে ইক্বামত শুরু হওয়ায় সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'লে এবং পরক্ষণে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিলে মাঝখানের অসমাপ্ত তিন রাক'আত সুন্নাতের কোন নেকী পাওয়া যাবে কি?	(১৮/২৫৮)

www.ahlehadeethbd.org

,,	ওযূ অবস্থায় কোন বেগানা পুরুষকে দেখলে এবং ঐ বেগানা পুরুষ মহিলাকে দেখলে ওযূ নষ্ট হবে কি?	(১৯/২৫৯)
,,	মাইকে আযান দিলে 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ' বলার সময় মুয়াযযিনকে মাথা ঘুরাতে হবে কি?	(২০/২৬০)
,,	মসজিদের জন্য জমি দাতা তার দানকৃত জমি মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নিয়ে ফসল ভোগ করতে পারবে কি?	(২১/২৬১)
,,	চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতে শেষের দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে কি? ছালাতে চোখ বন্ধ করে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?	(২২/২৬২)
,,	স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করার গুরুত্ব কী? স্ত্রী কোথায় দাঁড়িয়ে ছালাত পড়বে?	(২৩/২৬৩)
,,	কেউ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করার পর শপথ ভঙ্গ করলে ঐ ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করা হয় কি?	(২৪/২৬৪)
,,	কোন ব্যক্তি হজ্জ করার পর তার নামের প্রথমে 'আলহাজ্জ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারে কি?	(২৫/২৬৫)
,,	স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক নামা পাঠালে স্ত্রী তা গ্রহণ না করে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। এতে স্বামীর ৪ মাস জেল হয়। এরপর স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করে। এভাবে স্ত্রীকে গ্রহণ করা ঠিক হয়েছে কি? তাদেরকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে কি?	(২৬/২৬৬)
,,	বিদ্যালয় সমূহ এমনকি মাদরাসার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক অথবা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রবেশ কালে অথবা অভিষেক অনুষ্ঠানে কিংবা প্রশিক্ষণ কক্ষে অতিথি বা প্রশিক্ষক প্রবেশকালে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা কি শরী'আত সম্মত?	(২৭/২৬৭)
,,	তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং আল্লাহ আসমানে থাকেন। উক্ত কথার ব্যাখ্যা কি?	(২৮/২৬৮)
,,	আল্লাহর জন্য যারা একে অন্যকে ভালবাসে, তারা ক্বিয়ামতের দিন নূরের মিম্বরে অবস্থান করবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদগণ তাতে ঈর্ষা করতে থাকবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৯/২৬৯)
,,	স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক চায় কিন্তু স্বামী তা গ্রহণ না করে তিন বছর নিখোঁজ থাকার পর সে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চায়। তারা এখন সংসারী হ'তে পারবে কি?	(৩০/২৭০)
,,	সরকারী কর্মকর্তাকে টাকা না দিলে পাসপোর্ট হয় না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পাসপোর্ট করা যাবে কি?	(৩১/২৭১)
,,	আমি মৌ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। তিন প্রকার মৌমাছির মধ্যে পুরুষ মাছি শুধু চাকের মধু খায়। তাই চাকে যখন মধু বেশী থাকে তখন আমরা পুরুষ মাছি মেরে ফেলি। এতে মধুর উৎপাদন অনেক বেশী হয়। এভাবে পুরুষ মাছি মারা যাবে কি?	(৩২/২৭২)
,,	মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাফিরূন পড়বে তার জন্য তা কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান হবে। কিন্তু 'বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়' বইয়ে লিখা আছে, 'সূরা যিলযাল অর্ধ কুরআন এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের ৪ ভাগের এক ভাগ' মর্মে হাদীছটি যঈফ। দু'টির মধ্যে কোনটি সঠিক?	(৩৩/২৭৩)
,,	চারপাশে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ঈদগাহের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে গোরস্থান থাকলে ঐ ঈদগাহে ঈদের ছালাত হবে কি?	(৩৪/২৭৪)
,,	প্রস্রাব করার পর পাক হওয়ার জন্য কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান আছে কি?	(৩৫/২৭৫)
,,	যুবতী মেয়ে রেখে হজ্জে গেলে হজ্জ কবুল হবে না। এ কথা কি সত্য?	(৩৬/২৭৬)
,,	চোরাইকৃত মাল ক্রয় করা যাবে কি?	(৩৭/২৭৭)
,,	বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন'। এটা কি সঠিক?	(৩৮/২৭৮)
,,	অনেক মোবাইল সেটে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকে। এসমস্ত মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি?	(৩৯/২৭৯)
,,	কবরে ফুল দেওয়া যায় কি? কোন শহীদের কবরে কেউ ফুল দিলে তার কোন ক্ষতি হবে কি? ফুল প্রদানকারীর কি অবস্থা হবে?	(৪০/২৮০)
মে'০৮ (১১/৮)	নবীদের সঠিক সংখ্যা কত?	(১/২৮১)
,,	আল্লাহ তা'আলা কি নবীর উপর দরূদ পড়েন?	(২/২৮২)
,,	হারাম উপার্জনকারী কেউ দাওয়াত দিলে তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?	(৩/২৮৩)
,,	খাদ্য খাওয়ার সময় বা অন্য কোন সময়ে আমাদের অনেকের মুখে বা জিহ্বায় কামড় লেগে যায়। তখন কেউ বলে আপনাকে কেউ স্মরণ করেছে, কেউ বলে আজ কিছু একটা ঘটবে ইত্যাদি। এমন মন্তব্য করা যাবে কি?	(৪/২৮৪)
,,	ক্বিরাআতে মাদ, মাখরাজে ভুল হ'লে কিংবা কোন রাক'আতে দুই সিজদার স্থলে এক সিজদা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হ'লে করণীয় কি?	(৫/২৮৫)
,,	দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বসে করলে হ্রাস পায় কি?	(৬/২৮৬)
,,	আসওয়াদ আমেরী (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করেছিলাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমাদের দিকে ফিরে বসে দুই হাত তুলে দো'আ করলেন'। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?	(৭/২৮৭)
,,	ওযূ আরম্ভ করার পর মাঝামাঝিতে কিংবা শেষের দিকে কোন কারণবশত ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করতে হবে কি?	(৮/২৮৮)
,,	কুরআন না বুঝে পড়লে নেকী পাওয়া যাবে কি? এভাবে কুরআনের হক আদায় হবে কি?	(৯/২৮৯)
,,	সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা এবং হাঁটু রাখা উভয় বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন বর্ণনাটি সঠিক?	(১০/২৯০)
,,	আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে 'আদন' নামক একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার চারপাশে মিনার রয়েছে। এর পাঁচ হাযার দরজা আছে এবং প্রত্যেক দরজার উপর পাঁচ হাযার চাদর রয়েছে। তাতে শুধু নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণ অবস্থান করবেন। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(১১/২৯১)
,,	আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে শিশু অবস্থায় যদি মৃত্যু হ'ত তাহ'লে কতইনা ভাল হ'ত! কারণ সে সময় কোন পাপ কাজ করতাম না। ফলে কবরে, হাশরে ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতাম। এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা করা যাবে কি?	(১২/২৯২)
,,	বগলের লোম কাটা যাবে কি?	(১৩/২৯৩)
,,	সউদী লেহানে কুরআন তেলাওয়াত করলে কি ভুল হবে?	(১৪/২৯৪)
,,	ছালাতের মধ্যে যে দো'আ করার কথা বলা হয়েছে সেগুলি কোন্ দো'আ? ছালাতের মধ্যে মুছল্লী কি ইচ্ছামত দো'আ করতে পারে?	(১৫/২৯৫)

www.ahlehadeethbd.org

,, ছালাতের ইক্বামত হচ্ছে এমতাবস্থায় কেউ মসজিদের বাইরে থেকে ইক্বামত শুনতে পেলে সে কি দৌড়ে এসে জামা'আতে শামিল হবে? নাকি স্বাভাবিক গতিতে আসবে? (১৬/২৯৬)

,, তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধার পর কেউ সামনে দিয়ে গেলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? (১৭/২৯৭)

,, ছিয়াম অবস্থায় কারো কোন অঙ্গ কেটে গেলে এবং রক্ত বের হ'লে তার ছিয়ামের ক্ষতি হবে কি? (১৮/২৯৮)

,, জনৈক বক্তা বলেছেন যে, ওহোদের যুদ্ধে কাফের কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কপাল দিয়ে রক্ত বের হ'লে সে রক্ত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা মালেক ইবনু সিনান চুষে নিয়ে গিলে ফেলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে তার জন্য জাহান্নাম হারাম। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (১৯/২৯৯)

,, কোন ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় লুডু খেললে তার ছিয়াম হবে কি? (২০/৩০০)

,, ওশর, যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ও মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি? সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মা'আরিফুল কুরআনে' বলা হয়েছে, ছাদাক্বা, ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া বা ঘর তৈরী করা বৈধ নয়। একথা কি ঠিক? (২১/৩০১)

,, দোকান ও অফিস আদালতে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া শারঈ দৃষ্টিতে কি বৈধ? (২২/৩০২)

,, রামাযান মাসে কিংবা অন্য কোন মাসে মহিলারা আতর ব্যবহার করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? (২৩/৩০৩)

,, একই বংশের ছেলে তার চাচাতো ভাতিজিকে বিয়ে করতে পারবে কি? (২৪/৩০৪)

,, কোন ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে অথবা কোন নতুন জিনিস উদ্বোধন করার সময় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? (২৫/৩০৫)

,, বিবাহের পর স্বামীর সাথে মেলামেশার পূর্বে ক্বাযী অফিসে গিয়ে স্ত্রী স্বামীকে 'খোলা' তালাক প্রদান করে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার অন্যত্র বিবাহের শারঈ বিধান কি? (২৬/৩০৬)

,, আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে অছিয়ত করে গেছেন যে, প্রতি বছর মীলাদ মাহফিল করে শিল্পীদের দিয়ে মারেফতি গান গাওয়াবে এবং খিচুড়ি রান্না করে গরীব-মিসকীনদের খাওয়াবে। আমি তা করি না; বরং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করি। কিছুদিন ধরে আমার পিতা আমাকে স্বপ্নযোগে অছিয়তকৃত কাজ করার জন্য বলছেন। এখন আমার করণীয় কি? (২৭/৩০৭)

,, সেন্টের যেসব বোতলের গায়ে হালাল লেখা থাকে তা ব্যবহার করা যাবে কি? (২৮/৩০৮)

,, আমি হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার পর আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে তার বাবার বাড়ীতে চলে যায়। কিছুদিন পর সেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমার নিকটে ফিরে আসে। অতঃপর নতুন ভাবে বিবাহ সম্পন্ন না করে আমরা পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছি। প্রশ্ন হ'ল- মুসলমান হওয়ার পর এভাবে আমাদের ঘর-সংসার করা সঠিক হচ্ছে কি? আমি ও আমার স্ত্রী আমার হিন্দু শশুর বাড়ীতে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারব কি? (২৯/৩০৯)

,, ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা ও পড়া যাবে কি? (৩০/৩১০)

,, মাযহাব কি? ইহা মানা কি ফরয? মাযহাব না মানলে কি মুসলমানরা কাফের হয়ে যাবে? (৩১/৩১১)

,, প্রতিদিন অতিরিক্ত খাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফেলে দিতে হয়। কাউকে দেওয়াও সম্ভব হয় না। এতে কোন পাপ হবে কি? (৩২/৩১২)

,, কোন ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর পেশাব পান করেছিলেন কি? (৩৩/৩১৩)

,, স্বামী একটানা ৪ বছর বিদেশে থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি? (৩৪/৩১৪)

,, একজন ব্যক্তিকে দিনে কতবার সালাম দেওয়া যাবে? হাত উঠিয়ে সালাম দেওয়া এবং উত্তর দেয়া কি সঠিক? (৩৫/৩১৫)

,, কুয়েতী এক ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় ১৩/১৪ বছর পূর্বে আমাদের এলাকায় নির্মিত একটি মসজিদের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ ইমাম। এক ব্যক্তি ইমাম ছাহেব মাঝে মধ্যেই বলেন, এই মসজিদটির সর্বময় অধিকর্তা তিনি নিজেই। তিনি বলেন, তার সৌজন্যেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, ইমাম ছাহেবের এরূপ দাবী কি শরী'আত সম্মত? উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় বৈধ হবে কি? (৩৬/৩১৬)

,, মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না থাকলে উক্ত মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? উক্ত মসজিদের স্থান বা তার আসবাবপত্র নতুন মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি? (৩৭/৩১৭)

,, মৃত ব্যক্তির জন্য ৩রা বা চল্লিশা দিয়ে কোন খানার আয়োজন করা কি শরী'আত সম্মত? (৩৮/৬১৮)

,, স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে কি? (৩৯/৩১৯)

,, গোরস্থান সংশ্লিষ্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে কবর থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি? (৪০/৩২০)

জুন '০৮ (১১/৯) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করলে পরিবার থেকে বরকত উঠে যায় এবং দুর্ভিক্ষ নেমে আসে কি? (১/৩২১)

,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি সব সময় কালো পাগড়ী পরতেন? তাঁর পাগড়ী পরার কোন কারণ ছিল কি? টুপি পরে ছালাত আদায় করার চেয়ে পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী পাওয়া যায় কি? কালো রং ছাড়া অন্য রঙের পাগড়ী পরা এবং টুপি ছাড়া পাগড়ী পরা যাবে কি? (২/৩২২)

,, বিবাহকে অস্বীকার না করে শুধু দাইয়ূছ, অবাধ্য সন্তানের অভিভাবক হওয়া এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য যদি কেউ অবিবাহিত থাকে এবং শরী'আতের অন্য সমস্ত ইবাদাত করে তাহ'লে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কি? (৩/৩২৩)

,, আমার পিতা আমার স্ত্রীকে ৮২ হাযার টাকা দিয়ে একটি বেসরকারী হাইস্কুলে চাকরী নিয়ে দেন। উক্ত চাকরীর উপার্জিত অর্থ কি হালাল? (৪/৩২৪)

,, গোসলের আগে ওযূ করলে সেই ওযূতে ছালাত আদায় করা যাবে কি? গোসলের সময় লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়লে বা খালি হাত স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে কি? (৫/৩২৫)

,, যদি কোন ব্যক্তি তার পালিত ছাগলকে খুব ভালবাসে এবং ছাগলটাও ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ হবে কি? মৃত্যুর পর ঐ লোকটির কষ্ট হ'লে ছাগলটা বুঝতে পারবে কি? জান্নাতে উক্ত ব্যক্তি যদি ঐ ছাগলটা চায় তাহ'লে তাকে তা দেয়া হবে কি? (৬/৩২৬)

,, আমি অন্তঃসত্ত্বা থাকাবস্থায় ২৮ দিন ছিয়াম পালন করতে পারিনি এবং ফিদইয়া দেওয়াও সম্ভব হয়নি। এখন আমার করণীয় কি? (৭/৩২৭)

,, তাক্বদীর অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হয়। তাহ'লে যাচাই-বাছাইয়ের পরও কি তাক্বদীর অনুযায়ী বিবাহ হয়, না তাক্বদীরে নির্ধারিত মেয়ে ছাড়াও যাচাই-বাছাই করে অন্য কোন মেয়ের সাথেও বিবাহ হয়? (৮/৩২৮)

www.ahlehadeethbd.org

,,	ছালাতরত অবস্থায় ইমাম বেহুঁশ হয়ে গেলে মুওয়াযযিনের ইমামতিতে অবশিষ্ট ছালাত আদায় করলে তা সঠিক হবে কি?	(৯/৩২৯)
,,	আল্লাহ্‌র নাম শুনলে الله جل شانه। পড়তে হবে কি?	(১০/৩৩০)
,,	সাধ্যমত চেষ্টা করেও কেউ যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহ'লে আল্লাহ কি তা মাফ করে দিবেন?	(১১/৩৩১)
,,	টিনের তৈরী মসজিদে টিনের গায়ে গরু মার্কা, ঘোড়া মার্কা ইত্যাদি সীল থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি এবং রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে কি?	(১২/৩৩২)
,,	জনৈক শিক্ষক বলেন, কৌশলে স্ত্রী সহবাস করলে পুত্র সন্তান হয়। উক্ত শিক্ষকের কথা কি সঠিক?	(১৩/৩৩৩)
,,	ছালাত চলাকালীন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে ছালাতরত ব্যক্তি আলো জ্বালাতে পারে কি?	(১৪/৩৩৪)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পূর্বে এবং পরে কতবার হজ্জ করেছিলেন?	(১৫/৩৩৫)
,,	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিনে কিংবা সাধারণ বক্তব্য দেওয়ার সময় হাতে লাঠি নিয়েছেন কি?	(১৬/৩৩৬)
,,	জনৈক ব্যক্তি বলেন, ক্বিয়ামত হওয়ার সময় সবকিছু ধ্বংস হবে, কিন্তু মসজিদ, মাদরাসা ও সিনেমা হল ধ্বংস হবে না। কারণ মসজিদ ডাকবে মুছল্লীদেরকে, মাদরাসা ডাকবে আলেমদেরকে এবং সিনেমা হল ডাকবে ঐ লোকদেরকে যারা সিনেমা দেখত। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা ধ্বংস হওনি কেন? তখন তারা বলবে, আমাদের যারা ব্যবহার করত তাদের ফায়ছালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধ্বংস হব না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(১৭/৩৩৭)
,,	ডাক্তাররা কোন রোগীকে প্যাথলজিতে পরীক্ষা করার জন্য পাঠালে পরীক্ষা মূল্যের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ টাকা ডাক্তারকে দেওয়া হয়। উক্ত টাকা গ্রহণ করা হালাল হবে কি?	(১৮/৩৩৮)
,,	আমার বাড়ী, আমার গাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার সম্পদ ইত্যাদি বললে শিরক হবে কি?	(১৯/৩৩৯)
,,	মৃত্যু যন্ত্রণা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার সহজ উপায় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৩৪০)
,,	একই জানাযার ছালাত কোন ব্যক্তি দু'বার দু'জামা'আতে আদায় করতে পারবে কি? অনুরূপ একই ব্যক্তি কোন জানাযায় দু'বার ইমামতি করতে পারবে কি?	(২১/৩৪১)
,,	সূরা কাহফের ১০৩-৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের আমল সমূহ বরবাদ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করে আমরা ভাল আমল করছি'। এখানে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং কোন কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়? উক্ত অবস্থা থেকে পুনরায় ফিরে আসার উপায় কি? আমল বরবাদ হ'লে ঐ আমলকারী কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে?	(২২/৩৪২)
,,	আমার বৃদ্ধা মা গত রামাযানে অসুস্থতার কারণে কয়েকটি ছিয়াম পালন করতে পারেননি। আমি ঐ দিনগুলিতে একজন ছায়েমকে খাদ্য প্রদান করেছি। মা বর্তমানে সুস্থ। তাকে কি এখন উক্ত ছুটে যাওয়া ছিয়াম পালন করতে হবে?	(২৩/৩৪৩)
,,	ফাতিমা (রাঃ) কি ঋতুবতী মহিলা ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কতদিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?	(২৪/৩৪৪)
,,	সালাম বিনিময়ের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/৩৪৫)
,,	পবিত্র কুরআন যে সাত ক্বিরাআতে নাযিল হয়েছে সেই সাত ক্বিরাআত কি কি? আমরা যে ক্বিরাআত পড়ি তার নাম কি?	(২৬/৩৪৬)
,,	সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতের প্রকৃত তাফসীর কি? ঈসা (আঃ) জীবিত না মৃত?	(২৭/৩৪৭)
,,	জিনদের আদি পিতা বা মাতার নাম কি? ইবলীস কি জিনদের আদি পিতা?	(২৮/৩৪৮)
,,	মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাগরিবের ছালাত দেরী করানোর উদ্দেশ্যে একদা শয়তান তাঁকে প্রশ্ন করল, কোন কোন প্রাণী ডিম দেয় আর কোন কোন প্রাণী বাচ্চা দেয়। তখন তিনি বললেন, যেগুলোর কান ছোট সেগুলো ডিম দেয় আর যেগুলোর কান বড় সেগুলো বাচ্চা দেয়। এ ঘটনা কি সত্য?	(২৯/৩৪৯)
,,	একজন মানুষের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা যায় এমন মূল্যের স্বর্ণ ব্যবহার করা যায় কি?	(৩০/৩৫০)
,,	মায়ের পদতলে (সন্তানের) জান্নাত। এ হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩১/৩৫১)
,,	আমাদের এলাকায় মৃতকে দাফনের সময় কবরের উপর বাঁশের ফালা দেওয়ার পর আগে কাদা দিয়ে লেপা হয়। অতঃপর সাধারণ মাটি দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির ছহীহ কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩২/৩৫২)
,,	পবিত্র কুরআনে যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ থাকা সত্ত্বেও অন্য হক্বদারকে বঞ্চিত করে সমুদয় মাল একটি খাতে ব্যয় করা যাবে কি?	(৩৩/৩৫৩)
,,	কেউ কোন জিনিস বন্ধক রাখলে গ্রহীতা তা ব্যবহার করতে পারবে কি এবং তা ব্যবহার করলে সূদ হবে কি? জমি বন্ধক রাখা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৪/৩৫৪)
,,	মদ্যপানের অপরাধে ওমর (রাঃ) আবু শাহমা নামক তার এক ছেলেকে নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছিলেন। যার ফলে তার মৃত্যু হয়। অতঃপর কবরের উপর দুর্রা মারেন। ঘটনাটি কি সত্য?	(৩৫/৩৫৫)
,,	মক্কা বিজয় কিভাবে হয়েছিল? সন্ধির মাধ্যমে না আক্রমণের মাধ্যমে?	(৩৬/৩৫৬)
,,	'বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম, আল্লাহ শাফী, আল্লাহ কাফী' এটা কি ঔষধ খাওয়ার দো'আ?	(৩৭/৩৫৭)
,,	মোবাইল সহ বিভিন্ন টেপ রেকর্ডার-এর মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ছওয়াব হবে কি?	(৩৮/৩৫৮)
,,	কোন ক্লাব ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?	(৩৯/৩৫৯)
,,	রামাযান মাসে বেজোড় রাত্রিতে মসজিদে সময় ক্ষেপণের জন্য ইবাদত করার পাশাপাশি ওয়াযের ব্যবস্থা করা যাবে কি?	(৪০/৩৬০)
জুলাই'০৮ (১১/১০)	ইক্বামতের সময়ে 'ক্বাদ কামাতিছ ছালাত'-এর জায়গায় 'আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' বলা কি ভুল?	(১/৩৬১)
,,	দ্বিতীয় বৈঠক চলাকালীন সময়ে জামা'আতে শরীক হ'লে সরাসরি বসতে হবে, নাকি তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বসতে হবে?	(২/৩৬২)
,,	যেনাকারীদের একজন বিবাহিত এবং অন্যজন অবিবাহিত হ'লে করণীয় কি?	(৩/৩৬৩)
,,	ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে ক্বিরাআত যেহরী বা সরবে আর বাকী ছালাতে ক্বিরাআত নীরবে পড়ার কারণ কি?	(৪/৩৬৪)

www.ahlehadeethbd.org

,, সূদে টাকা নিয়ে চালু করা দোকানের আয় কি হারাম? উক্ত আয় ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তা নেওয়া যাবে কি? (৫/৩৬৫)
,, আমার স্বামী আমাকে শুধু সন্দেহ করেন। আমি কি তার প্রতিবাদ করতে পারব? (৬/৩৬৬)
,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতেন কি? (৭/৩৬৭)
,, 'অহি' নাযিল হওয়ার পর থেকে মি'রাজ রজনীর ব্যবধান কত বছর? (৮/৩৬৮)
,, মসজিদে মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হ'লে অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? (৯/৩৬৯)
,, আমি 'স্বাস্থ্য সহকারী' পদের একজন সরকারী চাকুরীজীবি। শিশুদের পিতা-মাতাকে বলি যে, সাতটি রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হ'লে আপনার সন্তানকে টিকা কেন্দ্রে টিকা দিতে নিয়ে আসবেন। একথাতে কি শিরক হওয়ার আশংকা আছে? (১০/৩৭০)
,, মি'রাজের সময় কি ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল? (১১/৩৭১)
,, জুম'আর দিন ফেরেশতাগণ নেকী লিপিবদ্ধ করার জন্য মসজিদের দরজাসমূহে বসে যান। প্রথম আগমনকারী একটি উট কুরবানীর ছওয়াব পাবেন। প্রশ্ন হ'ল- প্রত্যেক দরজা দিয়ে আগমনকারী প্রথম মুছল্লী কি একটি উট কুরবানীর ছওয়াব পাবেন? নাকি সকলের মধ্যে যিনি প্রথম আসবেন, তিনিই পাবেন? (১২/৩৭২)
,, পুরুষরা বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হাতে মেহেদি লাগাতে পারে কি? (১৩/৩৭৩)
,, সহবাসের পর ফরয গোসলের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার গোসলের পদ্ধতি কি হবে? (১৪/৩৭৪)
,, দীর্ঘদিন যাবৎ জনৈকা মহিলার স্বামী সফরে রয়েছে। মহিলাটি এক রাতে স্বপ্নে দেখে তার ঘরে মৌমাছি কিংবা ভিমরুল প্রবেশ করছে। অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার স্বামী মারা গেছে। কিন্তু একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা মহিলাটি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলে আবুবকর (রাঃ) বললেন, আগামীকাল তোমার স্বামী ঘরে ফিরবে। পরে সত্যি সত্যি তার স্বামী ঘরে ফিরলে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমার স্বামী ঘরে ফিরেছে অথচ আপনি বলেছেন যে, আমার স্বামী মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ইলহাম হ'ল যে, সত্যিই তার স্বামী মারা গিয়েছিল। কিন্তু আবুবকর (রাঃ)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাতে মিথ্যা না হয়, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তার স্বামীকে জীবিত করে তার ঘরে পাঠিয়েছেন। কারণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক্ব উপাধি দিয়েছেন। এ ঘটনা কি সত্য? (১৫/৩৭৫)
,, ছালাতের সময় পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলাতে জেনেও যারা পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলায় না, তাদের ছালাত হবে কি? (১৬/৩৭৬)
,, ছালাতের রুকন সমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন। (১৭/৩৭৭)
,, কোন খাদ্যশস্য বেশী দামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ করা যায় কি? (১৮/৩৭৮)
,, জনৈক বক্তা বলেন, যে কোন ধরনের প্রাণীর ছবি ঘরে রাখা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের প্রাণীর মূর্তি নির্ষেধ করেছেন, ছবিকে নয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? (১৯/৩৭৯)
,, কোন ব্যক্তির যদি একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তারা সকলেই জান্নাতী হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে হুরগণের সরদার হবেন কে? অনুরূপ কোন মহিলার একাধিক স্বামী যদি জান্নাতী হয় এবং মহিলাটিও যদি জান্নাতী হয়, তাহ'লে উক্ত মহিলা কোন স্বামীর অধীনে থেকে হুরগণের নেতৃত্ব দিবেন? (২০/৩৮০)
,, পূর্বের স্বামীর ছেলের সঙ্গে দ্বিতীয় স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের মেয়ের বিবাহ দেওয়া যাবে কি? বিবাহ হ'লে তারা কি বলে সম্বোধন করবে? (২১/৩৮১)
,, ছালাতের ভিতর আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু কেউ আরবী না জানলে সে কি মনে মনে প্রার্থনা করতে পারে? (২২/৩৮২)
,, মুনাফিক্বরা কি ইসলাম হ'তে খারিজ হয়ে যায়? (২৩/৩৮৩)
,, আলেম কে? আলেমের বৈশিষ্ট্য কি কি? ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণতি কি? (২৪/৩৮৪)
,, সন্তানকে কিভাবে লালন-পালন করতে হবে? সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে তাকে মারধর করা যাবে কি? (২৫/৩৮৫)
,, পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহ কি আমাদের চোখে দৃশ্যমান এই আকাশের নীচে অবস্থিত নাকি এই আকাশের উপর অবস্থিত? (২৬/৩৮৬)
,, ফরয ছালাত মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশী এবং বাড়ীতে সুন্নাত বা নফল ছালাত পড়লে পঁচিশগুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায় কি? (২৭/৩৮৭)
,, সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ফেরেশতাগণ আমীন বলেন। তাদের সাথে সূর মিলিয়ে মুক্তাদীগণ আমীন বললে পূর্বের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায় কি? (২৮/৩৮৮)
,, উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ও পাখির পেশাব ও পায়খানা শরীরে বা জামায় লাগলে ধুয়ে অথবা ঘষে ময়লা পরিষ্কার করে ছালাত আদায় করলে চলবে কি? (২৯/৩৮৯)
,, মসজিদে ছাত্রদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বা অন্য কোন অপরাধের কারণে শাস্তি দেওয়া যাবে কি? (৩০/৩৯০)
,, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব কত বছর বয়সে মারা যান? আব্দুল মুত্তালিবের ছেলেমেয়ের সংখ্যা কত ও তাদের নাম কি ছিল? আব্দুল্লাহ-এর আপন ভাই-বোন কতজন ছিল, তাদের নাম কি কি? আবু জাহল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত সম্পর্কের কোন আত্মীয় ছিল কি? (৩১/৩৯১)
,, আক্বীক্বার জন্য কি দাঁতওয়ালা ছাগল বা খাসি হওয়া আবশ্যক? (৩২/৩৯২)
,, একজন পরপুরুষের সঙ্গে একজন যুবতী নারীর সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা কতটুকু? (৩৩/৩৯৩)
,, 'ম্যারেজ ডে' বা বিবাহ দিবস পালন এবং সন্তান প্রসবের এক মাস পূর্বে স্ত্রীর পিতা বা ভাই কর্তৃক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসা এবং সন্তান প্রসবের পর স্বামী পক্ষ দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে আবার নিয়ে যাওয়া কি শরী'আত সম্মত? (৩৪/৩৯৪)
,, ছালাত চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে ঢুকে সালাম দিলে তার জবাব কিভাবে দিতে হবে? (৩৫/৩৯৫)
,, দিনের বেলা স্ত্রী মিলনের পর গোসল না করে সংসারের কাজকর্ম করা যাবে কি? (৩৬/৩৯৬)
,, একই পরিবারভুক্ত আপন চাচাত ভাইয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে কি? (৩৭/৩৯৭)
,, মারইয়াম (আঃ)-এর যেহেতু পৃথিবীতে কোন স্বামী নেই সেকারণ পরকালে তার কোন স্বামী হবে কি? (৩৮/৩৯৮)
,, আপন ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? (৩৯/৩৯৯)
,, মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং ঐ রাতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত? (৪০/৪০০)

www.ahlehadeethbd.org

আগষ্ট'০৮ (১১/১১)	আমাদের গ্রামের একটি অবিবাহিত মেয়ে অন্তঃসত্তা হয়। আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানা যায়, তার পেটে পাঁচ মাস বয়সের বাচ্চা রয়েছে। মেয়েটি একটি ছেলের প্রতি এ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। কিন্তু অভিযুক্ত ছেলেটি ব্যভিচারের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও কেবল মেয়ের দাবীর উপর ভিত্তি করে স্থানীয় লোকজন জোর করে ঐ ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিবাহ পড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এ বিবাহ বৈধ হবে কি?	(১/৪০১)
,,	পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, তারাবীহ, জুম'আ ও ঈদের ছালাতের বিনিময়ে ইমাম ছাহেবকে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ প্রদান করা যায় কি?	(২/৪০২)
,,	কত সময় পর্যন্ত ইফতার করা যেতে পারে? ইফতার খেতে খেতে মাগরিবের ছালাত আদায়ে বিলম্ব করা কি ঠিক?	(৩/৪০৩)
,,	রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে কি এবং তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(৪/৪০৪)
,,	কোন সমাজের একজন ব্যক্তিও যদি ই'তেকাফে না বসে, সেক্ষেত্রে সমাজের সকলেই কি গুনাহগার হবে?	(৫/৪০৫)
,,	শা'বান মাসের শুরু থেকে রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত একটানা ছিয়াম পালন করা যাবে কি?	(৬/৪০৬)
,,	তারাবীহর জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহর জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?	(৭/৪০৭)
,,	ট্রেনে বা অন্য কোন যানবাহনে ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে রেকর্ডকৃত আযান বাজানো হয়। ছালাতের জন্য এভাবে যন্ত্রের সাহায্যে আযান দেওয়া কি বৈধ?	(৮/৪০৮)
,,	মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বোত্তম। এটা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী?	(৯/৪০৯)
,,	হিন্দু মহিলাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করা যাবে কি? এজন্য পূর্ব স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে কি? হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে?	(১০/৪১০)
,,	কোন কারণবশত ছিয়াম ছুটে গেলে করণীয় কি?	(১১/৪১১)
,,	ইফতারের সময় হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করা যায় কি?	(১২/৪১২)
,,	ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক লোকের স্ত্রী মারা যাওয়ায় সে কম বয়সী এক মেয়েকে বিবাহ করে। এতে তার ছেলে-মেয়েরা অসন্তুষ্ট হয়। এমনকি পিতার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করে। এরূপ অসম বিবাহ কি বৈধ? আর তার ছেলে-মেয়েদের অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা কি ঠিক হয়েছে?	(১৩/৪১৩)
,,	একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছেন, একটির বেশী সন্তান গ্রহণ করবে না। কিন্তু স্ত্রী তার কথায় রাযী নয়। এক্ষেত্রে কি তারা উভয়ে গুনাহগার হবে, না-কি শুধু স্বামী গুনাহগার হবে?	(১৪/৪১৪)
,,	ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছের অবস্থা জানতে চাই।	(১৫/৪১৫)
,,	লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহর ছালাত সহ আরও নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি? উক্ত রাত্রি জাগরণের পদ্ধতি কি?	(১৬/৪১৬)
,,	পবিত্র রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?	(১৭/৪১৭)
,,	ছালাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যান্য সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' পড়তে হবে কি? কোন সূরার মাঝখান থেকে তেলাওয়াত করলে কি বলতে হবে?	(১৮/৪১৮)
,,	কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতে হবে? টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা যাবে কি?	(১৯/৪১৯)
,,	সাহারী ও ফজরের সময়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?	(২০/৪২০)
,,	আমরা জানি ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিবসের ছিয়াম রাখতে হয়। কিন্তু এবারে আমাদের ৮ যিলহজ্জ তারিখে সঊদী আরবে আরাফার দিবস উদযাপিত হয়েছে। এটা আল্লাহর বিধানের বরখেলাফ নয় কি?	(২১/৪২১)
,,	ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?	(২২/৪২২)
,,	ইফতারের পূর্বের ও পরের দো'আ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৪২৩)
,,	সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় কিছু সময় হানাফী মতে ও কিছু সময় আহলেহাদীছ পন্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি? কেউ এরকম করলে তার পেছনে মুছল্লীদের ছালাত হবে কি?	(২৪/৪২৪)
,,	সমাজে প্রচলিত প্রবাদ 'অর্থই সকল অনর্থের মূল' কথাটি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য?	(২৫/৪২৫)
,,	ধনীদের তুলনায় গরীবরা ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে কি?	(২৬/৪২৬)
,,	গোশতের বিনিময়ে গরু যবেহ করা জায়েয হবে কি এবং কসাইগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি?	(২৭/৪২৭)
,,	কোন ব্যক্তি স্বহস্তে মলমূত্র বের করলে বা বীর্য স্খলন ঘটালে ক্বিয়ামতের দিন তার দু'হাতের আংগুল দিয়ে দশটি সন্তান বের হবে কি?	(২৮/৪২৮)
,,	অসুস্থ ব্যক্তি তার সেবাকারীকে নিজের জমি লিখে দিতে পারবে কি?	(২৯/৪২৯)
,,	রামাযান মাসে তারাবীহর ৮ রাক'আত নফল ছালাতের মধ্যে ৪ রাক'আত আদায় করে কিছু সময় কুরআন ও হাদীছ থেকে বিভিন্ন আলোচনা করে বাকী ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়। ছালাতের মাঝে এভাবে ওয়ায-নছীহত করা যাবে কি?	(৩০/৪৩০)
,,	ওযূর পর মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও পরে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' এবং তারপর সুন্নাত পড়া যাবে কি?	(৩১/৪৩১)
,,	মাথার চুল, গোঁফ, বগলের লোম বা নাভির নীচের লোম কেটে গোসল না করে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩২/৪৩২)
,,	রামাযান মাসে আযানের পর ইফতার করতে হবে, না সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে?	(৩৩/৪৩৩)
,,	কারো বাড়ীতে কুরআন খতম করে বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?	(৩৪/৪৩৪)
,,	বিবাহ রেজিষ্ট্রির পর বিবাহ পড়ানোর পূর্বে (তথা শুধুমাত্র কবুল বলার পূর্বে) সহবাস করা জায়েয হবে কি?	(৩৫/৪৩৫)
,,	রাতের প্রথমাংশে এবং জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত আদায় করা কি বিদ'আত?	(৩৬/৪৩৬)
,,	ইফতার, সাহারী এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য ঘণ্টা বাজানো জায়েয কি?	(৩৭/৪৩৭)
,,	ফিৎরার টাকা এক স্থানে জমা করা এবং ঈদের ছালাত আদায়ের পর বণ্টন করা কি শরী'আত সম্মত?	(৩৮/৪৩৮)
,,	বেনামাযীর খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?	(৩৯/৪৩৯)
,,	দাঁড়িয়ে বা চলন্ত অবস্থায় খাওয়া এবং পান করা যায় কি?	(৪০/৪৪০)

www.ahlehadeethbd.org

সেপ্টেম্বর'০৮ (১১/১২)	মক্কা শরীফের সাথে মিলিয়ে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কি সঠিক?	(১/৪৪১)
,,	প্রসিদ্ধ চার ইমামই কি 'রাফউল ইয়াদায়নের' হাদীছগুলোকে মানসূখ বলেছেন? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(২/৪৪২)
,,	ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে উয়াইস কুরনী নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন কি?	(৩/৪৪৩)
,,	যাকাত, ফিৎরা, ওশর ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে কি?	(৪/৪৪৪)
,,	কোন পরপুরুষ মহিলাদের মাথার চুল দেখলে সেই মহিলার মৃত্যুর পর তার মাথার প্রত্যেকটি চুল বিষাক্ত সাপ হয়ে তাকে দংশন করবে কি?	(৫/৪৪৫)
,,	দুই জন মুছল্লী জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময়ে পরে যারা আসবেন তারা কিভাবে জামা'আতে শরীক হবেন?	(৬/৪৪৬)
,,	বর্তমানে অনেক মহিলা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বের করে রাস্তায় চলাফেরা করে। এরূপ মহিলাদের কী ধরনের শাস্তি হবে?	(৭/৪৪৭)
,,	আমি ফোরক্বানিয়া মাদরাসার শিক্ষক। ছেলে-মেয়েরা কুরআন মাজীদ সবক নেওয়ার সময় আমাকে খুশিমনে জামা-কাপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি উপঢৌকন দিয়ে থাকে। এরূপ উপঢৌকন নেওয়া যাবে কি?	(৮/৪৪৮)
,,	কুরআন তেলাওয়াতে ভুল-ত্রুটি হ'লে ক্ষমা চাওয়ার জন্য পরে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?	(৯/৪৪৯)
,,	সম্প্রতি রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মুক্তির উদ্দেশ্য কর্মীদের 'গণছিয়াম' রাখতে দেখা গেছে। এভাবে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?	(১০/৪৫০)
,,	যাকাতের সম্পদ কিছু অংশ বণ্টন করে অবশিষ্ট অংশ দিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে যাকাত ফান্ড বৃদ্ধি করা যাবে কি?	(১১/৪৫১)
,,	যে সমস্ত ব্যবসায়ী জমি বেচা-কেনা করেন অথবা জমি কিনে প্লট আকারে বিক্রয় করেন, তাদের যাকাত নির্ধারণের পদ্ধতি কি? উক্ত সম্পত্তি কি ক্রয় মূল্য হিসাবে নির্ধারিত হবে, না কি বর্তমান বাজার মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা হবে? আর জমি আবাদী হ'লে যাকাত কিভাবে আদায় করতে হবে?	(১২/৪৫২)
,,	দাদা ও নানার পূর্বে যদি পিতা ও মাতা মারা যান তবে তাদের সম্পত্তিতে নাতি-নাতনী অংশ পাবে কি?	(১৩/৪৫৩)
,,	ধূমপান ও তামাক-জর্দা সেবন করা কী ধরনের অপরাধ?	(১৪/৪৫৪)
,,	জুম'আর দিন খুৎবা প্রদানের সময় যে লাঠি হাতে নেওয়া হয় তা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৃদ্ধাবস্থায় ব্যবহার করেছিলেন?	(১৫/৪৫৫)
,,	মহিলারা ঈদের ছালাত বাড়ীতে একাকী পড়তে পারে কি?	(১৬/৪৫৬)
,,	মহিলারা তারাবীহর ছালাত মহিলাদের ইমামতিতে পড়তে পারে কি?	(১৭/৪৫৭)
,,	ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করার হুকুম কি? কখন কখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হয়?	(১৮/৪৫৮)
,,	কোন ধরনের পোষাককে সুন্নাতী পোষাক বলা হয়? শার্ট, প্যান্ট, কোট, বিভিন্ন ফ্যাশনের পাঞ্জাবী কোন ধরনের পোষাক?	(১৯/৪৫৯)
,,	অনেক হিন্দু লোক দাড়ি রাখে, পাজামা-পাঞ্জাবী পরিধান করে। তারা কি ছওয়াব পাবে?	(২০/৪৬০)
,,	মৃত ব্যক্তিকে কবরে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তিনবার রাখা হয়। এর বিধান কি?	(২১/৪৬১)
,,	জানাযার ছালাতে কতটি কাতার হওয়া উচিত? কাতার বেজোড় হ'তে হবে কি?	(২২/৪৬২)
,,	ছালাতের মধ্যে দুই সিজদার মাঝখানে কোন দো'আ পড়তে হয়?	(২৩/৪৬৩)
,,	কী পরিমাণ শস্য উৎপাদন হ'লে ওশর দিতে হবে?	(২৪/৪৬৪)
,,	বিধবা মহিলারা নাকফুল, কানের দুলসহ অন্যান্য অলংকার ব্যবহার করতে পারবে কি?	(২৫/৪৬৫)
,,	একজনের ক্বিরাআত শুদ্ধ কিন্তু রাফউল ইয়াদায়েন করে না। অপরজনের ক্বিরাআত অশুদ্ধ, কিন্তু রফউল ইয়াদাইন করে। এতদুবয়ের মধ্যে ইমামতির অধিক হক্বদার কে?	(২৬/৪৬৬)
,,	একটি পুরাতন মসজিদের সামনে কয়েকটি কবর ছিল। মসজিদের স্থান বৃদ্ধি করে কবরগুলো ভেঙ্গে ভিতরে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?	(২৭/৪৬৭)
,,	'ওমরী ক্বাযা' বা কারো প্রাথমিক জীবনের কয়েক বছরের ছেড়ে দেওয়া ছালাত পরবর্তীতে ক্বাযা করতে হবে কি?	(২৮/৪৬৮)
,,	সরকারী চাকুরীজীবিরা চাকুরী শেষে পেনশনের যে অর্থ পান, তা ভোগ করতে পারবে কি?	(২৯/৪৬৯)
,,	যদি মাসিক বন্ধ রেখে রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা হয় তাহ'লে ছিয়াম শুদ্ধ হবে কি?	(৩০/৪৭০)

www.ahlehadeethbd.org

দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি

প্রিয় দ্বীনি ভাই! সর্বাধিক নেকী অর্জনের পবিত্র মাস রামাযানে আমরা আপনাকে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও তার অঙ্গসংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন উক্ত সংগঠন সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সারা দেশে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বাতিল উৎখাতে এ সংগঠন যেমন সদা সোচ্চার, তেমনি হক্ব প্রতিষ্ঠায় সদা তৎপর। এ সংগঠনের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কুচক্রী মহল এর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন, সংগঠনের অধীনে পরিচালিত ইয়াতীম বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। মাহরূম হয় তিনশতাধিক অনাথ-ইয়াতীম শিশু শিক্ষার আলো থেকে, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় তাদের ভবিষ্যত। আপনাদের প্রাণপ্রিয় পত্রিকা **'আত-তাহরীক'**ও বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

অতএব মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে আপনার যাকাত, ওশর, ফিৎরা ও অন্যান্য দানের একটি বৃহৎ অংশ হক্ব প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

টাকা পাঠানোর ঠিকানাঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য, ০১৫১১২০৫১৩৪৪, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা; মাসিক আত-তাহরীক, এস.এন.ডি. ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।

সুখবর! সুখবর!!

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত সর্বাধিক তথ্য সমৃদ্ধ, সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত, ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ সম্পাদনের অনন্য বই

হজ্জ ও ওমরা

পুনঃমুদ্রিত হয়েছে ।
আকর্ষণীয় রঙ্গীন প্রচ্ছদে পকেট সাইজের এই বইটির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক অফিস
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইলঃ ০১৭১৬-০৩৪৬২৫; ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত দেশব্যপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সর্বমহলে সমাদৃত **'দিশারী'** আলিম প্রশ্নপত্র সাজেশান্স'০৯ ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে বের হয়েছে।

যোগাযোগ

"দিশারী" আলিম সাজেশান্স প্রস্তুত কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৯১৮-৬১২৬২৭
০১৯১১-৮৯৩৬৬২
০১৭৩৭-১৫২১৬১

www.ahlehadeethbd.org